# হেমন্ত-গোধূলি

# হেমন্ত-গোধূলি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৯৪১

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল

—দুই টাকা—

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ মহামায়া প্রেস ৬৫।৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
স্মরণে

বন্ধু, তোমারে ভুলি নাই আজও, যদিও দু'দিন তরে
দেখা হয়েছিল মর্ত্ত্য-মরুর পথহীন প্রান্তরে,—
দিগন্তরের কপিশ আকাশে ছিল না কিছুই আঁকা,
সহসা হেরিনু বিটপীর শিরে আধখানি চাঁদ বাঁকা !

সন্ধ্যা-মেদুর ছায়াখানি যেথা ক্ষীণ জ্যোৎস্নার সাথে
মিলাইয়াছিল, দেখা হ'ল দোঁহে সে মোহের মোহানাতে ;
শুধালে না কিছু—জনমান্তর-সৌহৃদ যেন স্মরি'
আপন আসনে আগন্তুকেরে বসাইলে হাত ধরি' !

তিনটি সন্ধ্যা, দুইটি উষার মাধুরী-মদিরা পিয়ে
মোর হেমন্তে বসন্ত এল স্বপন-পসরা নিয়ে ;
পরম আদরে সে ফুল-মুকুল তুলি' লয়ে সবগুলি
তুমি 'ভারতী'র অঙ্কে রাখিলে, কাঁপিল না অঙ্গুলি ।

তার পর হ'তে ঘাট হতে ঘাটে ফিরিনু পসরা নিয়ে,
গোধূলি-আঁধারে সে আঁখি উদার গেল পুন মিলাইয়ে !
স্তব্ধ গভীর নিস্তরঙ্গ বিস্মরণীর নীর—
তারি তীরে তীরে ঘনাইল ছায়া তারাময়ী রজনীর !

পূর্ব্ব-গগনে চেয়ে থাকা মিছে শুকতারকার লাগি'—
জানি, এ রজনী পোহাবে না হেথা, কেন আর বৃথা জাগি !
শেষ গানগুলি গুছাইতে গিয়ে সহসা পড়িল মনে—
প্রথম মালাটি দিতে গিয়ে তবু দিই নাই কোন্ জনে !

হাতে তুলে' দিতে নারিনু আজিও, ক্ষোভ নাহি তবু তায়—
গভীর নিশীথে এপারের কথা ওপারেও শোনা যায় !
ডেকে বলি তাই—বন্ধু ! তোমারে পথশেষে স্মরিলাম,
গানের খাতার শেষ-পাতাটিতে লিখিনু তোমারি নাম ।

কলিকাতা ।
২রা শ্রাবণ, ১৩৪৮

# সূচী

| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|

বিষয় পৃষ্ঠা

## বিদেশী কবিতা

| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|

আমার চতুর্থ কবিতা-সংগ্রহ 'হেমন্ত-গোধূলি' প্রকাশিত হইল। যে সকল কবিতা পূর্ব্বে লিখিত হইলেও প্রকাশিত অথবা সুপ্রচারিত হয় নাই, এবং আরও যেগুলি প্রায় সর্ব্বশেষের রচনা, সেইগুলিকে এই পুস্তকে সঞ্চয় করিলাম। আমার কবিতা একালেও যাঁহাদের ভালো লাগে তাঁহাদের জন্য, এবং যদি কোনক্রমে পরবর্ত্তী কালে পৌঁছিতে পারে সেই আশায়, এ গুলিকে আর ফেলিয়া রাখিলাম না। ইহাই এ কাব্য-প্রকাশের একমাত্র কৈফিয়ৎ—কারণ, ইহার একটিও 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নয়।

এবারে আমি এই সঙ্গে কতকগুলি বিদেশী কবিতার অনুবাদও মুদ্রিত করিলাম; এগুলির অধিকাংশ বহুপূর্ব্বে রচিত ও বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার এরূপ অনুবাদ-কবিতার সংখ্যা অল্প নয়; ইচ্ছা ছিল, সবগুলিকে একখানি পৃথক পুস্তকে সংগ্রহ করি। নানা কারণে তাহা এ পর্য্যন্ত সম্ভব না হওয়ায়, এবং বর্ত্তমানে কাগজ অত্যন্ত দুর্মূল্য হওয়ায়, আমি নিজের ও পরের কবিতা একই মলাটে একই বাঁধনে বাঁধিয়া দিলাম। অনুবাদ-গুলির চয়নে লোভ দমন করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ অনেক বাদ দিয়াছি। বলা বাহুল্য, যে কবিতাগুলি ইংরেজী নয়, সেগুলিরও অনুবাদ ইংরেজীরই মারফতে।

এই কবিতাগুলির সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে। আমার অনুবাদ যেমন মূলের ঘনিষ্ঠ অনুবাদ নয়, তেমনই, ভাষায় ও ভাবে তাহা একেবারে ভিন্ন পদার্থও নয়। অর্থ অপেক্ষা ভাবকে প্রাধান্য দিলেও, আমি মূলের বাণীচ্ছন্দকে যতদূর সম্ভব বাংলায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ভাষা আমারই, এবং তাহা বাংলা বলিয়া যেটুকু রূপান্তর হইতে বাধ্য, তাহার জন্য এগুলির উৎকর্ষ অনুবাদ অপেক্ষা মৌলিক রচনাহিসাবেই অধিক—এরূপ দাবী আমি করিব না; পাঠকগণকে কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতে বলি—এগুলি বাংলা এবং কবিতা হইয়াছে কিনা; তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে ইহাদের কোন মূল্য নাই। আমার বিশ্বাস, সবগুলি সমান না হইলেও, কতকগুলি—অনুবাদ এবং কবিতা, দুই-ই হইয়াছে। 'শুভক্ষণ' নামক যে কবিতাটি গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে স্থান পাইয়াছে, তাহা William Morris-এর একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তির অনুপ্রেরণায় রচিত—ঠিক অনুবাদ নয় বলিয়া তাহাকে ঐ স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

এ বাজারেও গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব যথাসাধ্য রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশক যে যত্ন করিয়াছেন, তার জন্য তিনি আমার ধন্যবাদভাজন। আমার পুরাতন ছাত্র এবং তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমান হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থপ্রকাশে যে আগ্রহ ও সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকেও আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

কলিকাতা।
২রা শ্রাবণ, ১৩৪৮

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

# হেমন্ত-গোধূলি

# হেমন্ত-গোধূলি

আজিকে শুক্লা হেমন্ত-বিভাবরী,
তারি সন্ধ্যায় এস তুমি, সুন্দরী !

তুমি এস মোর রোদনের দিনশেষে
ফুল-মালঞ্চে হৈমবতীর বেশে ;
জলে-ভেজা ফুল জাতি-যুথি নয় এরা—
তপনের তাপে উঠিবে না কভু হেসে।

ফুটেছিল যারা যৌবন-বৈশাখে
রৌদ্র-মদিরা পান করি' শাখে-শাখে,
যত তাপ তত সরস যাদের তনু,
হাসিতে যাহারা হাহাকার চেপে রাখে-

তারা নাই আজ, ভয় নাই—এস তুমি !
বরিষার শেষে শীতল আজি এ ভূমি ;
উদিবে এখনি কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা
হিম-নিষিক্ত ধরণীর মুখ চুমি'।

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

নীরস ধূসর মাটির বিছানা 'পরে
বিছায়েছি, হের, ফুলশোভা থরে থরে—
তাপহীন যত বাসনার বল্লরী
মুঞ্জরি' উঠে শিহরি' শীতের জ্বরে।

সারারাত করি' অশ্রু-শিশির পান
ভোরের বেলায় সব তৃষা অবসান ;
কুহেলি-আকাশে হেলিয়া পড়ে যে রবি
তাহার সোহাগে জাগে না এদের প্রাণ।

তব নয়নের গোধূলি-আলোর তলে
ইহাদের মুখে অপরূপ আভা ঝলে,
অয়ি হেমন্ত-সন্ধ্যার অপ্সরী !
দাঁড়াও ক্ষণেক বেণী-বাঁধা কুন্তলে।

*　　*

নিবে আসে যবে আকাশে দিনের আলো
অস্ত-কিনারে কে দেবী, দীপালি জ্বালো ?
স্বপনের ভারে ভেরে আসে আঁখি-পাতা—
তিমিরের পটে এত রং কেবা ঢালো !

বৈশাখী-রোদ, শ্রাবণের শ্যাম-ছায়া
সরস করে নি যাহাদের কম-কায়া,
নব-ফাল্গুনে রবে না যাদের চিন্
—ফুলশেজ 'পরে স্মরিবে না স্মর-জায়া,

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

হিমে জর-জর তনুলতা উপবাসী—
সেই তারা আজ তপনেরে উপহাসি'
ধরিয়াছে হের রূপের বরণ-ডালা,
—মধুহীন মুখে চুম্বন রাশি রাশি !

দুঃখের সুখ জাগাবে না কারো প্রাণে—
এরা শুধু আঁখি জুড়াইয়া দিতে জানে,
—হোক্ বা না হোক্ মুখরিত বনতল
পিক-কুহুতান অলি-গুঞ্জর-গানে।

শুক্লা-দশমী, হেমন্ত-বিভাবরী—
তারি সন্ধ্যায় এস তুমি, সুন্দরী !
হের গো হেথায় ফুল-মালঞ্চ মাঝে
অস্তরাগের মায়া উঠে মুঞ্জরি'।

তুমি এস মোর রোদনের দিনশেষে
তুহিন-মোহিনী হৈমবতীর বেশে !
নীরব নিথর রঙের পাথার শুধু
বিথারিয়া দাও নয়ন-নির্নিমেষে।

# স্বপ্ন-সঙ্গিনী

( ১ )

হে অপ্সরী ! এক দিন ছন্দের টঙ্কারে
স্মর-ধনু ভঙ্গ করি', দেবগণে জিনি',
লভেছিনু ওই তব কর-বিলম্বিনী
স্বয়ম্বর-মালা ; কি রহস্য কব কারে ?—
স্বর্গ-নটী হ'ল বধূ ! আকুল ঝঙ্কারে
সহসা উঠিল বাজি' চরণ-শিঞ্জিনী
না ফুরাতে সপ্তপদী কেন যে, বুঝি নি—
কার লাগি' পুষ্পাসব ভরিলে ভৃঙ্গারে !

আমার কামনা-ধূমে হয় নি ত' ম্লান
তোমার অলকশোভী মন্দার-মঞ্জরী,
তনু তব উঠে নাই আবেশে শিহরি'—
উচ্ছ্বাস-শিথিল নীবি, নিমীল নয়ান ;
আমি যে তুহিন-নদে করেছিনু স্নান
সেবিতে ও রূপানল সারা বিভাবরী !

( ২ )

এই মোর অপরাধ ?—পুষ্পাসব-পানে
ঘূর্ণিত আঁখিরে তব আমার পিপাসা
করে নি অরুণতর ; সুপেলব নাসা,
স্ফুরিত সঘন-শ্বাসে ক্ষোভে অভিমানে—
পারে নি জাগাতে মোর উদাসীন প্রাণে
সুচির সন্তাপ ; মঞ্জীরের মঞ্জু ভাষা
উতলা করেছে শুধু, সর্ব্ব সুখ-আশা
অঞ্জলি ভরিয়া আমি ঢেলেছিনু গানে।

ভাল যদি লাগিবে না রূপের আরতি,
অনঙ্গের পরাভব—হায় গো অপ্সরা !
স্মরধনু-ভঙ্গ-পণে কেন স্বয়ম্বরা
হ'লে তুমি ? রূপমুগ্ধ মর্ত্ত্যের সন্ততি,
জানো না কি, রতিপদে করে না প্রণতি ?-
তাই শুধু ক্ষণতরে দিয়েছিলে ধরা !

( ৩ )

আদিকাল হ'তে সকরুণ সে কাহিনী
ফিরিয়াছে কবি-কণ্ঠে—স্বর্গের অপ্সরা
কবে কোন্ মর্ত্ত্যজনে দিয়েছিল ধরা
অন্ধ অনুরাগে ! তার পর সে মোহিনী,

## হেমন্ত-গোধূলি

যৌবন-নিশার সেই স্বপন-সঙ্গিনী,
সহসা উষার সাথে মিলাইল ত্বরা
অন্তরীক্ষে,—পুরূরবা সারা বসুন্ধরা
কাঁদিয়া খুঁজিছে তারে দিবস-যামিনী !

হায় নর ! বৃথা আশা, বৃথা এ ক্রন্দন !
উর্ব্বশী চাহে না প্রেম—প্রেমের অধিক
চায় সে যে দৃপ্ত আয়ু, দুরন্ত যৌবন !
ফাগুনের শেষে তাই সে বসন্ত-পিক
পলায়েছে ; মরু-পথে, হে মৃত্যু-পথিক,
কে রচিবে পুন সেই প্রফুল্ল নন্দন ?

# অকাল-বসন্ত

অসময়ে ডাক দিলে, হায় বন্ধু, একি পরিহাস !
ফাগুন হয়েছে গত, জানো না কি এ যে চৈত্রমাস ?
বাতাসে শিশির কোথা ? ফুলেদের মুখে হাসি নাই,
কোকিল পলায়ে গেছে, গোলাপ যে বলে—যাই যাই !
অশ্বত্থ অশোক বট বিল্ব আর আমলকী-বনে
আছে বটে কিছু শোভা—পঞ্চবটী জাগে তাই মনে ,
সুদীর্ঘ দিবার দাহে বসুন্ধরা উঠিছে নিঃশ্বসি'—
এ সময়ে গান নয়, প্রাণে জাগে শিব-চতুর্দ্দশী !

ক্ষমিও আমারে বন্ধু, যদি এই উৎসব-বাসরে
আনন্দের পসরাটি কোনোমতে কবিও পাসরে।
একদিন এ জীবনে পূর্ণিমার ছিল না পঞ্জিকা,
নিত্য-জ্যোৎস্না ছিল নিশা—হেমন্তেও শারদ-চন্দ্রিকা !
শ্রাবণে ফাগুন-রাতি উদিয়াছে বহু বহু বার,
শীত-রৌদ্রে গাঁথিয়াছি চম্পা আর চামেলির হার।
জীবনের সে যৌবন—মরু-পথে সেই মরূদ্যান—
পার হয়ে আসিয়াছি, আজ শুধু করি তারি ধ্যান।
তোমাদের আমন্ত্রণে কি মন্ত্রণা দিব আজ কানে ?—
ক্ষমিও আমারে, বন্ধু, পঞ্জিকাও আজি হার মানে !

তবুও হতেছে মনে, ভুল আর হয়েছে কোথাও,
পঞ্জিকার ভুল নাই—আকাশের চাঁদেরে শুধাও।
চেয়ে দেখ, মুখে তার আজ যেন হাসি কিছু ম্লান—
দ্বিধায় মন্থর-গতি, পৌর্ণমাসী সদ্য-অবসান।
আজি হ'তে কৃষ্ণা-তিথি—আঁধারের প্রতিপদ আজ,
হাসিটি তেমনি আছে, তবু সে হাসিতে পায় লাজ।
পঞ্জিকা করে নি ভুল—কঠোর সে নিয়তির মত!
আমরাই রাখি ধরে' যে পূর্ণিমা হয়ে গেছে গত;
যৌবন-যামিনীশেষে কুড়াইয়া রাখি ঝরা-ফুল,
অতীত বসন্ত-দিন ফিরাইয়া আনিতে আকুল!
অমার আঁধারে জ্বালি সারি-সারি তৈলহীন বাতি,
সে আলো নিবিয়া যায়, না ফুরাতে প্রহরেক রাতি!
বসন্তের ঝরা-পাতা ঝরা-ফুলে আছে যে বারতা,
আজিকার দিনে, বন্ধু, তারি মাঝে খুঁজি পূর্ব্ব-কথা।

বসন্ত, মাধবী, মধু, ঋতুরাজ, পহেলি ফাগুন,
হিন্দোল, ফাগুয়া, হোলি, মদনের পুষ্পধনু-তূণ—
চিরকাল আছে জানি মানুষের জীবনে ও গানে,
একবার একদিনও কেবা তাহা মানে নাই প্রাণে?
বৈরাগ্য-শতক বড় নয়, জানি—সে ত পরাজয়!
মিথ্যা নয়—তপোবনে আকালিক বসন্ত-উদয়।

আজও দেখি, সেই ঋতু ধরণীর উৎসব-অঙ্গনে—
অঙ্কুরে পল্লবে পুষ্পে সেই শোভা কান্তারে গহনে!

## অকাল-বসন্ত

দক্ষিণ—মৃত্যুর দিক, দাঁড়াইয়া আজ তারি মুখে
অমৃত-মধুর বায়ু ভুঞ্জিতেছে চরাচর সুখে !
দু'দিনের এই সুখ, দু'দিনের এ সুন্দর ভুল—
এরি লাগি' সৃষ্টি-পদ্ম অহরহ মেলিছে মুকুল।
শীতের জরার শেষে বসন্তের এ নব-যৌবন
করুক সবারে সুখী—সম্বরিনু আমিও লেখন।

# ফুল ও পাখি

( ১ )

বসন্তের ফুল, আর বসন্তের পাখি—
একটি সে ঝরে' যায় খর সূর্য্যতাপে,
দু'টি পৌর্ণমাসী শুধু শাখা-বৃন্তে যাপে
মধুর মাধবী-নিশা ; বিস্ফারিয়া আঁখি
ক্ষণেক দাঁড়ায় কাল, তবু তারে ফাঁকি
দিতে নারে দু'দণ্ডের বেশি ! প্রাণ কাঁপে
থরথরি'—রূপ-মধু-সৌরভের পাপে
লভে মৃত্যু, ধূলিতলে শীর্ণ তনু ঢাকি' !

ফুলের পেলব প্রাণ পলকে ফুরায়,
বর্ষসাথে আয়ুঃশেষ ! সে যে শুধু রূপ—
ছায়া-আলোকের খেলা, বর্ণরেখা-স্তূপ
কুজ্ঝটি-অম্বরে ! সে যে ফেনবিম্ব-প্রায়
সবুজ সায়রে ফুটি' তখনি মিলায় !
মধু-শেষে ভোলে তারে মানস-মধুপ।

## ফুল ও পাখি

( ২ )

বসন্তের পাখি, সে যে মৃত্যু নাহি জানে–
উড়ে যায় দেশান্তরে ঋতু অনুসরি' ;
সে জানে কালের ছন্দ—পক্ষ মুক্ত করি'
ধায় নব-জীবনের মাধুরী-সন্ধানে।
পুষ্পসম রহে না সে মৃত্তিকার ধ্যানে
মমতার বৃন্তবন্ধে আপনা সম্বরি' ;
রূপ নয়, দেহ নয়—ঊর্দ্ধাকাশ ভরি'
ভাবের অবাক্-ধারা ঢালে গানে গানে।

গন্ধ আর বর্ণ যার প্রাণের পসরা,
মর্ম্মমূলে রহে শুধু মৃত্তিকার রস—
নিমেষে ফুরায় তার আয়ুর হরষ ;
ধরার ধূলার ফাঁদে দেয় না যে ধরা—
দেশ-কাল নাই তার, নাই ফোটা-ঝরা,
অনন্ত বসন্ত তার—অনন্ত বরষ !

( ৩ )

সেই মত আমি কবি একদা হেথায়
ধরণীর ধূলিতলে বিছায়ে আপনা
রূপ-মধু-সৌরভের স্বপন-সাধনা
করিনু মাধবী-মাসে ; ইন্দ্রিয়-গীতায়

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

রচিনু তনুর স্তুতি, প্রাণ-সবিতায়
অঞ্জলিয়া দিনু অর্ঘ্য—প্রীতি নির্ভাবনা,
নিষ্ফল ফুলের মত অচির-শোভনা
সুন্দরের কামনারে গাঁথি' কবিতায়।

বসন্তের পাখি নই—বসন্তের ফুল,
ফুটে' ঝরে' গেছি তাই নীরস নিদাঘে—
ক্ষণিকের হোলি-খেলা ফাগুনের ফাগে,
মরণের হাসি-ভরা জীবনের ভুল !
মোর কথা নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন-সমতুল—
ডুবে গেছি বিস্মৃতির অতল তড়াগে।

# বিধাতার বর

আগুনে জ্বলিছে ঘৃত-ইন্ধন, আলো তার ভালো লাগে—
সুখী নরনারী সেবি' সে অনল মৃদু উত্তাপ মাগে।
সমিধের মেদ যত হীন-সার, তত উজ্জ্বল আলো,
সোনার শিখায় প্রাণ পুড়ে যায়—দেহ অঙ্গার-কালো!
দহনের লাগি' দেহ যার যাচে কামের যজ্ঞ-হবি—
দীপ্তির তলে অঙ্গার জ্বলে—লোকে তারে কয় কবি!

লালা-ক্লেদময় গলিত পঙ্ক কৃমি-কীটসঙ্কুল—
তারি অন্তরে পশে সুগভীর রসপায়ী যার মূল,
মজ্জাবিহীন ক্ষীণ তনু যার—স্রোতোবেগ নাহি সহে—
তারি মুখে ফুটি' শোভা-শতদল মধুর মাধুরী বহে!
জীবন যাহার অতি দুর্ব্বহ—দীন দুর্ব্বল সবি—
রসাতলে বসি' গড়িছে স্বর্গ—সেই জন বটে কবি!

অবাধ অগাধ সিন্ধু-মাঝারে শত শুক্তির বাস,
কঠিন কবচে ঠেকায় সকলে প্রবল জলোচ্ছ্বাস;
ব্যাধি-বালুকণা পশিল কেমনে কোন্ সে রন্ধ্র দিয়া
একটির বুকে—স্ফোটকে ফলিল মুক্তা সে মোহনিয়া!
সুস্থ নহে যে সবার মতন সহজ জীবন লভি'—
অন্তরে যার অসুখ অপার—সেইজন হয় কবি!

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

কত জ্যোতিষ্ক জ্বলে' নিবে যায় দিশাহীন মহাকাশে
রশ্মি তাদের কতকাল পরে ধরণীতে পরকাশে !
কেমন আছিল কেহ সে জানে না, ছিল যবে হেরি নাই—
আজ কি বা তার—জ্যোতি-পরিচয় আমরা পাই, না পাই ?
কবিও ক্বচিৎ জীয়ে যশ পায়—স্মৃতি যবে ছায়ামায়,
মৃত-তারকার মত রটে তার প্রতিভার পরিচয় !

তুলনা যাহার ইন্ধন হ'তে নির্ব্বাণ শশী-রবি—
মানুষ না হয়ে বিধাতার বরে সেইজন হয় কবি !

# অশান্ত

জানি, আমি জানি, শতেক যোজন উন্নত গিরিচূড়ে
কঠিন শীতল হিমানীর দেশে ধ্যানের কেতন উড়ে।
নাহি সেথা বারি, পিপাসাও নাহি—শোণিতের জ্বর-জ্বালা,
শীতে ও নিদাঘে ফোটে একই ফুল—আকাশে তারার মালা।
হৃদয়-ভ্রান্তি নাহি যে সেথায়, প্রেমের ভাবনা, ভয়—
নাহি অতীতের স্মৃতির অতিথি, অনুতাপ, সংশয়।
হে শান্ত, তুমি সেইখানে বসি' রচিতেছ যেই গীতা,
আপনার মাঝে আপনি মগন তুমি অমৃতের মিতা—
মানুষের তরে নহে সেই গান, জানি তাহা প্রাণে প্রাণে,
এই দেহে বাঁধা আমার আমি-রে সে যে বিদ্রূপ হানে।
যে জন জীবনে যাপে নি কখনো দীর্ঘ দুখের নিশা,
চোখের সলিলে মিটে নি যাহার শুষ্ক তালুর তৃষা,
সুখের শয়নে, টুটে নি কখনো যাহার স্বপন-ঘোর,
অথবা ত্যাগের কঠোর সাধনে কেটেছে সকল ডোর—
সেই অমানুষ ভাবের ফানুসে আকাশে জ্বালায় আলো,
তার পদতলে মাটির পৃথ্বী আঁধারে দেখায় কালো।
ক্ষুৎ-পিপাসার সব অধিকার ব্যর্থ যাহার তপে—
শূন্য-সুখের ধেয়ানে সে জন শান্তি-মন্ত্র জপে।

সে যবে বাজায় জয়-ছুন্দুভি মর্ত্ত্য-জীবের কানে,
আপন মহিমা ঘোষণা করে সে অতি-বিনয়ের ভানে—
সেই অপমানে আমার চক্ষে বজ্র-বহ্নি জ্বলে,
বৈশাখী-দিবা ধূ ধূ করি' উঠে শিখাহীন কালানলে।
আমি চলি পথে ধূলির জগতে—তপ্ত বালুর 'পরে
শুকায় সরিৎ, উর্দ্ধে তড়িৎ অট্টহাস্থ করে।
ক্রূর কণ্টক কঙ্কর দলি' চলি যার সন্ধানে—
গালি দেই কভু, কভু ডাকি তারে সকাতর আহ্বানে।
ভালবাসি যারে তাহার লাগিয়া নিমেষে পরাণ সঁপি,
অরি যেই জন তাহারে স্মরিয়া মারণ-মন্ত্র জপি।
মোর ধমনীতে হৃদয়-শোণিতে অশান্ত কলরোল,
অধরে আঁখিতে হাসি-ক্রন্দন একসাথে উল্লোল!
শান্তি কে চায়?—শিশুও চাহে না থির হয়ে শুয়ে থাকা
যত দাও দোল তত উতরোল—বক্ষে যায় না রাখা!
জন্ম হইতে মৃত্যু-অবধি অশান্তি-সুখ লাগি'—
ভাবের স্বর্গ চাহে না মানুষ—অভাবের অনুরাগী।

হে শান্ত, তুমি আমারে দেখায়ে পান কর যেই বারি,
জানি সে মিথ্যা অভিনয় তব, তুষার-বর্ত্মচারী!
আমি জানি, তব চিত্রিত ওই পাত্রই মনোহর,
তোমার কণ্ঠে পিপাসা কোথায়, প্রেমহীন যাতুকর?
মোদের পিপাসা তামাসা নহে সে, মরুচর নর-নারী
অশান্ত মোরা খুঁজিয়া বেড়াই সেই ঝরণার বারি—

## অ শা ন্ত

উথলিয়া উঠে উৎস যাহার ধরার বক্ষ হ'তে,
অঞ্জলি ভরি' ভিজাই ওষ্ঠ তাহারি উষ্ণ স্রোতে।
সংজ্ঞাহরণ মরণ-মরুৎ বহে যবে মরু'পর,
মূর্চ্ছার বশে হেরি বটে কভু অপরূপ নির্ঝর ;
শান্তির আশে ছুটি তার পাশে, বুঝিনা সে কার মায়া—
আমারে লোভাতে কেবা রচে সেই তীর, নীর, তরু-ছায়া ;
বুঝি ক্ষণপরে—সে নহে শান্তি, মৃত্যু তাহার নাম—
আমি অশান্ত, চাহি না জীবনে সে চিরশান্তি-ধাম।

# দুঃখের কবি

'দুঃখের কবি'—শুনে হাসি পায়—সোনার পাথর-বাটি !
কল্পনা তার এমনি সূক্ষ্ম—মাটিরে বলে যে মাটি !
শুনাইতে চায় কঠিন সত্য—
অতি সে নিঠুর চরম তত্ত্ব,
একটু বেহুঁস হয়েছ যেমনি, অমনি লাগায় চাঁটি ;
কাব্যের খাঁটি রস সে বিলায়—মাটিরে বলে যে মাটি !

দুঃখের লাগি' হয় যে বিবাগী, সুখ যে মিথ্যা কয়,
সে জন সুখীরে করে পরিহাস—এ যে বড় বিস্ময় !
অশ্রু লুকাতে করে যে হাস্য,
অন্ন-অভাবে চাতুর্মাস্য—
সে যদি দুঃখ না করে স্বীকার, নাহি মানে পরাজয়,
ভণ্ড বলিয়া গালি দিবে তারে ?—এ যে বড় বিস্ময় !

কাঁটার উপরে বক্ষ রাখিয়া গান গায় যেই পাখি—
কে বলেছে তার হয় নাক' সুখ—সেই আনন্দ ফাঁকি ?
সুখ-সন্ধান জীবনেরি পেশা—
সুখেরি লাগিয়া দুঃখের নেশা !
তা' যদি না হ'ত, এক লহমায় চুর্‌মার হ'ত নাকি
সৃষ্টির এই রসের পেয়ালা—ধরা পড়িত না ফাঁকি ?

## দুঃখের কবি

হায় গো বন্ধু, সত্যসন্ধ—দুঃখের নেশাখোর !
বুঝিবে কি তুমি—এই জগতের সকলেই সুখ-চোর !
যার গানে আছে যত আনন্দ,
নৃত্য-চটুল চপল ছন্দ—
হয়ত' সে দুখী সব চেয়ে, তার দুঃখের নাহি ওর,
ফাঁসীর কয়েদী ওজনে বাড়িছে—ধন্য সে সুখ-চোর !

শুধু দুঃখের পসরা বহিয়া পথে যে হাঁকিয়া ফেরে—
বিজ্ঞাপনের ছবিগুলা দেয় দেয়ালে দেয়ালে মেরে,
দুঃখের ভরা ভারি নয় তারি,
হোক যত বড় দুখের ব্যাপারী,—
ঢাকের বাদ্যে হয় ভূকম্প, বাঁশি যায় বটে হেরে,
তবু সে দুঃখ তারি বড় নয়—পথে যে হাঁকিয়া ফেরে

মিথ্যার মোহে যদি কেহ কভু সত্যই সুখ পায়,
তপ্ত বলিয়া ভান করে' কেহ পান্তা জুড়াতে চায়—
ল'য়ে গোপালের পাষাণ-পুতলি
বন্ধ্যার স্নেহ উঠে যে উথলি'—
তার সেই সুখে কার না বক্ষ অশ্রুতে ভেসে যায় ?
কঠোর সত্য স্মরণ করায়ে কে তারে শাসিতে চায় !

অথই দুঃখ-পাথারে ফুটেছে আনন্দ-শতদল,
অমানিশীথেও পূর্ণিমা-সুখে উথলে সিন্ধু-জল !

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

সুচির বিরহ, মিলন ক্ষণিক—
তাই চেয়ে থাকে আঁখি অনিমিখ,
হৃদয়ের খাক্ ফাগ করে' করি মধু-উৎসব ছল—
হেন সুখ যার সে কেন ফেলিবে দুঃখের আঁখিজল ?

মিথ্যার মূলে দুঃখই আছে—সুখ যে দুখেরি ফুল !
ফুল ছিঁড়ে ফেলে' মূল হেরি' তার কেন হেন শোকাকুল ?
জ্বালা আর নেশা—একেরই ধর্ম্ম,
দুঃখ-সুখের একই যে মর্ম্ম !
কবি চায় নেশা, জ্ঞানী ভয় পায় পাছে ক'রে ফেলে ভুল—
বিষের জ্বালায় অকবি অধীর, কবি যে হরষাকুল !

সে যে উন্মাদ—সর্ব্ব অঙ্গে কত না চিতার ছাই !
কণ্ঠে গরল, তবু করোটির আসবে অরুচি নাই !
তারি ভালে যবে হেরি শশিলেখা,
ঢুলু ঢুলু চোখে রাগারুণ-রেখা,
শিয়রে গঙ্গা—অঙ্গারে রচে শয্যা সে এক ঠাঁই,
হৈমবতীর বিম্ব-অধরে চাহিতে কুণ্ঠা নাই !—

তখনি যে বুঝি, সুখ কারে বলে—দুঃখের কিবা নাম,
কোন্ সে আগুনে পুড়িয়াও তবু মনোহর হ'ল কাম !
বাঁশির রন্ধ্রে ভরে যেই শ্বাস—
জানি সে বুকের কোন্ উচ্ছ্বাস ;
নিজে নেশা করি অপরে মাতায়—কতখানি তার দাম,
জানি, ভাল জানি—চাহি না, বন্ধু, শুনিবারে তার নাম।

# প্রশ্ন

[ কোনও প্রায়োপবেশন-ব্রতী দেশপ্রেমিক বীর-যুবার উদ্দেশে ]

( ১ )

কোথায় চলেছ, কোন্ পথ ধরি'—ভেবেছ কি বলীয়ান ?
হে মোর দেশের যুবন্-প্রাণের প্রতীক মূর্ত্তিমান !
পতাকা তোমার উড়িয়াছে দেখি পথে-পথে ঘাটে-ঘাটে,
মৃত্যু-সরণি-তরণ তরণী ভিড়ায়েছ রাজপাটে !
তোমার চক্ষে দীপিছে অনল জঠর-অনলজয়ী !—
দীন জীবনের হীন প্রতারণা, মিথ্যার ভার বহি',
পশুসম আর বাঁচিবে না, তাই করিয়াছ প্রাণ পণ
ছাড়িতে এ-দেহ কারা-পিঞ্জর—অপূর্ব্ব মহারণ !
মমতারে তুমি মুগ্ধ করেছ, বুদ্ধিরে বিব্রত,
মরীচিকা হেরি' মরু-পথে তবু হও নি পিপাসা-হত !
তবু চলিয়াছ কোন্ পথে তুমি, ভেবেছ কি বলীয়ান—
হে মোর দেশের যুবন্-প্রাণের প্রতীক মূর্ত্তিমান ?

( ২ )

জানি, অসহ্য—মিথ্যার পণে তিলেক বাঁচিয়া থাকা,
জানি, তার চেয়ে শতগুণে ভাল মৃত্যুর মান রাখা।
যুগে যুগে তাই লভিয়াছে ত্রাণ এইরূপে কত জনা—
ইচ্ছা-মৃত্যু—মানবের সে যে অতি বড় বীরপনা!
আদিযুগ হ'তে চিরযুগ যেই গহ্বর-সম্মুখে
দাঁড়ায়ে নয়ন মুদিয়াছে জীব ত্রাস-কম্পিত বুকে,
অন্ধকারের অতলে খুঁজেছে আলোকের ক্ষীণশিখা,
অসীম শূন্যে জ্বালায়েছে কত মায়াময় মরীচিকা—
যাহারে ছলিতে আপনা ছলিছে, ভুলিবার লাগি' বৃথা।
জীবনের রাতি উৎসবে মাতি' করেছে দীপান্বিতা—
জানি সে জীবের কত বড় জয়—যে তারে করে না ভয়,
—জীবন-গ্রন্থি অবহেলে টুটি' সব সংশয় লয়!

( ৩ )

তবু বল, বীর, কি লাভ তাহায়?—মৃত্যু কি হারি-মানে
এই জগতের বলি-যূপে তার এ হেন আত্মদানে?
মুহূর্ত্ত লাগি' পিঙ্গল হয় যজ্ঞের হোমানল,
তার পর সেই চির-অভাগ্য পশুদের কোলাহল।
জীবনের ভয় জীবনেই রয়, মৃত্যুর পরপারে—
ভয়-নির্ভয়—কিবা আসে যায় অসীম সে একাকারে?

তবু শমনের এহেন দমনে গৌরব করে নর—
মৃত্যুঞ্জয়ীর উদ্দেশে নমে যোড় করি' দুই কর।
সে যে মরণেরি জয়জয়কার, ভেবে হাসে মহাকাল—
মৃত্যুজিতের কণ্ঠে গরল, শ্মশানেরি হাড়-মাল!
যে মরিল সে কি লভিল অমৃত ?—ক্ষয়হীন তার যশ!
সে যশ-পসরা বহিবে—যাহারা বিষম ভয়ের বশ!

( ৪ )

না না, এ যে বৃথা! এ হেন মরণে জীবনের কিবা ফল?
কত সাধু সতী দেখায়েছে হেথা এমনি মনের বল।
অপরের কথা ভাবে নি যাহারা—নিজেরি মরণ-ব্রত
সাধিয়াছে শুধু অভিমান-বশে, নিজেদেরি মনোমত—
বাখানি তাদের সে পণ কঠিন, নিষ্ঠার একশেষ,
তবু যে শিহরি হেরি' তার মাঝে সেই সন্ন্যাসী-বেশ
মরণে যাহারা জিনিল হেলায় অগ্নিকুণ্ডে পশি'
বল্মীক-তলে দেহ ঢাকি' যারা নিবাইল রবি-শশী—
জীবনেরে তারা ফাঁকি দিতে করে কঠিন মরণ-পণ,
মৃত্যুর নামে অমৃতের লাগি' মিথ্যা আকিঞ্চন।
তাদের মরণে, মৃত্যুর নহে—জীবনেরি পরাজয়,
জীবন-মুক্তি লভিতে যাহারা জীবন করিল ক্ষয়।

( ৫ )

সে মরণে মোরা মানিব কি আজ হইতে মরণ-জয়ী ?—
জানি যে, অমৃত বহিছে গোপনে এ মহী জীবনময়ী !
জানি, মৃত্যুর শেষ আছে, শুধু জীবনেরি শেষ নাই ;
তুমি আমি মরি, মরে না মানুষ—আমারি সে কামনাই
অমর হইয়া রহে মরলোকে ; পরলোকে অমরতা
কতকাল আর ভুলাইবে নরে ?—প্রেমহীন মিছা কথা !
আমি বেঁচে আছি যুগ-যুগ এই চির-প্রসূতির ঘরে,
ফিরেও আসি না—মরি না যে কভু ! এ বিরাট কলেবরে
জন্ম-মৃত্যু—শ্বাস-প্রশ্বাস ! আমি নহি একা আমি,—
মহামানবের অনন্ত আয়ু বহিতেছে দিন-যামী
আমারি এ আয়ু সৃষ্টির স্রোতে, আমি কভু মরি না যে !
ভুলে' যাও, বীর, মৃত্যুর কথা জীবনের সব কাজে।

( ৬ )

তাই যদি হয়, মৃত্যুও যদি জীবনেরি অভিযান—
আর কোনো নামে দিও নাক' তারে সমধিক সম্মান
জীবনের ভয়ে ভীত যেই জন, মমতা-কৃপণ যারা—
নাহি সে সাহস, আছে তবু সাধ ধরণীর ক্ষীরধারা
ভুঞ্জিতে শুধু অনায়াস-সুখে—স্বপ্নে ও জাগরণে
হেরে মৃত্যুর বিভীষিকা সেই অগণিত পশুগণে।

সেই বিভীষিকা—হরিতে শ্যামলে, সুদূর নীলের শেষে—
নিখিল-মানবে করেছে উতলা, ছায়া-ধূমাবতী বেশে।
তাই জীবনের এত যে যতন, অফুরাণ আয়োজন—
কেহ বুঝিল না, মরণেরি কথা ভাবিল সর্ব্বজন !
যারা কাপুরুষ তারাও সহসা ঝাঁপায় মরণ-মুখে,
সে-মরণে মোরা করি গো বরণ হায় কি গর্ব্ব-সুখে !

( ৭ )

বীরের মরণ তারে বলি—যার মরণে মৃত্যুভয়
ভুলেও ভাবি না, হেরি জীবনেরি গূঢ়তর অভিনয়।
সে মরণ যেন মহাজীবনের স্ফূর্ত্তির ফুৎকার !
আনন্দ-ঘন প্রাণ-পুরুষের হাস্যের উৎসার !
যেন জীবনের পরম-চেতনা বিদ্যুৎ-স্পন্দনে।
ঝিলমিল মুহু, মৃত্যুর অমা-রাত্রির অঙ্গনে !
যেন মর্ত্ত্যের নন্দন-বনে ঘন-কিসলয় শাখে
হরিচন্দন ফুটিল সহসা একসাথে, লাখে-লাখে !
সে কি উল্লাস ! সে কি প্রেমময় প্রাণময় আহ্লাদ !
সে যে দধীচির এক জীবনেই শত জনমের স্বাদ !
সে মরণে কোথা শব-কঙ্কাল ?—অস্থি অশনিময়
গগনে গগনে গরজিয়া ঘোষে—'আছি আছি, নাহি ভয়'

( ৮ )

শুধাই এখন—বল, বীর ! তুমি কোন্ পথে আগুয়ান্—
জীবনের, না সে মরণেরি পথে দুঃখের অবসান ?
সে কি মুছিবারে অপমান-গ্লানি মৃত্যুর আশ্রয় ?
না সে জীবনের মুক্তধারার গতিবেগ-সঞ্চয় ?
দাঁড়াও সমুখে, দেখি মুখ তব আলোকে তুলিয়া ধরি'—
তোমার অধরে ঝরে কোন্ হাসি, আঁখিতে কি উঠে ভরি' !
ও রূপ নেহারি' স্বজাতি তোমার হবে কি জাতিস্মর ?
আপনা চিনিবে ? মরণে জিনিবে ?—তাহারি অধীশ্বর
না হয়ে, শুধুই প্রান্তর-পথে করিবে না ছুটাছুটি
যত আলেয়ার আলোকের পিছে, জীবনে লইয়া ছুটি ?
মৃত্যুই শুধু হবে না ত' বড় ?—ভেবে দেখ, বলীয়ান্,
হে মোর দেশের যুবন্-প্রাণের প্রতীক মূর্ত্তিমান !

# বনস্পতি

মেঘময় ধূমল আকাশ—
স্পন্দহীন নভো-যবনিকা,
যেন অন্ধ আঁখির আভাস,
—নেত্র আছে, নাই কনীনিকা !

তারি তলে বৃদ্ধ বনস্পতি
—অতি দীর্ঘ দেহ পত্রময়,
দাঁড়াইয়া মহামৌনব্রতী
গণিতেছে আসন্ন প্রলয় ।

রুদ্ধ শ্বাস, নাহি শিহরণ—
বজ্র বুঝি পড়িবে মাথায়,
সর্ব্বাঙ্গের সবুজ বরণ
ক্ষণে ক্ষণে কালো হয়ে যায় !

স্তব্ধ হ'ল মর্ম্মের মর্ম্মর,
কি দারুণ মানস-নিগ্রহ !
তরু বুঝি হ'ল জাতিস্মর,
জড় আজি সচেত-বিগ্রহ !

## হেমন্ত-গোধূলি

যে বাণী বিহরে শুধু বুকে,
অন্তরের অন্তিম সীমায়—
সে ওই প্রকাশে যেন মুখে
নিরাশার উগ্র গরিমায় !

ধ্বনিতেছে গগনে গগনে
দণ্ডধারী দানবের জয়,
ম্লানচ্ছায়া ধরণীর বনে
বনস্পতি নির্ব্বাক নির্ভয়।

# কাল-বৈশাখী

মধ্যাদিনের রক্ত-নয়ন অন্ধ করিল কে।
ধরণীর 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে!
কানন-আনন পাণ্ডুর করি'
জল-স্থলের নিশ্বাস হরি'
আলয়ে-কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে!

আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ,
নিমেষ গণিছে তাই কি তাহারা সারি-সারি নিস্পন্দ?
মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ
এখনি ব্যাকুলি' তুলিয়াছে প্রাণ?
পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্রঘোষণ ছন্দ?

হেরি যে হোথায় আকাশ-কটাহে ধূম্র-মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীম-কুণ্ডল জটা!
অথবা ও কি রে সচল-অচল—
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে, ছিঁড়িয়া রশ্মি-ছটা!

ওই শোন তার ঘোর নির্ঘোষ, দুলিয়া উঠিল জটাভার,
সুরু হয়ে গেছে গুরু-গুরু রব—নাসা-গর্জ্জন ঝঞ্ঝার!

## হে ম স্ত - গো ধূ লি

পিঙ্গল হ'ল গল-তলদেশ,
ধূলি-ধূসরিত উন্মাদ-বেশ—
দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণীবন্ধন সন্ধ্যার !

অঙ্কুশ কার ঝলসিয়া উঠে দিক হ'তে দিক্-অন্তে—
দিগ্‌বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে নভ দন্তে !
বাজে ঘন ঘন রণ-দুন্দুভি,
ঝড়ে সে আওয়াজ কভু যায় ডুবি',
যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে !

বঙ্কিম-নীল অসির ফলকে দেহ হ'ল কার ভিন্ন ?
অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা কে করিল নিশ্চিহ্ন ?
নেমে আসে যেন বাঁধ-ভাঙা জল,
ম্লান হয়ে আসে মেঘ-কজ্জল,
আলোকের মুখে কালো যবনিকা এতখনে হ'ল ছিন্ন ।

হের, ফিরে চলে সে রণ-বাহিনী বাজায়ে বিজয়-শঙ্খ,
আকাশের নীল নির্ম্মল হ'ল—ধৌত ধরার পঙ্ক ।
বায়ু বহে পুন মৃদু উচ্ছ্বাসে,
নদী উথলিছে কুলুকুলু-ভাষে,
আলো-ঝলমল বিটপীর দল নিশ্বাসে নিঃশঙ্ক ।

* * *

## কা ল - বৈ শা খী

নব বর্ষের পুণ্য-বাসরে কাল-বৈশাখী আসে,
হোক্ সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে।
ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের ধ্বনি—
দুয়ার-জানালা উঠে ঝন্‌ঝনি',
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বুঝি, তবু প্রাণ ভরে আশ্বাসে

চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি' রস, মধু ভরি' বুকে মৃত্তি'র,
যে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে—
শুনি' টঙ্কার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি—তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্ত্তির !

এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি' ধরার ধরে না হর্ষ,
ওরি মাঝে আছে কাল-পুরুষের সুগভীর পরামর্শ।
নীল-অঞ্জন-গিরিনিভ কায়া,
নিশীথ-নীরব ঘন-ঘোর ছায়া—
ওরি মাঝে আছে নব-বিধানের আশ্বাস দুর্দ্ধর্ষ।

# অন্তিম

বৃথা যজ্ঞ ! বহুকাল প্রতীক্ষিয়া অধীর বিধাতা
মানিল না কোন মন্ত্র—আত্মগ্লানি-মোচনের শ্লোক ;
আত্মা যার বিকায়েছে পাপ-ঋণে, হোমাগ্নি-আলোক
নাশিবে তাহার তমঃ ? তুমি হবে তার পরিত্রাতা !
"বৃত্র-শত্রু হত হোক"—বৃত্র-যজ্ঞে গায়িছে উদ্গাতা,
অসুর শিহরি' উঠে, হবির্গন্ধে হৃষ্ট দেবলোক !
বিধি শোনে বিপরীত—'শত্রু-বৃত্র হোক—হত হোক',
পূর্ণ করে সে কামনা, চূর্ণ হয় ঋত্বিকের মাথা !

নষ্ট হ'ল পুরোডাশ—যত্নে গড়া মধু ও গোধূমে,
লেহিয়া যজ্ঞে হবিঃ সারমেয় ভ্রমিছে নির্ভয় ;
আকাশে নাহি যে অশ্রু, পুঞ্জীভূত বিষবাষ্প-ধূমে
আবিল রবির তেজ, গ্রহতারা গণিছে প্রলয়।
মহামৃত্যু-অন্ধকার ধীরে ধীরে নামে যজ্ঞভূমে,
দিগন্তে চমকে শুধু ম্লান-দীপ্তি বিদ্যুৎ-বলয়।

# রবির প্রতি

হে রবি, তোমার তাপে এই নিত্য-আর্দ্র ভূমিতলে
উষ্ণ হ'ল খাল বিল, আর যত পঙ্কিল পম্বল ;
বাড়ে শুধু লালা ক্লেদ, শেহালায় ভরে' গেল জল,
মরেছে কল্‌মী-লতা, সুষুনি শুকায় দলে দলে।
জন্মে শুধু ডিম্ব-কীট, তাই হ'তে ফুটি' পলে পলে
উড়িছে পতঙ্গকুল—ক্ষণজীবী উন্মত্ত চঞ্চল,
আসন্ধ্যা-প্রভাত করি' বায়ুভরে নৃত্য কোলাহল
নিঃশেষে মরিবে সবে তুমি যবে যাবে অস্তাচলে !

তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
নিরুদ্দেশ ; দুই চারি হেথা হোথা পল্লবের ছায়
করিছে কূজন বটে—দুঃসাহসী কলকণ্ঠে পিক !—
কে শোনে তাদের গান ?—মাছিদের কল্লোলে হারায়
এমনি দুর্ভাগ্য দেশ !—তুমি রবি, তবুও হা ধিক !
তোমার আলোকে হের, পাখী মূক, কীট নাচে গায় !

# মধু-উদ্বোধন

( কবি মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-তর্পণ উপলক্ষে )

বঙ্গে জন্ম যাহাদের, তারাই তোমারে—
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
স্মরণ করিছে আজি। এক যেই আশা
আসন্ন মৃত্যুর মুখে সর্ব্বনাশে সহি'
ত্যজিতে পার নি তবু—নিদয় বিধাতা
অবশেষে লজ্জা মানি' পূরাইল বুঝি !
বর্ষে বর্ষে তাই তব মৃত্যুদিনে মোরা
তিষ্ঠি' ক্ষণকাল সেই সমাধি-প্রাঙ্গণে
স্মরি তব কীর্ত্তিকথা।

বহে আর্দ্র বায়ু,
আকাশ ধূসর মেঘে, ক্ষণ-বৃষ্টিপাতে
শীতল মহীর তল ; মহানিদ্রাবৃত
মায়ের মাটির ক্রোড়ে, হে কবি, তখন
পশে কি শ্রবণে তব, সেই মার বুকে
স্তন্যপান করে যারা তাদের কাকলি ?
হের, বিধি পূরায়েছে শেষ সাধ তব,
তোমার সমাধি-লিপি বহে যেই ভাষা
সে ভাষা উৎকীর্ণ আজি অক্ষয় অক্ষরে

## ম ধু - উ দ্বো ধ ন

মন্দাকিনী-স্বর্ণসিকতায়। উরিলেন
হংসারূঢ়া বাগীশ্বরী, ব্রহ্মার মানসী—
বঙ্গভারতীর বেশে, তব তপোবলে!
সেই পুণ্যে অবশেষে একদা হেথায়
বিকশিল পুঞ্জে পুঞ্জে মনোজ্ঞ-মঞ্জরী
কবিতা-লতায়! মণিহর্ম্ম্যে—নটেশ-মন্দিরে—
নৃত্যপরা অপ্সরার মঞ্জীর মেখলা,
আতপ্ত দেহের তাপে, ঝঙ্কারিল তবু
সুন্দরের মোহাবেশে অসীমার গীতি!

তাই আজ ফিরে চাই সেই উৎস পানে,
পড়ি সবিস্ময়ে তোমার সমাধি-লিপি;
কবি, কোন্ ভবিষ্যৎ-আশায় তোমার
হিয়া কেঁপেছিল, জানি,—যে জীবনে তুমি
জীয়াইলে বঙ্গভাষা, কাব্য-ধারা তার
হবে না যে রুদ্ধ কভু শৈবালে শিলায়;
আনন্দে করিবে পান গৌড়জন তাহে
সুধা নিরবধি। চলিতে থমকি' তাই
দাঁড়াইবে পথে, স্মরিবে তোমার নাম,
আকুল আগ্রহভরে চাহিবে জানিতে
এ শ্যামা জন্মদা তোমা জন্ম দিল কোথা—
ভগ্নদেবালয়-শোভা কোন্ নদীতীরে,
সুপ্রাচীন বট বিল্ব অশ্বত্থ যেথায়

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

সন্ধ্যার আঁধারে ধরে গম্ভীর মূরতি ;
প্রদোষ-সমীর যেথা শঙ্খঘণ্টারোলে
রোমাঞ্চিয়া উঠে নভস্তলে ; ফুলদোল,
দোল, রাস, কোজাগর, শারদ-পার্ব্বণ—
নিত্যোৎসব-মুখরিত কোন্ সেই গ্রাম ?
পবিত্রিলে কোন্ কুল, কোন্ ভাগ্যবান
পিতা সেই, কোন্ মাতা ধরিলা জঠরে ?

আজ, কবি, নহে শুধু সেই পরিচয়,
তারো বেশি চাই মোরা রাখিতে স্মরণে।
নহে শুধু নাম ধাম জাতি কুল গ্রাম,
শুধু স্মৃতি—কোন্ যুগে ছিল এক কবি,
যাহার গানের সুরে প্রথম সেদিন
জেগেছিল অকস্মাৎ গভীর নিঃস্বনে
ধূলিম্লান ছিন্নতন্ত্রী একস্বরা বীণা
বঙ্গভারতীর !—নহে শুধু সেই কথা।
জানি, তব শঙ্খধ্বনি-পথে ভ্রমিয়াছে
বহুদূর কবিতার কল্প-ভাগীরথী—
মুক্তবেণী পশিয়াছে সাগর-সঙ্গমে।
আজ তার সুবিস্তার নিথর সলিলে
ফেনপুষ্পবিভূষণ লোল লহরীর
নাহি সে উচ্ছল শোভা—স্তব্ধ কলনাদ।
মৃত্তিকার পানপাত্রে ভুঞ্জিয়াছি মোরা

## মধু-উদ্বোধন

হৃদিহীন সুখস্বর্গে দেবতার মত
ভাবের অমৃতরস, দেহ গেছে মরি'।
কামনার কামধেনু করিয়া দোহন,
কণ্ঠে পরি' পারিজাত, স্বপন-বিলাসী,
হেরিয়াছি মুগ্ধনেত্রে চরণ-চারণ—
ছন্দের উর্ব্বশী-লীলা কাব্যের কুট্টিমে।
বক্ষে আর নাহি সেই প্রাণের স্পন্দন,
নাহি সে জীবন-যজ্ঞে বাসনার হবিঃ—
নিমেষে আপন-হারা আহুতি প্রেমের।
কবিতা গিয়াছে মরি', বাণীর শ্মশানে
দগ্ধ অস্থি-কঙ্কালের কুৎসিত কলহ
করিছে শ্মশান-চর!
আজ তাই তোমা—
হে বাণীর বীরপুত্র প্রাণমন্ত্রবিদ্!
আহ্বানি আমরা সবে; ধ্যান করি সেই
প্রভাতকিরণময় আনন উদার,
বিশাল ললাটতলে আকর্ণ লোচন,
শিশুর সারল্য যেন সরল নাসায়,
অধরে প্রসন্ন হাসি; শুধু সে গভীর
গম্ভীর ভাবনাখানি প্রকাশ চিবুকে।
তোমার কবিতা চেয়ে, হে কবি মহান্,
তুমি যে অনেক বড়! বঙ্গ-সরস্বতী
মাগিল সে দিন শুধু প্রাণ-পদ্মাসন

পুরুষের, তাই তব পুরুষ-প্রতিভা,
অদম্য সাহস আর ঊর্জ্জস্বল প্রেম—
এই দুই তন্ত্রী বাঁধি' দুরন্ত বীণায়
বাজাইল তন্দ্রাহরা মেঘমন্দ্র-রাগ—
প্রাণের প্রাবল্য শুধু, কল্পনার রথে
যৌবনের অভিযান শঙ্কালেশহীন !
অসীম সাগর আর অনন্ত আকাশ,
পৃথিবীর ঊর্দ্ধ, অধঃ, দিগন্ত সুদূর,
প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড, আর বিরাট বিরূপ—
তারি মাঝে অতি ক্ষুদ্র, দেহদশাধীন,
ভাগ্যহত মানবের ক্ষণস্ফূর্ত্ত প্রাণ
মৃত্যুর অমোঘ শর তুচ্ছ করি' প্রেমে
ঘোষণা করিবে নিজ দুর্জ্জয় মহিমা।
জীবনের দান—ধরিতে হইবে সব
মুঠিতলে, দুই হস্ত আনন্দে প্রসারি' ;
নাই লজ্জা, নাই ক্ষোভ ; পৌরুষ-পাবকে
জীবন যে সর্ব্ব-শুচি, পাপ তাপ মোহ
অপরূপ কান্তি ধরে চিতাগ্নির মুখে—
যবে সেই আপিঙ্গল ছিন্ন-ধূম শিখা
নিষ্কলঙ্ক করি' তায়, নীল শূন্যমাঝে
মেলি' দেয় একখানি প্রকম্পিত প্রভা !
মহাকাল-করধৃত অদৃষ্ট-ত্রিশূল
হানিবে ললাটে বক্ষে দারুণ আঘাত,

তবু টলিবে না জানু ; রক্তসিক্ত পদে
হাস্য-অশ্রু—ফুল-ফল—দ্রুত ছিঁড়ি' লয়ে
বাহিয়া চলিবে এই জীবন-জাঙ্গাল,
আপনারি চিত্তদীপে দীপান্বিত করি'
আঁধার গহ্বরময় এ অবনীতল।
মানিবে না দেব-রোষ, মাগিবে না বর—
দেব-অনুগ্রহ, করিবে না পুণ্যলোভ
ঘৃণিত কুশীদজীবী কৃপণের মত।

এই বাণী—নরত্বের এই নব ঋক্
একদিন তুমি কবি, হৃদয় বিস্ফারি'
উচ্চারি' অকুতোভয়ে জলদ-নির্ঘোষে,
সচকিত করেছিলে এ বঙ্গসমাজ।
পরলোক-ভয়ভীত ক্ষীণজীবী যারা,
শুনি' সেই বন্ধহারা মুক্তিমন্ত্র-বাণী,
উন্মীলি' নয়নযুগ চেয়েছিল পুনঃ
আপন অতীত আর ভবিষ্যৎ পানে
সুনির্ভয়ে ; নভস্পর্শী মহিমা-শিখর
লঙ্ঘিতে পঙ্গুর দলে জেগেছিল আশা।
স্ফীত হ'ল বক্ষ তার—শ্বাসযন্ত্রযোগে
ধরিতে সে গীত-শ্বাস দীর্ঘযতিযুত,
সাগরতরঙ্গসম অবিরাম-গতি,

### হে ম ন্ত - গো ধূ লি

অহীন-অক্ষরা—ধ্বনি যার মহাপ্রাণ
রণি' উঠে পিনাকীর পিনাক-টঙ্কারে !

আজ পুনরায় সেই দীক্ষা চাহি মোরা
তোমার সকাশে—চাই প্রাণ, চাই প্রেম !
এই ক্ষুদ্র রুদ্ধ রুক্ষ জীবনের গ্লানি
নিমেষে মোচন করি' সিন্ধুবারিস্রোতে,
পান করি' আকাশের নীল নির্ম্মলতা
দুই আঁখি ভরি' উঠিতে নামিতে চাই
আবর্ত্তিত তরঙ্গের শিখরে গহ্বরে।
প্রাণ-কর্ণে আর বার সেই গীতধ্বনি—
সৃষ্টির নেপথ্যে যেন নিশীথের তান,
কভু উচ্চ কভু মৃদু, সাগরের স্রোতে
জোয়ার-ভাঁটার মত, জন্ম ও মৃত্যুর
গভীর রহস্য-ভরা—চিত্ত সবাকার
উৎকণ্ঠিত করে যেন ; দেহের নিয়তি
মধুর আবেগ হানে হৃদ্‌পদ্মদলে,—
নিবিড় নিঠুর হর্ষে আপনি পাসরি'
ঝরে যেন পূর্ণস্ফুট সে মর্ত্ত্য-কুসুম।

তোমার কবিতা, কবি,—বাংলার সেই
ভেরীরব—বহুদিন হয়েছে নীরব ;

## মধু-উদ্বোধন

আজ তারে কাব্যকুঞ্জ হ'তে বহি' আনি'
জাতির জীবন-যজ্ঞে আহুতির গাথা
রচিতে চাহি যে মোরা ; সেই মন্ত্ররাব—
সে নব উদ্গীথ-গানে আকাশ ভরিয়া
জনতার জয়ধ্বনি মুহু উথলিবে।
ত্যজি' নিদ্রা তন্দ্রা আর কল্পনা-বিলাস,
রুগ্নদেহে দুষ্টক্ষত-কণ্ডুয়ন-সুখ,
আর্ত্তস্বরে অর্থহীন বাণীর বিকার—
লভিবে নয়নে পুনঃ দৃষ্টি দীপ্তিময়,
কণ্ঠে ভাষা, বক্ষে নব সাহস দুর্জ্জয়।
তোমার সে কাব্য-বেদী হ'তে দাও কবি,
একটুকু প্রাণ-অগ্নি—সেই অগ্নিকণা
করিয়া চয়ন, কবিতার সোমযাগ
আবার করিব মোরা, হবিঃশেষ-পানে
লভিব নরত্ব সেই দেবতা-দুর্ল্লভ।

শুধু একদিন জাগো, বীর ! জাগো কবি !
জাগো তব মহানিদ্রা হ'তে—জাগো তুমি
আপনারি সঞ্জীবনী বাণীর হরষে !
ডাকে তোমা কবতক্ষ, ডাকে সেই গ্রাম,
যশোরে সাগরদাঁড়ী ; আজও সেথা বসি'
কাঁদিছেন পুত্রহারা অশেষ-দুখিনী
জননী জাহ্নবী তব, বঙ্গমাতারূপে।

ডাকে গৌড়জন, জাগো কবি !—দাও বর,
তোমার অমর প্রাণ দাও বিলাইয়া
আমাদের মাঝে ; আবার তেমনি করি'
নিস্পন্দ নিশ্ছন্দ এই বঙ্গভারতীরে
জীয়াইয়া তোল নব বাণীমন্ত্রে তব,
এ জাতির কুল-মান রাখ এ সঙ্কটে !

# বঙ্কিমচন্দ্র

( ১ )

বাঁশী আর বাজিল না কতকাল অজয়ের কূলে !
কীর্ত্তনের সুরে শুধু ভরি' উঠে আকাশ বাতাস
বাঙ্গালার—সব গানে প্রেমেরি সে দীর্ঘ হাহাশ্বাস
নদীয়ার নদীপথে মর্ম্মরিল বঞ্জুল-মঞ্জুলে !
ত্যজিয়া তমালতল রাধা জ্বালে তুলসীর মূলে
প্রাণের আরতি-দীপ ; আঁখির সে বিলোল বিলাস
ভুলিয়াছে—কাঁদে আর হরিনাম জপে বারো মাস ;
কল্পবৃক্ষে ফোটে প্রেম, ফোটে না সে মনের মুকুলে !
এমনি সে সারা বঙ্গ অঙ্গে পরি' হরিনামাবলী
বাদল-বসন্ত-নিশি গোঙাইল উদাসীন সুখে !
রাখালের বেণুরবে গোঠে-মাঠে কাননে-কান্তারে
ধ্বনিল যে মধু-গীতি, তাহারি সে সরস ঝঙ্কারে
ক্বচিৎ উন্মনা কেহ—ঘটে বারি উঠিল উছলি',
গাঁথিতে পূজার মালা কোন্ ব্যথা গুমরিল বুকে !

( ২ )

মুক্তবেণী জাহ্নবীর ক্রমে লুপ্ত হ'ল সরস্বতী
শাস্ত্র-বালুকার বাঁধে, মন্ত্রে-তন্ত্রে শুকাইল শেষে

প্রাণের সে প্রীতি সহজিয়া ; এমন মাটির দেশে
জীবনের ছাঁচে কেহ গড়িল না প্রেমের মূরতি !
মাতা পুত্র পিতা আছে, আছে পতি, আর আছে সতী-
দম্পতী নাহিক' কোথা ! নারী শুধু সহচরী-বেশে
পতির চিতায় ওঠে বৈকুণ্ঠের সুদূর উদ্দেশে !
পুরুষ স্বামীই শুধু—নাহি তার প্রেমে অধোগতি।
সন্ধ্যা হ'লে শঙ্খ বাজে গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে,
ঘাট হ'তে ঘরে ফিরে' দীপ জ্বালে ত্বরায় বধূরা ;
একে একে উঠে আসে তারকারা আকাশের তীরে,
সমীরণ শ্বসে মৃদু, ফুলগন্ধে রজনী মধুরা।
নিদ্রার নিশীথ-স্বপ্নে জেগে ওঠে বিরহ-বিধুরা
জীয়াইতে মৃত-প্রেম, তনু তার বীজনিয়া ধীরে !

( ৩ )

এমনি কাটিল যুগ ; যুগান্তের নিশা-অবসানে
দখিনা-পবন সাথে ভাগীরথী বহিল উজান—
দুয়ারে দাঁড়াল সিন্ধু, তার সেই আকুল আহ্বান
স্বপনেরে ছিন্ন করি' কি বারতা বিতরিল প্রাণে !
উছসি' উঠিল ঢেউ বাঁধা-ঘাটে সোপান-পাষাণে,
কূল সে অকূল হ'ল, পিপাসার নাহি পরিমাণ !
আকাশ আসিল নামি'—অন্তরীক্ষে কারা গায় গান !
দেবতা কহিল কথা চুপি-চুপি মানুষের কানে !

স্বপনে ছিল না যাহা ধরা দিল তাই জাগরণে—
পুরুষের চোখে রূপ—হর-চক্ষে উমা-হৈমবতী !
সে নহে কিশোরী-বালা, শ্যাম-শোভা নবীনা ব্রততী—
নম্রআননী রাধা যমুনায় গাগরি-ভরণে।
সে রূপের ধ্যান লাগি' যোগী করে শ্মশানে বসতি—
পান করে কালকূট মহাসুখে, ডরে না মরণে !

( ৪ )

সতত স্বাধ্যায়শীল আত্মভোলা গৃহী-ব্রহ্মচারী
পুঁথি হ'তে চোখ তুলি' একদা সে নিজ নারী-মুখে
নেহারি' কিসের ছায়া জলাঞ্জলি দিল সব সুখে,
ক্ষুধায় আকুল হ'ল—প্রাণ যার ছিল নিরাহারী !
গৃহ যার স্বর্গ ছিল সেও সাজে পথের ভিখারী—
মজিল শেফালী ফেলি' রাগরক্ত রূপের কিংশুকে,
মন্দারের মালা ছিঁড়ি' আশীবিষ তুলি' নিল বুকে—
যত জ্বালা তত সুখ, তত ঝরে নয়নের বারি !
সর্ব্বত্যাগী বীর-যুবা আত্মজয়ে করি' প্রাণ পণ
সকল সাধনা তার বলি দিবে নারী-পদমূলে—
মৃত্যুর অনলে শেষে সেই দাহ করিল নির্ব্বাণ !
নিজেরি সে পত্নী, তবু আজ দূর দেবীর সমান !
কিছুতে দিবে না ধরা, পতি-প্রেম গিয়েছে সে ভুলে—
তারি লাগি' রাজা রাজ্য ঘুচাইল, সর্ব্বস্ব আপন !

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

( ৫ )

বাল্য-প্রণয়ের সুধা বিষ হ'ল নবীন যৌবনে !
সাঁতারি' অগাধ জলে দোঁহে মিলি' করিল উপায়—
নির্ভয়ে ডুবিল যুবা, আর জন দেখে ভয় পায় ;
পুরুষ মরিল, নারী ফিরে চলে পতির ভবনে !
শিবিরে নামিছে সন্ধ্যা—অন্ধকার মনে ও ভুবনে,
"কেন বা মরিবে, প্রিয় ?" প্রণয়িনী কাতরে শুধায় ;
হেন কালে কার ছায়া হেরি' বীর মুহু মূরছায়—
"মরিতেই হবে !" বলি' হানে কর ললাটে সঘনে !
এ নহে কবির ভ্রম—নহে চন্দ্র পথের পল্বলে,
অথবা সে মৃত্যুলোভী পতঙ্গের নব বহ্নিস্তুতি ;
যেই শক্তি নারীরূপা—বিধি-বিষ্ণু-হরের প্রসূতি—
সেই পুনঃ নিবসিল পুরুষের চিত্ত-শতদলে !
জীবনেরি যজ্ঞে সে যে স্বাহা-মন্ত্রে প্রাণের আহুতি—
মরা-গাঙে ডাকে বান, মৃত্যু মাঝে অমৃত উথলে !

( ৬ )

আঁধার শ্রাবণ-রাতে কাঁদে কেবা আর্দ্র বায়ুশ্বাসে ?
ধূলায়-ধূসরস্তনী, প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী—পাগলিনী !
পতিরে করিতে সুখী অশ্রুহীনা কোন্ অভাগিনী—
নিমীলিত আঁখি, মুখ বিষ-নীল—সুখহাসি হাসে !

## বঙ্কিমচন্দ্র

শারদীয়া জ্যোৎস্নারাতি, ভরা নদী, স্রোতে তরী ভাসে-
তারি 'পরে কাঁদে বীণ, স্বপ্নে তাই শোনে নিশীথিনী !
ভৈরবী-পালিতা যেই—কামে প্রেমে সম-উদাসিনী—
কি স্নেহে, মশানে তার ভাগ্যহত স্বামীরে সম্ভাষে !

মাঠ, বাট, গোষ্ঠ হ'তে এ বঙ্গের জীবন-জাহ্নবী
বহিল উজানে পুনঃ সুদুর্গম দূর হিমাচলে—
যেথায় তারকা-তলে দেওদার-নমেরু-অটবী
রতি-বিলাপের গাথা স্মরে আজও শিশিরের ছলে ;
হর তবু হেরে যেথা মুগ্ধনেত্রে গৌরী-মুখচ্ছবি—
বঙ্কিম-চন্দ্রের কলা ভালে তাঁর অনিমেষে জ্বলে !

# রবীন্দ্র-জয়ন্তী

( ১৩৩৮ )

( ১ )

সারাটি গগন ঘুরি', পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিম-অচলে
পহুঁছিলে হে রবীন্দ্র ! পলাতকা সে উষা-প্রেয়সী
এবার ফিরাবে মুখ, চিরতরে উঠিবে বিকশি'
ক্ষণিকের দেখা সেই আভা তার কপোল-যুগলে !
তারি লাগি' নিশান্তের তারাময় তিমির-তোরণ
খুলিয়া বাহিরি' এলে, তব নেত্রে নিমেষ হরণ
করেছিল সে উর্ব্বশী—আলোকের প্রথম প্রতিমা !
তোমার উদয়-ছন্দে জাগিল সে-রূপের হিন্দোল,
মেঘে মেঘে মুহুর্মুহু কি বিচিত্র বরণ-হিল্লোল !
ধরণী ফিরিয়া পে'ল অসিত নিচোলে তার হরিত-নীলিমা,
অম্বুনিধি আরম্ভিল মৃদু কলরোল।

( ২ )

বীণার সে সপ্ততন্ত্রী মূরছিল এক শুভ্র রাগে !—
দিকে দিকে বিরচিলে মায়া-পুরী ছায়া-মনোহর ;
মধ্যাহ্ন অতীত যবে, স্মৃতি-শেষ প্রভাত-প্রহর—
হেরিলে কি পুনঃ সেই পদচিহ্ন রথ-পুরোভাগে ?
বীণায় বাজিল তাই বৈকালী সে রাখালিয়া সুর,
শোনা যায় তারি মাঝে বাজে কার বিধুর নূপুর

দূর হ'তে ! নভো-নাভি হ'তে তাই নিম্ন-মুখে হেলি'
রশ্মি তব প্রসারিলে দীর্ঘতর পশ্চিম-অয়নে—
যেথায় সাগর-তীরে নিশীথের কজ্জল-নয়নে
ঘুমায় সাঁজের তারা : সোনার সিকতা 'পরে ক্লান্ত তনু মেলি'
রবি-বিরহিণী রত স্বপন-বয়নে।

( ৩ )

ধায় রথ এখনো যে, রশ্মি-রজঃ বিলায়ে বিমানে—
দিগঙ্গনা তাই হ'তে ভরি' লয় করঙ্কে কুঙ্কুম !
জল-জাল হ'তে উঠে বারুণীর কেশধূপ-ধূম,
ছুটে চলে তুরগেরা গোধূলির শিশির-নিপানে।
তব বীণাযন্ত্রে বাজে পূরবীর রাগিণী উদাস—
বৈশাখী নিদাঘ-দিবা মানে না সে বিদায়-হুতাশ,
যত শেষ হয় আয়ু, তত তার রূপ রমণীয় !
সে তব চরণে বসি' জানু ধরি' চেয়ে আছে মুখে—
যৌবন যাপিল যেই তোমা সাথে অসীম কৌতুকে,
সে জানে, কাহার লাগি' ছানিয়াছ নীলাকাশে আলোর অমিয়,
—কার পাণি ভরিবে ও গানের যৌতুকে !

( ৪ )

সে দিবারে হেরিয়াছি—কলাবতী কবি-প্রতিভার
চির-স্ফূর্ত্তি ! হেরিয়াছি কেমনে সে জ্যোতির কমল
মুদিত মুকুল হ'তে মেলিয়াছে লাবণ্যের দল
বৃন্ত-বন্ধে, রূপ-অন্ধ আঁখি হ'তে হরি' অন্ধকার !

অর্দ্ধপথে কে তোমারে ডাক দিল অস্ত-সিন্ধু পারে—
রূপের সোনার-তরী ডুবাইলে সঙ্গীত-পাথারে
কার লাগি' হে বিবাগী ?—সেই দিবা পদতললীনা
চায় কভু নিজপানে, কভু তব নয়ন-মুকুরে—
হেরে তার সে মূরতি আজও সেথা রহি' রহি' ফুরে !
তবু কার অনুরাগে উদাসিনী বাণী তব রূপমোহহীনা
পরায় সুরের মালা নিশার চিকুরে ?

( ৫ )

তুমি শুধু জানো তারে—ভালে যার বিবাহ-চন্দন
পরাবে তাপসী সন্ধ্যা, উষা হ'বে রবি-স্বয়ম্বরা !
ছিল যে অসূর্য্যম্পশ্যা, আলো-ভীরু, কুহেলি-অম্বরা—
পূর্ণ আঁখি মেলিবে সে অপসারি' মুখাবগুণ্ঠন !
রূপার কাজল-লতা—আধ'-চাঁদ—কবরীর পাশে,
একটি তারার টিপ হেরিবে সে ভুরুর সকাশে ;
বিলোল অপাঙ্গে তার রবে না সে কটাক্ষ অথির—
তুমি যবে পরাইবে সাবধানে সীমন্ত-সীমায়
তব শেষ-কিরণের রেণুটুকু সিন্দূরের প্রায় !
সেই লগ্নে দিবা নিশা দোঁহে মিলি' অপরূপ এক আরতির
দীপাবলী সাজাইবে সোনার থালায় !

( ৬ )

রথ হ'তে নামি' এবে কোন্ মহা দিক্-চক্রবালে
উতরি' যাপিবে, রবি, অস্তহীন আলোক-বাসর ?

হেথায় নিশীথ-রাতে নিদ্‌হারা পিপাসা-কাতর
তারারা রহিবে চেয়ে প্রাচীপানে ; সে নিশি পোহালে
ভাতিবে কি আর বার এ গগনে আদিম প্রভাত—
কালের তিমির-গর্ভে পশিবে কি আলোর প্রপাত ?
নিবারি' দুরন্ত দাহ দিবা-দেহে ধ্যানমন্ত্র-বলে
অন্তরালে হেরিল যে বেদমাতা উষার মূরতি,
স্ফটিকাক্ষমালা হাতে নিবসিল নিখিল-ভারতী
সবিতৃমণ্ডলে যার, পুনঃ এই বর্ষ-মাস—রাশিচক্র-তলে
অবতরি' উদিবে সে রবিকুলপতি ?

( ৭ )

মন্দ করি' গতিবেগ নিরন্তর অগ্রসর-পথে,
সাঙ্গ কর সুবিলম্বে সায়াহ্নের স্নিগ্ধ অবকাশ ;
নেহারিব বহুক্ষণ সেই জবাকুসুমসঙ্কাশ
তরুণার্ক-রূপে তোমা—যেন নব উদয়-পর্ব্বতে !
সহসা বিটপী-শিরে, পৃথিবীর প্রদোষ-প্রাঙ্গণে
ঝরিবে আশীষ-ধারা তরলিত আবীরে কাঞ্চনে !
হরজটাজালে যথা উর্ম্মিমালা চন্দ্রকরোজ্জ্বল—
দিবার অলক-মেঘে উছলিবে গীত-তরঙ্গিণী
অস্তরাগে ; তারপর এক হাতে সে বরবর্ণিনী
ছড়াবে কুসুম্ভ-ফুল, আর হাতে আলুলিবে ধূসর কুন্তল-
তখনো অ-শেষ তব কিরণ-কাহিনী !

# ফেরদৌসী

[ সহস্রবার্ষিকী স্মৃতি-বাসরে ]

হাজার বছর আগে—ভাবিতে বিস্ময় মানি, হে ফেরদৌসী-কবি !—
সারা প্রাচী স্তব্ধ যবে, অস্তপ্রায় কাব্যরবিচ্ছবি,
ধ্বংস রাজ্য-রাজপাট—দাস বসে প্রভুর আসনে,
ধরণী মূর্চ্ছিতা যবে লোভ হিংসা রণোন্মাদ শঠতার নিঠুর শাসনে—
সেইকালে ওগো পুণ্যবান !
তোমার সাধনা-বলে জাগিয়া উঠিল হর্ষে কবেকার প্রাচীন ঈরান !
হোমারের কাব্যে যথা সঞ্জীবিত হয়েছিল য়ুনানী-মণ্ডলী
পশ্চিম সাগর-কূলে,
আর বার পূর্ব্বাচল হিমালয়-মূলে
গঙ্গার তরঙ্গ যথা উঠেছিল একদা উচ্ছলি'
ভারতের মহাকাব্য-গানে—
সেই মত তুমি কবি,—একমাত্র তুমিই সেদিন—
বাজাইয়া সপ্তস্বরা বীণ,
জাতির গৌরব-গাথা বিরচিলে গর্ব্বোৎফুল্ল প্রাণে,
আপনি হইলে ধন্য, ধন্য হ'ল স্বজাতি তোমার !

তোমার সে গীতচ্ছন্দে নেমে এল স্বর্গ হ'তে পিতৃ-পিতামহ—
কিরণ-কিরীট শিরে, মূর্ত্তি মহিমার !
ঈরানের প্রতি কুঞ্জে প্রচারিল মুগ্ধ গন্ধবহ
পৌরুষের দিব্য পরিমল—

## ফে র দৌ সী

প্রত্যেক পর্ব্বত-সানু, উপত্যকা, ক্ষুদ্র ক্ষেত্রতল
বীরদাপে করে টলমল !
নিভৃত সে ছায়া কত বৃদ্ধ বিটপীর,
পথচিহ্নহীন কত তুচ্ছ নদীতীর
সহসা লভিল খ্যাতি তীর্থের সমান !

হে ফারসী কবি !
তোমার গানের তানে প্রাচীন পহ্লবী
প্রতিধ্বনি-সম ঘোষে অতি দূর সিন্ধুর আহ্বান !
জাম্‌শিদের ভগ্নস্তূপ প্রাসাদ-বিজনে
শোনা যায় মধ্যাহ্নের তন্দ্রাহীন কপোত-কূজনে
উদাস করুণ সেই পুরাতন শ্লোক,
প্রতিটি অক্ষরে তার বিস্মৃতির পুঞ্জীভূত শোক !
হেল্‌মন্দ-নদীতীরে সীস্তানের বালুকাপ্রান্তরে,
সুদুর্গম গিরিদুর্গ 'পরে,
একাকী যে বৃদ্ধ পিতা শ্বেত-শ্মশ্রু নরপতি জা'ল্‌
বীরপুত্র-পথ চাহি' নিরানন্দে কাটাইছে কাল—
তার সেই হৃদয়-বেদন
নবীন ভাষায় লভে অপরূপ রূপ চিরন্তন !

সহস্র বৎসর আগে জন্মেছিলে, হে কবি অমর !
জন্মান্তর হয়েছিল তারো আগে—আরো এক সহস্র বৎসর

জাতিস্মর ছিলে তুমি, তাই নিজ কাল অতিক্রমি',
ক্ষণজীবী পতঙ্গের অভ্রভেদী আস্ফালন, দস্যুতার দম্ভে নাহি নমি',
ফিরাইলে দৃষ্টি তব শাশ্বত সে মানুষের পানে,
যে মানুষ ক্ষুদ্র নহে, সঞ্জীবনী-শক্তিসুধা পানে
আপন প্রাণের সত্যে যে মানুষ মহাবীর্য্যবান্—
হোক্ ভৃত্য, হোক্ প্রভু, শত্রু-মিত্র যুবা-বৃদ্ধ সবাই সমান!
—তার সেই পৌরুষের প্রবল বন্যায়
জীবনের সর্ব্বগ্লানি নিত্য ধুয়ে যায়!
হিংসা-প্রেম, পাপ-পুণ্য—দুই-ই চমৎকার!—
হে কবি, তোমার গানে এই মর্ম্ম বুঝিয়াছি সার।

সহস্র-বার্ষিকী তব স্মরণ-বাসরে
আমরাও আনিয়াছি অর্ঘ্য তব তরে,
ঈরাণের হে কবি-প্রধান!
তোমার কবরে আজ বাঙ্গালীও করে দীপ-দান!
এ দুর্ভাগা দেশ
অশেষ দুর্গতি মাঝে লয় আজি তোমার উদ্দেশ।
প্রাণ তার ধ্যান করি' মানুষের পৌরুষ-মহিমা,
পিতৃ-পিতামহে স্মরি' গড়িয়া লইতে চায় একখানি মানসী-প্রতিমা
অতীতের ইতিকথা হ'তে
সঞ্জীবন-মন্ত্র লভি' ভবিষ্যের দুর্নিবার স্রোতে
বেয়ে যেন চলি মোরা এক তরী—এক কর্ণধার,
আমার এ বঙ্গ যেন বক্ষে ধরে শাহ্‌নামা-সম কণ্ঠহার!

## রূপকথা

এত রূপকথা রোজ শুনি, তবু যখনি আকাশে চাই—
মনে হয়, ওই উহাদের কথা কেহ কি জানে না, ভাই ?
দলে-দলে ওরা কোথা হ'তে আসে—
ঝিঁঝিঁ ডাকে যবে হেথা চারিপাশে,
ফুলের গন্ধ বেড়ায় বাতাসে—
দেখিতে কিছু না পাই ;
শুধু যে ওরাই চোখে-চোখে ডাকে, আকাশে যে-দিকে চাই !

আছে কি হোথায়—পৃথিবীর সাথে আকাশ যেথায় মেশে—
সারি-সারি গাছ সব দিকপানে শাখায় শাখায় ঘেঁসে ?
গোড়াটি তাদের দেখা নাহি যায়,
ঘন-পল্লবে আঁধার ঘনায়,
শুধু কুঁড়িগুলি সাঁজের হাওয়ায়
পাতার বাহিরে এসে,—
এক সাথে সব ফুটি-ফুটি করে পাশাপাশি ঘেঁসে-ঘেঁসে !

কি ফুল উহারা ?—আধ-ফুটন্ত বকুলের মত নয় ?
সোণার বরণ যূঁই বলি যদি, মন্দ সে পরিচয় ?
কেহ বা রূপালি চামেলির মত
শিশিরের ভারে কাঁপে অবিরত !

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

একটু সে লাল ওই আরো যত—
জানো কি উহারে কয় ?
ওরা বুঝি কুঁড়ি ?—মুখগুলি কই পাপড়ি-কাটা ত নয় !

মুখ ? তাই বটে, সেই রূপকথা ভুল করে' ভুলে যাই—
ফুল নয় ওরা, আধেক স্বপনে ওদের চিনি যে ভাই !
যেন চেনা মুখ—কোথা কবেকার !—
বলে, বল দেখি কে হই তোমার ?
আকুল পরাণে চাই বারে বার—
প্রাণে চিনি, মনে নাই !
ঠিক কোন্ জনা কোন্‌টি—সে কথা বারে বারে ভুলে যাই !

ওই যে ওখানে মুখখানি দেখি সব চেয়ে সুন্দর—
মুখের হাসি ও চোখের চাহনি নহে যে স্বতন্তর !
কোন্ জনমের কোন্ মার মুখ,
কোন্ অতীতের কোন্ সুখ-দুখ
নূতন করিয়া ভরি' তোলে বুক—
সকলি হয়েছে পর !
তাই ভাবি, আর দেখি—মুখখানি সব চেয়ে সুন্দর !

কারো পানে চেয়ে মনে হয় যেন, যে জন গিয়েছে চলে'
সে-দিনের খেলা সাঙ্গ না করি', কাহারে কিছু না বলে'—
সেই যেন হোথা উঁকি দিয়ে চায়,
যেন মৃদু-মৃদু হাসে ইসারায়,

তবু সে আঁখিটি জলে ভরে' যায়—
কাঁদে যেন দেখা হ'লে!
অত দূরে থেকে সুখ হয় কারো?—কেন গেলি ভাই চ'লে?

এইমত যত রূপকথা আমি আপনি রচনা করি—
ফুল, না সে মুখ?—যাই বল তাই, কি হবে সে ভুল ধরি'?
ফুল যদি বল, সেও মিছা নয়—
শুধু রূপ দেখে তাই মনে হয়;
প্রাণে প্রাণে যদি চাও পরিচয়
স্বপনে নয়ন ভরি'—
তবে রূপ নয়—রূপকথা এস বিরলে রচনা করি।

# বাংলার ফুল

এই বাংলার তৃণে তৃণে ফুল, কূলে কূলে মধুমতী,
শ্যামলে সবুজে ধূলামাটি ঢাকা—আলোকের আলিপনা !
যূঁই-শেফালীর গন্ধে আকুল সন্ধ্যা মৌনবতী,
সমীরে নীরব ঝরে সে বকুল—সুরভি তুষার-কণা !

কোমল-মলয়-সমীর-সেবিত ললিত-লতার বনে
ফুটে আছে কত টগর, করবী, অতসী, অপরাজিতা ;
মালঞ্চে হের মিলেছে মাধবী মধুমালতীর সনে,
কত না কুসুম করে কটাক্ষ—ক্বচিৎ অপরিচিতা।

সোঁদালের সোনা, ভাঁটের মুকুতা, চুনি সে কৃষ্ণকলি,
পরীদের শাঁখ মল্লি-কলিকা—ধুতুরাও দেখি আছে ;
রজনীগন্ধা—গন্ধরাজের নাতিনী তাহারে বলি,
সর্ব্বজয়ার রঙীন রুমালে ফোঁটা কেবা আঁকিয়াছে !

হেরি যে হোথায় তোড়া-বাঁধা যেন ফুটিয়াছে রঙ্গন,
উপরে তাহার শাখা মেলিয়াছে নধর কনক-চাঁপা ;
কোন্ উপাসিকা দোপাটির বনে ছিটায়েছে চন্দন !
গাঁদা হাসিতেছে আঙিনার কোণে—হাসিখানি তার চাপা

## বাংলার ফুল

সহসা হেরিনু দূরে একধারে দোলন-চাঁপার সনে
একটি সে গাছে আগুনের মত ফুটিয়া রয়েছে কিবা!
সহেনা শাখায়, টুটিবে এখনি বৃন্তের বন্ধনে—
চিনিনু তখনি—সধবা জবার সে যে সিন্দূর-ডিবা!

ঝুমুকার খোঁপা মানায়েছে ভালো, কেতকী এলায়ে চুল
কাঁটার-দিব্য-দেওয়া লিপি তার মুড়িয়াছে পরিপাটি!
ভাবগীতিময় প্রশ্নের মত নীল সে কল্‌মী-ফুল,
কামিনী মাটিতে বিছায়েছে তার শুভ্র-সুরভি শাটি!

কহিছে, 'ভুলোনা, ভুলোনা তা' বলে'!—কহিছে সকল ফুল,
ছলনায় ভুলে চেয়ে থাকি শুধু শুনে সে করুণ কথা;
মনে হয় তবু হাসিছে কাহারা—হয়ে যায় দিক্‌-ভুল,—
রূপসী-সভায় উপোষিত আঁখি ঘুরে ফিরে যথা তথা।

# বুদ্ধিমান্

হৃদয়-আবেগে যদি কিছু কর জীবনের কোন পরম ক্ষণে—
দুঃখ যে তার সহিতেই হয় নিত্য-দিনের সহজ মনে।
ভাল যা' করেছ, বড় যা' ভেবেছ—ক্ষোভ যদি হয়, সে কথা স্মরি',
জেনো, তুমি নও—তোমার মাঝারে যায় নি যেজন এখনো মরি',
তারি নির্দ্দেশে হয়েছিলে তুমি একদিন কবে হঠাৎ বড়—
তুমি বড় নও—নির্ব্বোধ নও! তুমি চিরদিন হিসাবে দড়।

জীবনের হাটে বেসাতি করিয়া কারো লাভ হয়, কারো বা ক্ষতি,
কারো খোয়া যায় শেষ কড়িটিও, কেউ সহজেই লক্ষপতি।
বুদ্ধিরে তবু দেয় নাক' দোষ—লক্ষ্মী যখন ছাড়িয়া যায়,
বলে, ভাগ্যের প্রতারণা সে যে, মানুষের হাত কি আছে তা'য়?
তখনও তাহার এক সান্ত্বনা—হিসাবে ছিল না একটু ভুল,
মানুষ তাহারে ঠকাতে পারেনি, শক্ত এমনই মনের মূল!

এহেন মানুষ যদি কোন দিন হিসাব হারায় প্রাণের দোষে,
আপনার কাছে আপনি ঠকিয়া মাথা খুঁড়ে মরে কি আপশোষে!

# কন্যা-প্রশস্তি

[ বন্ধু-কন্যার বিবাহে ]

আজিকে তোমার হাতে কোমল কমল-পাতে
দিব আনি' আরো কি কোমলতর ফুল?—
ভেবে নাহি পাই মনে, কবিতার ফুলবনে
আছে কিবা মনোহর তার সমতুল!
শ্যামকান্তি দূর্ব্বা-শীষ রচিবে কি শুভাশিস
শিরে তব, শুভতর ও কেশ-কেশরে?
দেবতা আপনি তথা চির-শ্যাম নবীনতা
রচিয়াছে সুচিক্কণ রেশমের স্তরে!

তোমারে হেরিতে চোখে হেরি শুধু কল্পলোকে
যেন সেই মন্দাকিনী-বালুকা-বেলায়—
কন্দুক-ক্রীড়ায় মতি গিরিবালা হৈমবতী
উমা আজও মাধুরী বিলায়!
নয়ন-পল্লবে তোর শৈশব-স্বপনঘোর—
গান গেয়ে দোল-দেওয়া ঘুমের কুঙ্কুম
আজো যে রে ঘুচে নাই, মুখে তোর মুছে নাই
মা-বাপের কোলে-পাওয়া শত স্নেহ-চুম!
জীবনের মধুমাস বিষ-বায়ু তপ্ত-শ্বাস
হানে নাই—ফাগুনেও ঝরিছে শিশির!

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

নয়নে যে আলো নাচে উষা ম্লান তার কাছে,
সে নহে মশাল-ভাতি তামসী নিশির।
এ যেন মাধবী-দিনে— কত ফুল কেবা চিনে ?—
রঙে সে রঙীন হ'ল লতার বিতান,
তবু সে শরৎ-শশী আকাশে রয়েছে বসি',
অমল কমল ফোটে সরসী-শিথান !

যে রূপের ভাব-ছবি বাঙালী সাধক-কবি
হেরিয়াছে যুগ-যুগ কুমারী-বদনে,
পূজিয়াছে বালিকারে সচন্দন পুষ্পভারে
—কন্যারূপা মহামায়া ভক্তের সদনে,
তোমার মাঝারে কন্যা আরও সে হয়েছে ধন্যা
কুমারীর পূর্ণ তনু-মনের পূর্ণিমা—
সুকোমল শিশু-আস্যে খলহীন কলহাস্যে
মায়াময়ী তরুণী সে দেবীর মহিমা !
তাই কি ভাবের ঘোর লেগেছে নয়নে মোর
—আশিস করিতে কর করে যে অঞ্জলি !
প্রাণে মোর দিলে আনি' যে পুণ্য পরশখানি
কোন্ ছন্দে রচি হায় তার পদাবলী ?

দাঁড়াও সভার মাঝে, হেরি তোমা কন্যা-সাজে
সালঙ্কারা চেলাম্বরা সৌভাগ্য-রূপিণী !
চন্দন-চর্চ্চিত ভাল নত নেত্রপক্ষ্মজাল—
শীতান্তে মুকুল-মুখী লতা পল্লবিনী।

## কন্যা-প্রশস্তি

কে সে চির ভাগ্যবান—　　　ও পাণি করিবে দান
　　তুমি যারে অনুরাগে অকুণ্ঠিত মনে ?
সার্থক যতন তার　　　এমন রতন-হার
　　লভে যেই—খুঁজে সারা সংসার-গহনে।
প্রজাপতি ধন্য আজ,　　　তুষ্ট স্মর পায় লাজ—
　　ধীর বিধি মিলাইল হেন বধূ-বর;
আজি এ মণ্ডপ-তলে　　　মহাহর্ষ-কুতূহলে
　　মন্ত্রপাঠ করে যত ঋষিরা অমর।

তারি সাথে মৃদুস্বরে　　　স্নেহ-সুখ-গর্ব্বভরে
　　রচিনু মঙ্গল-গীতি দম্পতী-বন্দনা ;
এ মিলন পুণ্য হোক　　　সর্ব্ববিঘ্নশূন্য হোক
　　চির-শান্তিপূর্ণ হোক—এ মোর প্রার্থনা।

# ঊষা

তোমরা কি হেরিয়াছ তরুশাখে নব কিশলয়—
পেলব পুষ্পের মত, তাম্ররুচি, সুস্নিগ্ধ চিক্কণ ?
কিশোরীর চারু গণ্ডে করিয়াছ কভু নিরীক্ষণ
লজ্জারুণ আভাখানি ?   চিত্ত কি গো করিয়াছে জয়
শিশুর সুন্দর আস্য—ক্ষণ-হাস্য ক্ষণ-অশ্রুময় ?
অস্তাচল-শিরে কভু হেরিয়াছ কনক-কিরণ—
তৃতীয়ার শশিকলা, ক্ষণিকের আঁধার-হরণ ?
তা'হলে ঊষার সাথে করিয়াছ দৃষ্টি-বিনিময়।

পেলব কোমল, আর যাহা-কিছু নিমেষে মিলায়—
মুহূর্ত্তের সেই শোভা মনোহর—তারি নাম ঊষা ;
একবার ধরা দিয়ে ভরি' রাখে স্মৃতির মঞ্জুষা—
সোনার সে দাগটুকু মানসের নিকষ-শিলায় !
সে নহে খনির মণি—ধরণীর চিরন্তনী ভূষা,
দিবা-মুখে চুমা সে যে রজনীর বিদায়-লীলায় !

# বধূ-বাসন্তী

হোমের আগুন আগে-ভাগে জ্বালা দেখি যে পলাশ-শাখে—
আগুনই ত বটে !—পিঙ্গল শিখা, অঙ্গার নীচে তার !
মাঘ মাস যায়, ধূম-কুয়াসায় হেথায় বনের ফাঁকে
কাহার বিবাহে মন্ত্র পড়িছে কোকিল বারম্বার !

থমকি দাঁড়া'নু—আরে, এযে দেখি ভারে ভারে যৌতুক !—
চূত-পল্লব-মঞ্জুষা ভরি' হেম-মঞ্জরী-ভূষা !
সজিনা সাজায় লাজ-অঞ্জলি, মাঝে লাল টুকটুক
প্রবাল-পসরা ধরিয়াছে দেখি, বদরী—বণিক-স্নুষা !

মনে পড়ে' গেল, কালি সন্ধ্যায় মৃদু সুগন্ধ বহি'
নেবুফুল হ'তে, মন্থর বায়ু করেছে নিমন্ত্রণ ;
দুরু দুরু করি' কেঁপেছিল হিয়া, সে কথা কাহারে কহি—
হাসিবে তোমরা—তবু শোন বলি, ঘটিল কি অঘটন !

সহসা হেরিনু মণ্ডপ-তলে অঞ্চল শুধু তার—
শিমুল-শীর্ষে বিপুল-বিথার রক্ত-চীনাংশুক !
আর কেহ নহে, কন্যা-মাধবী মাগিছে নয়ন কার—
শুভ-দৃষ্টির ক্ষণে সে খুলিবে সুন্দর বধূ-মুখ।

কে জিনিবে তারে আজিকার এই বিজন স্বয়ম্বরে !—
ভাবিতে ভাবিতে চকিতে নামিল আঁখিতে স্বপন-ঘোর,
অমনি হেরিনু ঘোমটার ফাঁকে উষার অনম্বরে
ব্রীড়া-হাসিখানি—আমি বর হ'য়ে বাঁধিনু বিবাহ-ডোর !

# শ্রীপঞ্চমী

( ১ )

কানন কুসুমি' উঠে যাঁহার পরশে—
চির-বন্ধ্যা বন-বধূ পুষ্প-প্রসবিনী !
পাখি ও পতঙ্গ মাতি' যাঁর প্রীতি-রসে
বাতাসে বহিয়া আনে গীত-মন্দাকিনী ;
যাঁর শিরে ধরিয়াছে ধরা-মনোহর
বসন্ত শীতান্তে এই সুখোষ্ণ সমীরে
হরিতের আতপত্র,—ফুলের চামর
শিশির-চর্চ্চিত, চারু, ঢুলাইছে ধীরে ;—
সে সুন্দর-দেবতার চরণ-নখর
আমিও রঞ্জিব আজি আরক্ত আবীরে।

( ২ )

শরতের সন্ধ্যা-মেঘে যত রঙ ছিল,
ফুলে-ফুলে আঁকা তাই আজি বনে-বনে !
কবি-কণ্ঠে যত গান যেথায় ধ্বনিল,
স্বনিছে মধুরতর আজি মনে-মনে !
স্মৃতির সুরভি-ঘ্রাণে প্রাণ ভরপুর,
( অন্ধকারে নেবুফুলে গুঞ্জরিছে অলি ! )
ভালোবেসেছিনু সেই কিশোর-বয়সে
যত জনে, যৌবনের ব্যথা সুমধুর
ভুঞ্জিনু যাদের সাথে, সম-কুতূহলী—
তাদেরি মেলায় মিলি স্বপন-রভসে।

## শ্রী প ঞ্চ মী

( ৩ )

মনের—বনের—অয়ি মাধবী সুষমা,
কবি-ঋষি-মনীষীর প্রথমা প্রেয়সী,
জগত-যৌবন-ধাত্রী যুবতী পরমা,
বিশ্বরমা কন্যা অয়ি, ব্রহ্মার মানসী !—
এস দেবি !   মর-জন্মে অমর-দুর্ল্লভ
বিতর' তোমার সেই প্রেমের প্রসাদ—
রূপের পীযূষ-পান মনো-মধুমাসে !
নেহারিব আর বার নয়ন-বল্লভ
বাসন্তী-নিশার রূপে অসীম অবাধ
তোমার কায়ার ছায়া আনীল আকাশে !

( ৪ )

যে বাক্-ব্রহ্মের ছন্দ তোমার বাহন—
'হংস'-নামে আদি-স্পন্দ জড়-চেতনার ;
যার স্ফূর্ত্ত রস-মূর্ত্তি মধুর-সাধন—
অরূপের রূপ-রাগ কবি-কল্পনার ;
যে-বাণী বিলসি' উঠে বর্ণে গন্ধে গানে
ধরণীর মধুবনে, নিতুই নূতন !—
সেই তিথি-শ্রীপঞ্চমী-রূপে আজি তুমি
মুছাও তুহিন-কণা কৃপণের প্রাণে,
সরস কটাক্ষ-সুধা করিয়া সিঞ্চন
আর্দ্র কর রসিকের মনোবনভূমি ।

# প্রীতি-উপহার

( কবি-বন্ধু হেমচন্দ্র বাগচীর 'দীপান্বিতা' কাব্যের উৎসর্গ-পত্র পাঠ করিয়া )

যে নবীন বৈতালিক বাণীর নিকুঞ্জতলে বসি'
প্রভাত-কাকলি গানে অরুণের করিছে বন্দনা,
তার কাণে অন্ধ-রাত্রি তারকার তিমির-মন্ত্রণা
কেমনে পাঠায়ে দিল ! আয়ুহীন দশমীর শশী
যে নিশারে করেছে অনাথা, যার 'বিস্মরণী'-মসী
ঢাকিয়াছে সন্ধ্যামুখে রাগরক্ত লজ্জার লাঞ্ছনা,
হরিয়াছে অস্তাচল-শায়িনীর মূর্চ্ছার মূর্চ্ছনা—
আলোর জননী সে কি ? নহে বন্ধ্যা ত্রিযামা-তাপসী ?

যে ডাকিনী স্বপ্নঘোরে করিয়াছে মোরে গৃহহীন,
যার পিছে আঁখি মুদি' চলিয়াছি কাননে কান্তারে,
পিঠের তমিস্রা যার হেরি শুধু আগুল্‌ফ-লুণ্ঠিতা—
এলোকেশী নিশীথিনী !—তারি লাগি' আমি-উদাসীন !
আমিও হেরি নি যাহা, তুমি কোন্ প্রীতি-উপহারে
হেরিলে সে মুখ তার ? তব চক্ষে সে কি দীপান্বিতা !

# যৌবন-যমুনা

( কোনও প্রীতিমুগ্ধ তরুণ-কবি-প্রেরিত প্রশস্তি-কবিতা পাঠে )

যৌবন-যমুনা-তীরে বাজিয়াছে মোহন মুরলী
কবিতা-কদম্ব মূলে ; তাই শুনি' আহিরিণী বালা—
জানে না সে কার লাগি'—গাঁথিয়াছে মালতীর মালা
আষাঢ়ের দিন-শেষে, হেরি' নভে নব ঘনাবলী।
কোন্ সুরে কত মধু, আজও তায় নহে কুতূহলী—
কান চেয়ে প্রাণে সুখ—মনে হয় সবই সুধাঢালা !
উতলা পীরিতি তার, বৃষ্টি নামে, নিকুঞ্জ নিরালা—
কার গলে দিবে মালা ?   আঁখি তার উঠে ছল-ছলি'।

হেন কালে কে পশিল দ্বার খুলি' সাঁজের আঁধারে—
অধরে গুমরে গীতি, প্রভাহীন নয়ন উদাস !
সে-ও বাঁশি শুনেছিল মায়াবিনী যমুনার পারে,
তারি মধু-গন্ধ-স্মৃতি সুরভিছে প্রাণের নিশ্বাস !
নিমেষে চিনিল তারে, না জানিতে সব ইতিহাস
সঁপিল সাধের মালা, আর্দ্র করি' আঁখির আসারে।

# বালুকা-বাসর

তোমার সাথে একটি রাতে সেই যে দেখা নদীর চরে—
সেই কথাটি পড়ছে মনে আজকে অনেক দিনের পরে ;
নদী তখন উঠ্‌ছে ফুলে' জোয়ার জলে কানায় কানায়—
সেই জোয়ারে চাঁদের হাসি—বল দেখি কেমন মানায় !

গাঙের কূলে মনের ভুলে বসেছিলাম তোমার পাশে,
ওপার হ'তে বাঁশির উদাস সুরখানি কার হাওয়ায় ভাসে ;
চেয়েছিলাম তোমার মুখে, তুমি ছিলে অন্যমনা—
আঙুলটিতে জড়িয়েছিলে নীলাম্বরী-শাড়ীর কোণা।

ঠোঁট-দুখানি কাঁপল না ত', চুলের ছায়া চোখ যে ঢাকে,
মনটি বুঝি উধাও তখন উদাস-করা বাঁশির ডাকে ?
মুখের কথা, চোখের দিঠি—পেলাম না ত' কোনই সাড়া,
মনে হ'ল, সেদিন রাতের সব-কিছু কি সৃষ্টিছাড়া !

শেষ-খেয়ার সে তরীখানি ছাড়ল যখন এপার থেকে,
উঠ্‌লে তুমি তাহার 'পরে, আমায় গেলে এক্‌লা রেখে ;
যাবার বেলায় বল্‌লে শুধু—'রাত্রি হ'ল, চাই যে ঘর ;
এপারে ত' আছে কেবল ভাঙন-ধরা নদীর চর।'

## বালুকা-বাসর

বাব্‌লা-বনের ফাঁকে ফাঁকে, বুনো ঝাউ-এর ঝোপের ধারে,
ঘুরে বেড়াই পথ-বিপথে প্রাণের বিজন অন্ধকারে।
জ্যোৎস্না যত আঁধার তত—গাইনু তবু আলোর গান,
নদীর জোয়ার থাম্‌ল শেষে, পূর্ণ শশী অস্তমান।

বালির 'পরে শয়ন পাতি' মুখটি গুঁজে পড়ব শুয়ে,
( ভাঁটার শেষে জোয়ার এসে দেবে সে ঠাঁই আবার ধুয়ে )
এমন সময় চম্‌কে দেখি, পাশেই এ কার চুলের গোছা!
চুলের মাঝে মুখটি তোমার—নয়ন যেন সদ্য-মোছা!

জ্যোৎস্না তখন ফুরিয়ে গেছে, নেইক' জলের কলধ্বনি,
জিজ্ঞাসিনু, কেমন করে ডুবল তোমার সেই তরণী?
ফিরলে তুমি কেমন করে' সেই পুরাতন বালুর চরে—
খেয়ার মাঝি পারল না কি পৌঁছে দিতে গ্রামের 'পরে?

শুকতারাটি উঠল জ্বলে', তোমার মুখে ফুটল হাসি;
ঠোঁট দুখানি নড়ল বারেক, বল্‌লে 'বল, ভালবাসি'!
জোয়ার-জলে তলিয়ে গিয়ে ভাঁটায় ভেসে ওঠার পরে
একি কথা তোমার মুখে বালুচরের বাসর-ঘরে!

টুটল যখন সুখের নেশা, থামল কানে গানের সুর,
ঝড়ের ঝাপট ঢেউয়ের দোলায় পড়ল খসে' পা'র নূপুর;
ফুলের মালার বাঁধন খুলে এলিয়ে প'ল চুলের রাশ—
সর্ব্বনাশের সেই লগনে ব্যাকুল হ'ল বাহুর পাশ!

# হেমন্ত-গোধূলি

তোমার চোখে কিসের আলো? আমার চোখে ঘুমের ঘোর
মরে' তুমি বাঁচবে আবার; আমার প্রাণের নেই সে জোর।
ভালবাসা?—হাসির কথা!—উড়িয়ে দিছি অনেক দিন,
বালুর উপর ঝাউএর ছায়া তার চেয়ে যে ঢের রঙীন্!

* * * *

সেই ছায়ারও মায়ার মোহ ঘুচবে এবার—আশায় তারি
শয়ন বিছাই গাঙের কূলে, চোখের পাতা হয় যে ভারি।
এখন আমায় আর ডেকো না—রাত-পথিকের দিনেই ভয়:
তুমি যে গো দিনের পাখি, এ জন তোমার কেউ যে নয়!

তবু যদি রাতের মায়া, ঝাউএর ছায়া, বালুর চর
মন কখনো উদাস করে, শূন্য লাগে বদ্ধ ঘর—
এই খানে এই নদীর বাঁকে—ভাঙন যেথায় ভাসিয়ে নেবে
আমার শেষের শয্যাখানি—সেথায় তোমার চরণ দেবে?

আবার তুমি তেমনি করে' বসবে হেথায় অন্যমনা—
আঙুলটিতে জড়িয়ে তোমার নীলাম্বরী-শাড়ীর কোণা?
ঠোঁট-দুখানি কাঁপবে আবার?—পড়বে চোখে কিসের ছায়া!
জ্যোৎস্না-রাতে বালুর চরে ভুলবে ক্ষণেক ঘরের মায়া?

## শুভ-ক্ষণ

শাদাফুলে-ভরা মালতীর বনে, প্রিয়,
মোর মুখে চেয়ে সুখ-হাসি হেসে নিয়ো!
অধরে, কপোলে, অলকে, পলক'পরে—
যেথা মধু পাও সেথায় চুমাটি দিয়ো।
এই রজনীর চাঁদিনীর আবছায়া
দেখ না, কেমন বাড়ায় চোখের মায়া!—
দেহের যে-ঠাঁই সব চেয়ে সুন্দর,
সেইখানে, সখা, অধীর চুমাটি দিয়ো।
কে বলিবে, কাল কোথা র'বে রূপরাশি?-
আজ রাতে তাই নিঃশেষে সুধা পিয়ো।

ওই দেখ, হোথা শিউলি পড়িছে ঝরি'—
চাঁদ না ডুবিতে অমনি সে যায় মরি'!
নিমেষ ফেলিতে সুখ যে পলা'য়ে যায়—
ফাগুনের বুক আগুনে উঠিছে ভরি'!
আকাশ-সেতারে রজনী যে-তার বাঁধে,
সে কি প্রতিনিশি এমন মূরছি' কাঁদে?
প্রেয়সীর মুখ, যেন সে সাঁজের তারা—
আঁখি-পথ হ'তে সহসা যায় যে সরি'!
যত ভালবাসা, হে মোর পরাণ-প্রিয়,
এ শুভ-লগনে সবটুকু বেসে নিয়ো!

## রূপ-দর্পণ

আমার নয়ন-পুতলিতে হের তোমার রূপের ছায়া—
দর্পণ ফেলে দাও !
থির-কটাক্ষে আঁখি মেলি' সখি চাও।
সোনার মুকুরে কিবা কাজ তব ?—এ মনোমুকুরতলে
যে দীপ-দহনে হৃদয়-গহনে মমতার মোম গলে—
তাহারি আলোকে নেহারি' ও মুখ-ছায়া
ভুলে যাবে, তুমি নারী—নশ্বর-কায়া,
—দর্পণ ফেলে দাও !

তোমার পিঠের কালো কেশপাশ তুলিয়া গ্রীবার 'পরে
বেঁধেছ কররীখানি,
চোখের কিনারে কাজল দিয়েছ টানি'।
তারো চেয়ে কালো অসীম-রাত্রির তিমিরের পটে আঁকা
ও বিধু-বদনে—আমারি মনের কলঙ্ক-কালি-মাখা
নীল আঁখিদুটি মুনিদেরো মন হরে !
মূরছিবে তুমি নিজ কটাক্ষ-শরে—
দর্পণ ফেলে দাও !

## রূপ-দর্পণ

কেতকী-পরাগে পাণ্ডুর করি' ললাটের হেম-ভাতি—
অঙ্কিত-কুঙ্কুম,
অধরে ভরেছ মদিরা-সুরভি চুম্।
হেথা হের, তব সীমন্ত-তলে উষায়-ধূসর নিশা—
একটি সে তারা, বুকে জ্বলে তার উদয়-আলোর তৃষা!
মোর স্বপনের পোহাইছে শেষ-রাতি—
তা' লাগি' তোমার অধরে হাস্য-ভাতি!
—দর্পণ ফেলে দাও!

আমার নয়ন-রশ্মির রসে পরায়েছি যেই টীকা
তব ভালে, সুন্দরি!
শশিতারাময় নিশাকাশ সন্তরি'—
তাহারি কুহকে মানস-সায়রে উছলে বারিধি-নীর,
জলতলে ছায়া—কনক-কান্তি কোন্ সে পদ্মিনীর!
তোমারি সে-রূপ—চিনিবে কি, মালবিকা?
মোর আঁখি দিয়ে আপনার পানে চাও,
—দর্পণ ফেলে দাও!

# নির্ব্বেদ

( ১ )

তুমি চলে' গেছ, তবু বসন্তে আজিও
বিরহ জাগে না আর ; কুসুম-কুন্তলা
পুনর্ন্নবা বনবীথি করে না উতলা
সেদিনের মত। নয়নের এ পানীয়,
এত রঙ, এত রূপ পিও, পিও, পিও—
ভোরের কোকিল সাধে ; ইঙ্গিত-কুশলা
মাধব-সখার জায়া জানে যত ছলা,
ব্যর্থ সবই—তৃষাহীনে কি করে অমিয় ?

তুমি নাই, প্রাণে মোর পিপাসাও নাহি ;
প্রিয়া নাই—প্রেম সেও গেছে তারি সাথে।
চাঁদ নাই জ্যোৎস্না আছে !—অন্ধ অমারাতে
বিরহ-বাতুল রহে স্বপ্নে অবগাহি' !
সে বিরহ নাই মোর, মৃত্যু-পথ বাহি'
চলে গেছি প্রিয়া যেথা—কি আছে আমাতে ?

( ২ )

একদা এ মোর দিবা, এই রাতি মোর
পূর্ণ করি' ছিলে তুমি, হৃদয়-ঈশ্বরী !

## নি র্ব্বে দ

জীবনে চাহি নি কিছু, সংসার-শর্ব্বরী
তব রূপ-স্বপ্নে আমি করেছিনু ভোর।
চরণে কণ্টক দলি', অশ্রুবাষ্প-ঘোর
বিথারি' নিদাঘ-তাপে, গৃহ পরিহরি'
চলেছিনু কল্পবাসে—শুধু কণ্ঠে ধরি'
একখানি বাহুলতা, ফুল্ল ফুলডোর !

আজ ফুরায়েছে মোর সে পদ-চারণ।
শেষ না হইতে পথ, বালুর পাথারে
সহসা নূপুর তব গুঞ্জরিতে নারে—
কণ্ঠাশ্লেষ ত্যজিল কি বাহু সে কারণ ?
জীবনের ঢালু-পথে বালুরে বারণ
কে করিবে ? প্রেম তবু ছাড়িবে কি তারে !

৩

তবু ব্যর্থ নহে জানি এ মোর সাধন ;
চঞ্চল চপল প্রিয়া চলে' গেল যদি,
সহিতে না পারি' মোর প্রেম নিরবধি,
সে নিতি অধর-রোধ, বাহুর বাঁধন,—
তবু সে যৌবন-যজ্ঞে তাপ উন্মাদন,
( এ শীর্ণ পল্বলে সেই উদ্বেল উদধি ! )
সেই সোম মধুস্রবা—অমৃত-ওষধি—
ভুঞ্জেছি বিধির বিধি করিয়া শোধন !

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

একদা হরিনু তোমা যৌবনের রথে—
ক্ষয় করি' ক্ষুদ্র আয়ু রুদ্রবেগে তার ;
চুম্বন করেছি লঙ্ঘি' মৃত্যুর প্রাকার
তব ওষ্ঠ বহ্নিময়, স্বপ্ন-অবসথে !
হোক্ দেহ ভস্ম-শেষ আজি হেন মতে—
কামের অন্ত্যেষ্টি-মন্ত্রে পূত সে অঙ্গার !

## প্রকাশ

আসন্ন-প্রভাত রাতি—মায়াময়ী ত্রিযামা রজনী।
জাগর-সুষুপ্তি-স্বপ্ন—চেতনার ত্রিবিধ বিধান
বরিলাম একে একে ; আগে হ'ল জ্যোৎস্না-সুধাপান,
তারপর অন্ধকারে হারাইনু আকাশ অবনী।
শেষ-যামে নেহারিনু একটি সে দিব্য দীপ-মণি
গাঢ় তমিস্রার কূলে ; সুপ্তি-ভঙ্গে মেলি' দু'নয়ান
আশ্বাসে চাহিয়াছিনু, হয় বুঝি নিশা-অবসান—
সুন্দরের জ্যোৎস্না-শেষে তারাটিরে মনে সত্য গণি'।

অবশেষে আসে ঊষা—লাল হ'য়ে উঠে নভস্তল ;
তারো পরে, ভেদ করি' স্তরে স্তরে নির্ম্মল নীলিমা—
উদিল আঁখির আগে দেবতাত্মা তুঙ্গ হিমাচল !
ঘুচিল সংশয়-মোহ—সত্য আর সুন্দরের ছল ;
বুঝিলাম দুই-ই মিথ্যা ! সৎ শুধু প্রকাশ-মহিমা
প্রাণস্পর্শী বিরাটের ; তারি ধ্যানে সঁপিনু সকল।

# উপমা

মৃত্যুর বরণ নীল—শুনেছিনু কবে সে কোথায় !
যমুনার জল, না সে প্রাবৃটের নবঘন-শ্যাম ?
অথবা গরল-দ্যুতি হর-কণ্ঠে নয়নাভিরাম ?
উমার কপোলশোভী—সে কি নীল অলকের প্রায় ?
অতিদূর কূলে যথা তালীবন-রেখা দেখা যায়
নিবিড় আয়স-নীল—তেমনি সে আঁখির আরাম ?
কিম্বা সে কি দিক্‌প্রান্তে আচম্বিত বিদ্যুতের দাম
ভীষণ নিঃশব্দ-নীল ?—পরে সে অশনি গরজায় !

উপমা মনেরি খেলা, প্রাণ বুঝে উপমা-বিহনে,
সে যে নীল—নহে রক্ত, পীত, কিম্বা ধূমল, ধূসর ;
নীলাকাশ-তলে যথা সিন্ধু-জল নীল নিরন্তর,
তেমনি মৃত্যুর ছায়া চেতনার অগম-গহনে !
সে নহে যমুনা-জল, নব-ঘন অথবা গগনে,—
মহাশূন্য !—তাই নীল, নীল যথা অসীম অম্বর।

# গঙ্গাতীরে

বহুদিন পরে দাঁড়াইনু আজ গঙ্গার এই কূলে—
পল্লীপ্রান্তে, পথ হ'তে নামি' দিনের ভাবনা ভুলে'।
জীবনের দিবা, যৌবন-বিভা—শীত-সায়াহ্ন-ম্লান,
শ্রান্ত পথিকে তাই এ তীর্থ করিল কি আহ্বান?

উঁচু পাড় বেয়ে নামিনু পিছল পদরেখা-পথ ধরি'—
একটি অশথ ঝুঁকে আছে যেথা ঘাটটিরে ছায়া করি';
ভাঙনের মুখে ধ্বসে' গেছে মাটি—নগ্ন বিপুল মূল,
তবু সে তেমনি আলো-ঝিল্‌মিল্‌ পল্লব-সমাকুল!

সম্মুখে হেরি ধারা অবিরাম ধুয়ে চলে দুই কূল—
যার মহিমায় সারা তটভূমি বারাণসী-সমতুল!
পিতৃগণের পরাণের তৃষা—তর্পণ-অঞ্জলি—
এই অক্ষয় সলিল-বর্ত্মে নিতি উঠে উচ্ছলি'।

নদী-বুকে হোথা পড়িয়াছে চর—চাষীরা দেখে না চেয়ে,
তাই কাশফুলে বিধবা-বেশিনী যেন সে কুমারী-মেয়ে!
উপরে নিবিড় নীলের বিথার, নিম্নে ভাঁটার টানে
নীরবে বহিছে খর-বেগ নদী, ঢেউ নাহি কোনখানে।

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

পা’ দুটি ডুবায়ে বসিনু বিরলে বালুকার পৈঠায় ;
হেরি, খেয়াতরী—দূর পরপারে ঘাটগুলি দেখা যায়।
ছোট ছোট পথ নামিয়াছে জলে তীরতরু-ফাঁকে ফাঁকে,
কোথাও শীর্ণ সোপান-পংক্তি উঠিয়াছে থাকে-থাকে।

এপারে অদূরে তটের উপরে দাঁড়ায়ে যে তরুসারি—
ক্বচিৎ-কূজনে আরো সে গভীর মধুর-মৌনচারী !
শ্যাম তরুশিরে ক্লান্ত কিরণ ঝিমায় তন্দ্রাহত,
পল্লব-তলে ঘনায় আঁধার ছায়া-গোধূলির মত।

বেলা বেড়ে উঠে, ছায়া সরে’ যায়—চেয়ে আছি পরপারে,
আজ নদীকূলে সহসা স্মরিনু জীবনের দেবতারে !—
যে-দেবতা মোর প্রাণের বিজনে জেগে আছে নিশিদিন,
অশ্রু-হাসির উদ্বেল গানে ছিল না যে উদাসীন।

যাঁর প্রসাদের প্রীতি-রস মোর জীবনের সম্বল,
যার আঁখিপাতে মরুর মাঝারে মিলেছে উৎস-জল !
ইঙ্গিতে যাঁর বিলায়ে দিয়েছি যৌবন সুমধুর—
সুন্দর আর সত্যের লাগি’ নিষ্ঠা সে নিষ্ঠুর !

পরশ-হরষে মজি নাই—তাই গেয়েছি দেহের গান,
জেগে র’ব বলি’ করি নাই তা’র অধরের মধু পান !
রুদ্রের সাথে রতির সাধনা করিয়াছি একাসনে,
প্রাণের পিপাসা আঁখিতে ভরেছি রূপের অন্বেষণে !

## হেমন্ত-গোধূলি

সেই বৈরাগী আজি এ প্রভাতে তেয়াগি' ছদ্মবেশ
গাহন করিতে চাহে ওই নীরে, আজ বুঝি ব্রত শেষ !
আর কিছু নয়, শুধু স্নানশেষে ওই অশথের তল—
গুঞ্জনহীন নিবিড় নীরব ছায়ালোক সুশীতল !

মথিতে চাহিনা জলরাশি আর—করিবারে পারাপার,
তরঙ্গ-মুখে তরণী সঁপিয়া দুরন্ত অভিসার !
আজ শুয়ে র'ব সিকতার 'পরে বাহুতে নয়ন ঢাকি',
সব-ভুলে-যাওয়া অসীম আরাম পরাণে লইব মাখি'।

দিনশেষে যবে আসিবে জোয়ার—যদি সেই কলনাদে
তন্দ্রা না টুটে, হয়ে যাই ক্রমে অচেতন অবসাদে,
তলাইয়া যাই কিছু না জানিতে জাহ্নবী-জলতলে !—
হায় রে, এমন সুখ-পরিণাম নরের ভাগ্যে ফলে ?

'অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি' আজিকে মাগিছে প্রাণ,
মনে হয় এই গঙ্গার কূলে আছে তারি সন্ধান।
আজ বুঝিয়াছি, কেন অন্তিমে এই বালু-শয্যায়
আমার দেশের যত মহাজন নয়ন মুদিতে চায় !

# মিনতি

( ১ )

“আর একটুকু ব’স গো বন্ধু, এখনি সন্ধ্যা হ’বে—
জ্যোৎস্নায় ভ’রে যাবে যে উঠান আম্মাদের উৎসবে !
উর্দ্ধ-আকাশে দশমীর চাঁদ—কাঁসার পাত্রখানি—
সোনার পালিশ পায় কোথা হ’তে—কি মন্ত্রে নাহি জানি !
গোধূলি-লগনে আজ
তারাহার-গলে রাত্রি-রূপসী তাকায় ওড়্না-মাঝ !

“বিষম রৌদ্র হবে না সহিতে, পথের তপ্ত বালু
আর দহিবে না তব পদতল, শুষ্ক হবে না তালু।
সারাদিনমান ললাটে তুমি যে বহিলে অনল-টীকা—
চন্দ্রের শ্বেত-চন্দনে সেথা আঁকিও তিলক-লিখা।
দগ্ধ-দিনের শেষে
স্নিগ্ধ শীতল নারিকেল-বারি পান কর হেথা এসে।

“তোমারি নিদেশে মিলিয়াছি মোরা মন্দির-চত্বরে—
সুন্দর করি’ পেতেছি আসন—চির-সুন্দর তরে।
পূজার আবীরে ক্রীড়া-কুঙ্কুমে ভরেছি বরণ-ডালা,
কাপাস-তুলার সলিতায় হ’বে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা ;
ধূপধূম-আঘ্রাণে
ঘুচিবে তোমার প্রাণের ক্লান্তি—ব’স ব’স এইখানে।”

( ২ )

"হায় গো বন্ধু, সে সুখ-আশায় নাহি মোর অধিকার—
চোরের মতন পলায়ে এসেছি খুলিয়া গৃহের দ্বার !
রৌদ্রের মদে হয়েছি মাতাল, গত রজনীর কথা
ভুলিয়া আছিনু—আরেক জনের অন্তিম আকুলতা।
রাত্রি-দ্বিপ্রহরে
চ'লে যাবে সেও—জেগে ব'সে আছে শেষ চুমাটির তরে !

"স্বপনে হেরিনু কার ছায়া-ছবি, সে নহে আপন জনা—
বুকে যে ঘুমায় তাহারে ভুলিনু—এমনি উন্মাদনা !
নেশায় আকুল, বাহিরিনু পথে—তখনো হয় নি ভোর ;
ধূলি-কঙ্করে খর রবিতাপে ভাঙে নাই ঘুম-ঘোর !
এখন নীরব সাঁঝে
কে যেন কপালে কাঁকন হানিছে—কানে সেই ধ্বনি বাজে

গগনের গায়ে এখনি ফুটিছে অগ্নি-অশ্রুকণা,
আর দেরী হ'লে পাব না দেখিতে, চাহিবারে মার্জ্জনা।
দিবসে যুঝিনু অমৃতের আশে—সেও নহে মোর লাগি',
নিশীথে শুধিব জীবনের ঋণ মৃত্যু-বাসর জাগি'।
তোমরা করিও পান,—
একটি পেয়ালা পূর্ণ রাখিও, সেই মোর বহুমান !"

## স্বপ্ন নহে

স্বপ্নহীন রাতি মোর। কৃষ্ণা-তিথি যবে,
না উদিতে জ্যোৎস্না আমি ঘুমাইয়া পড়ি ;
অর্দ্ধ-রাত্রে শয্যা'পরে উঠি ধড়মড়ি'
শুনি, কে ডাকিছে যেন মৃদু আর্ত্তরবে !
শীর্ণ দ্বাদশীর চন্দ্র হেরি নিম্ন-নভে,
বায়ুশ্বাসে ছায়া যত উঠিতেছে নড়ি',
সহসা উঠিল বাজি' দূরে কোথা ঘড়ি—
কই, কোথা ?—কেহ নাই ! বুঝি স্বপ্ন হবে !

স্বপ্ন নহে ; ছায়ালোকে, এই স্তব্ধ ক্ষণে
অশরীরী ফিরে পায় শব্দের শরীর—
গানে যথা ধরা দেয় অ-ধরা অধীর
কবির মনের মায়া ! নিদ্রা-অচেতনে
কর্ণে তব স্পর্শ লভি শুধু কণ্ঠস্বনে,
তার বেশি চাওয়া বৃথা—বারণ বিধির !

# অজ্ঞান

বিষে-ভরা যে অমৃত ধরিলে আমার মুখে
প্রভু মোর, প্রিয় !
আকণ্ঠ করিনু পান অকুণ্ঠিতে—হোক্ বিষ,
হোক্ সে অমিয় !
তারাস্তীর্ণ আকাশের তলে বসি', নিশীথের
নির্ব্বাক আননে
পড়িনু সঙ্কেত-লিপি, হাহা-হাসি শুনিলাম
পবন-স্বননে !

তোমার বিপুল ছায়া—অনাদ্যন্ত-রহস্যের
ভ্রূকুটি ভীষণ—
নাম যার মহাকাল—পশ্চাতে রয়েছে জাগি',
জানি, অনুক্ষণ।
সম্মুখে হেরি যে তবু চন্দ্র-তারা-তিলকের
প্রেমচিহ্ন-আঁকা
অপরূপ রূপখানি—আঁখি দুটি অরুণিম,
ভুরু দুটি বাঁকা !

হেরি শুধু সেই রূপ—সমুখের সেই শোভা !—
পশ্চাতের ভয়
বিষদিগ্ধ হৃদয়ের তপ্তমধু-পিপাসারে
করিল না জয় ;

হে ম ন্ত - গো ধূ লি

শুধু সে সুরভি-স্বাদ—তব করধৃত সেই
অমৃত-মদিরা
ভুলাইল সর্ব্ব ভয়—মোহরসে মূরছিল
শিরা-উপশিরা।

মরণ মধুর হ'ল, জীবনের দিক হ'তে
ফিরাইনু মুখ;
প্রভু তুমি, প্রিয় তুমি!—বুকে মোর ভরি' দিলে
যে দহন-দুখ—
তোমার করুণ আঁখি সাধিল যে বিষ-মধু
করিবারে পান,
তাহারি অসীম জ্বালা পীরিতির সুখাবেশে
করিল অজ্ঞান!

# যাত্রাশেষে

( ১ )

তুলিনু কত না ফুল পথে পথে ; কভু সে কঠিন
নিঠুর পাথর পায়ে বারে বারে হানিল নিষেধ—
তবু ঊর্দ্ধে আলোকের উৎস হেরি' করি নাই খেদ ;
ক্ষত পদ, নেত্রে তবু বুলায়েছি হর্ষে সারাদিন
হরিত শ্যামল নীল পীত শুভ্র লোহিত-রঙীন
ধরণীর অতুলন বরণ-বিথার ! করি' ভেদ
বায়ুস্তর, পশিয়াছে কাণে মোর ধ্বনি অবিচ্ছেদ
আকাশ-কিনার হ'তে,—চলেছিনু তাই শ্রান্তিহীন।

যত চলি, মনে হয় একই পথ—আদি-অন্ত নাই,
নব-নব আনন্দের কত তীর্থে হইনু অতিথি !
তবু সে রাখি না মনে, একমুখে পার হ'য়ে যাই
একটি আবেগে শুধু—মাঠ বাট নদী বন-বীথি !
পথ বাড়ে, বাড়ে বেলা—ছোট হয় ছায়ার আকৃতি,
বাহিরে আমিও চলি, প্রাণ তবু রহে এক ঠাঁই !

( ২ )

কত সন্ধ্যা কত ঊষা, কত সে মধ্যাহ্ন-দিবালোক
উদিল নিবিল, তবু করি নাই আঁধারের ভয় ;

শুক্লা-নিশি, তমস্বিনী—উভয়ের গাহিয়াছি জয়,
মৃত্যু আর জীবনের রচিয়াছি একই মঞ্জু শ্লোক।
বালক, কিশোর, যুবা—দেহ-দশা যেমনই সে হোক
এক স্বপ্ন এক সুখ—এক দুখে সঁপিনু হৃদয় ;
চাহি নি পিছনে কভু, সম্মুখের দূর-পরিচয়
নিবারিতে মেলি নাই মোর আধ'-নিমীলিত চোখ।

বাহিয়া আসিনু পথ দূর হ'তে ভ্রমি' দূরান্তরে—
তবু সে আমারে ঘেরি' ছিল যেন একটি সে দেশ !
কত বর্ষ কত ঋতু ঘুরে গেছে কালচক্র 'পরে,
মোর আয়ু ব্যাপিয়াছে ভাব-স্থির একটি নিমেষ ;
চোখে আছে সেই জল, সেই হাসি রয়েছে অধরে—
এ জীবন চিত্রবৎ—মূলে তার নাই গতি-লেশ !

( ৩ )

সহসা ফুরাল পথ, চমকিয়া হেরিনু সমুখে
বিরাট দিগন্ত-রোধী তমোময় কঠিন প্রাচীর—
অবকাশ নাহি কোথা, এক যেন ভিতর-বাহির,
থেমেছে জগৎ-যাত্রা স্তব্ধ-স্রোত মোহানার মুখে !
স্বপ্ন-সঞ্চরণ মাঝে যেন এ ললাট গেল ঠুকে
অচল পাষাণ-গাত্রে ; পদনিম্নে গহ্বর গভীর
হেরিলাম মহাভয়ে—বুঝিলাম একটুক থির
ছিল না আমারি চলা, আঘাত বাজিল তাই বুকে।

## যা ত্রা শে ষে

আজ আমি থেমে গেছি, জগৎ থেমেছে মোর সাথে !
নাহি আর উদয়াস্ত, আলো-ছায়া, ঋতু-আবর্ত্তন ;
থামিয়াছে কাল-চক্র—কেন্দ্র যার আছিল আমাতে,
নিজে ঘুরি' এক ঠাঁই ঘুরায়েছি যারে সারাক্ষণ ;
কালের মুখোস খুলি' মহাকাল দাঁড়াল সাক্ষাতে,
আজ বুঝি—কার নাম গতি, আর অগতি কেমন !

# পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে

আয়ু-বিহঙ্গ মেলিয়াছে পাখা অর্দ্ধ-শতক আগে,
অসীম শোভার সৃষ্টির 'পরে উড়িয়াছে দিন রাত ;
আজি সে ক্লান্ত, পক্ষে তাহার জরার জড়িমা জাগে,
নয়ন মুদিয়া দিবস-নাথেরে করিতেছে প্রণিপাত।

এতদিন আমি আলোর পিপাসা জানি নি কাহারে বলে,
আমার আকাশ আমার ধরণী ছিল যে আলোয়-আলো !
নিম্ন-ভুবনে সে আলো এখন নামিছে অস্তাচলে—
ঊর্দ্ধ-গগনে তাই কি, বন্ধু, তারার প্রদীপ জ্বালো ?

তোমারে দেখেছি দিনের আলোয়, অপরূপ সুন্দর !
সে রূপ-সাগর অতল অকূল—দিগন্ত নাহি তার !
যে রূপ হেরিতে নিমেষ ফেলিতে পাই নাই অবসর—
আজি সেই শোভা ঢাকিবে কি ধীরে সন্ধ্যার আঁধিয়ার ?

যা পেয়েছি আর যা দিয়েছি আমি, সে স্মৃতির মঞ্জুষা
রতনে-হিরণে বাঁধিয়া রাখিনু গানের গাঁথনি দিয়া ;
ব্যথা নাই কোথা', ক্ষোভ নাই মোর—গড়েছি বুকের ভূষা,
কালফণী-শিরে আছিল যে মণি তাহাই মাজিয়া নিয়া।

## পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে

আমার গানের সেই মালাখানি যদি কারো চোখে পড়ে—
হেরিবে তাহার অক্ষরাজিতে তোমারি সে নাম-মালা ;
তোমার কাননে যে ফুল ঝরিল আমার প্রাণের ঝড়ে,
রচি নাই মোর ফুলশেজ তায়—ভরেছি পূজার থালা।

সেই দিন মোর নিতেছে বিদায়, আসিল গোধূলি-বেলা—
দেউল-দুয়ার বন্ধ হবে যে প্রথম-প্রহর রাতে !
ক্ষণেক দাঁড়াও, শ্রী-অঙ্গে তব ছায়া-আলোকের খেলা—
আঁকি' ল'ব চোখে, অস্তরাগের সুকোমল রেখাপাতে।

জানি, তারপর অন্ধকারের স্বচ্ছ শীতল তলে
ভাসিয়া আসিবে সমীরের শ্বাসে সুরভিত সংবাদ,—
হায় গো বন্ধু, তোমার প্রেমের উজান যমুনা-জলে
আর নামিব না—শুনিব শুধুই সুদূরের কলনাদ ?

সবশেষে আর রহিবে না কিছু বাহির-ভুবনে মোর,
জন্মতিথি যে মিলাইয়া আসে মৃত্যুতিথির সনে !
তবু যতখন জাগিব আঁধারে—রহিব নেশায় ভোর,
তোমারে দেখেছি—এই কথা শুধু জপিব পরাণপণে।

অধরের বেণু, বনমালা, আর পায়ের নূপুর-মণি—
সেই শিখি-চূড়া, পীতধটিখানি হেরিব না আর যবে,
তখনো বক্ষে নৃত্য-চপল তব চরণের ধ্বনি
থামিবে না জানি—যতখন মুখে তারকারা চেয়ে রবে।

# বাণীহারা

অমন করিয়া চেয়ো নাক' আর, করিও না কৌতুক,
আজ তোমা তরে আনিয়াছি মোর সবশেষ যৌতুক।
বাঁধি' ফুলহারে ও চারু কবরী,
লোল মোতিমালা পয়োধরে ধরি'
ওই ভুরুযুগে বাঁকায়ো না, সখি, কামনার কার্ম্মুক—
আজ, হাতে নয়—অধরে সঁপিব অন্তিম যৌতুক।

ও রূপ-সাগরে মিলাইয়া যাক্ এ বাণী-স্রোতস্বিনী,
সুপ্তি-নিশীথে বাজায়ো না আর কঙ্কণ-কিঙ্কিণী।
যে বিষ-পাত্রে পিয়ালে অমিয়া,
তার ভয় আজি ভুলিয়াছি প্রিয়া!
এ মন-ভ্রমর ভ্রমিবে না আর, ঠাঁই তার লবে চিনি'—
আর কিবা কাজ বাজায়ে মধুরে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী?

আধেক রজনী ও রূপ-শিখায় প্রাণের প্রদীপ জ্বালি'
তব নয়নের কাজলের লাগি পাড়াইনু তায় কালি।
সে দীপ-বহ্নি আজ নিবে আসে,
সে কালি তোমার আঁখিতারা-পাশে
ঘনাইল কোন্ সাগরের নীল—মোর চোখে ঘুম ঢালি'!
আমি সে ঘুমের কাজল রচিনু প্রাণের প্রদীপ জ্বালি'।

## বাণীহারা

চেয়ে তোমা পানে যামিনী হ'ল যে একটি পলকে ভোর !
এইবার, সখি, নিমেষ লভিবে অনিমেষ আঁখি মোর।
আর রহিবে না রূপের পিপাসা,
এই বাণী মোর হবে যে বিপাশা—
হারাইয়া যায় গানের মুকুতা খুলিয়া শ্লোকের ডোর !
এইবার, সখি, নিমেষ লভিবে অনিমেষ আঁখি মোর।

আলোর বন্যা নিঃশেষ হ'ল—কেটে গেছে কোজাগরী,
কুঞ্জে আমার শরতের শেষ শেফালি পড়িছে ঝরি'।
ওগো অকরুণা মোহিনী চতুরা !
এখনো অধরে ধরিবে কি সুরা ?—
শিশিরের মাসে ফুটাইবে কোন্ কামনার মঞ্জরী ?
কুঞ্জে এখন শরতের শেষ শেফালি পড়িছে ঝরি' !

রূপ-অন্ধের আঁখি যে র'বে না চিরনিশি জাগরুক,
নূপুর কাঞ্চী কঙ্কণে আর ক্বণিবে না সুখ-দুখ।
আঁখি রাখি' ওই আঁখির তারায়
বুঝি বা এবার চেতনা হারায় !
আজি অ-ধরার অধরের লাগি' সারা প্রাণ উৎসুক—
সে রসে বিবশ ঘুমাইবে মোর বাণীহারা সুখ-দুখ।

## সার্থক

আজীবন বহিয়াছি কিসের পিপাসা,
কোন বারি চেয়েছিনু, কিসের নিরাশা
আমারে করেছে কবি—আজও বুঝি নাই,
আমি শুধু গান গেয়ে যাই।
গন্ধ-ছন্দে গাঁথিয়াছি—অন্ধ মালাকর—
অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে শুধু কুসুমের স্তর,
প্রাণ মোর পরশ-কাতর।

ফুলবনে শুনিয়াছি মধুপ-গুঞ্জন,
পতঙ্গ-পাখীর গান ; কি সুধা-ভুঞ্জন
করে তারা, কিবা সেই পায়স-ব্যঞ্জন
রবিরশ্মিবিচ্ছুরিত কাঞ্চনথালায়—
কি মধু ফুলের বুকে সদা উথলায়,
আজও বুঝি নাই,
আনন্দের স্বাদ নয়—শুধু গন্ধ পাই।

আজও বাহিরাই যার অভিসার-আশে,
আঁধার রজনীযোগে দুরন্ত বাতাসে
তিমির-তমালকুঞ্জে—হেরি নাই তারে!
এ অন্ধ নয়ন মোর সেই অন্ধকারে—

## সার্থক

কালো সে কেশের মাঝে—হারাইয়া যায়,
শুনি, কে দু'খানি করে কাঁকন বাজায়!
সেই ছন্দে মুখ তার গড়ি' মনে মনে,
মন্ত্র পড়ি' প্রতিমার করি আরাধনা-
জানি না, সে হাসে কিনা অধরের কোণে,
আমারি পরাণে নিতি নব উন্মাদনা।

এমনি যাপিনু এই জীবন-যামিনী—
জানিনা কিসের তরে!—কে অভিমানিনী
জাগাইল সারারাত স্বপন-শয়নে,
আনন্দের বৃন্তহীন কুসুম-চয়নে!
হেরি নাই আজও তারে; আছে শুধু আশা-
এই স্বপ্ন, এই স্নেহ, এ মোর পিপাসা
রাত্রিশেষে মুঞ্জরিবে কিরণে শিশিরে,
পুঞ্জে পুঞ্জে তৃণ-তরু-ব্রততীর শিরে।
হেরে নি যে-রূপ কভু আমার নয়ন,
সেই রূপ নেহারিবে কত-শত জন!
আমার নিশীথ-স্বপ্ন অপরের চোখে—
স্বপ্ন নয়—সত্য হবে দিনের আলোকে।

# বিদেশী কবিতা

রাতের আঁধারে থাকে না আড়াল ভূতলে ও নভ-তলে,
আকাশ-কুসুম দীপ হ'য়ে দোলে তটিনীর কালো জলে ;
রূপ, রঙ, রেখা মিশে গিয়ে শুধু ফুটে ওঠে প্রাণ-শিখা—
ছবি, না সে ছায়া ?—থাকে না সে চিন্ আলোকের উৎপলে।

তেমনি, কত সে কবির মানসী বিথারি' বরণ-মায়া
মোর মানসের রূপার মুকুরে রচিল যে নব-কায়া—
সে কি আসলের নিখুঁত নকল ? কতটুকু রঙ কার ?
ভাবনা সে মিছে—এ যে নদীবুকে আকাশের আবছায়া।

## নমস্কার

১

যেখানে যত আছে কবি ও গীতিকার—
যারা বা ছিল আগে, আসিবে যারা আর ;
মানব-কলভাষে বেদনা মধুময়
উথলি' তোলে যারা মরণে করি' জয় ;
চয়ন করে যারা নিজেরা নিশি জাগি'
স্বপন-ফুলশোভা নিমীল-আঁখি লাগি' ;
যাদের গীতিরাগে ধূলিরে ভালো লাগে—
তাদেরে নমি আমি নীরবে অনিবার।

২

চলেছি ভোর হ'তে সাঁঝের পুরীপানে
পথের শ্রম হরি' তাদেরি গানে গানে !
সে পথে চলে সাথে যতেক নরনারী,
তারা যা বোঝে না, সে বুঝিতে আমি পারি।
কেহ না কারে জানে, তবুও সুখে-দুখে
বাহুতে বাহু বাঁধি' চলেছে হাসিমুখে।
আমি সে ভালো জানি—প্রাণের কানাকানি,
গানেরি সুরে-গাঁথা ভুলের ফুলহার !

৩

সেই সে কবিকুল হেরিল আঁখি ভরি'
নিদাঘ-খরতাপে চাঁদিনী-বিভাবরী !
দেহের মনোভবে পরা'ল পারিজাত,
বিধির কবি-রূপে করিল প্রণিপাত।

সুখের দুখ-শ্লোক, শোকের সুখ-সুর
রচিয়া করে তারা মনের মোহ দূর।
ধরারি লয়ে মাটি গড়ে যে প্রতিমাটি—
সহজে পূজি তারে, বুঝি না নিরাকার

৪

যাদের সামগানে জীবন-সোমযাগ
স্রবিয়া সুধারসে সবারে দিল ভাগ;
যাদের বাণীময়ী দিঠি সে অনাবিলা
প্রচারে দিকে দিকে মধুর নরলীলা;
ভরসা দিল প্রাণে—কোথাও নাহি পাপ,
নাহি এ আয়ুমূলে আদিম অভিশাপ;—
অতীত অনাগত, জীবিত যেথা যত,
সবারে নমি আমি নীরবে অনিবার।

# আবেদন

## ( William Morris )

সঙ্গীতে গড়ি স্বর্গ, নরক—এমন শকতি নাই,
শঙ্কাহরণ সুরের সোহিনী খুঁজিও না মোর গানে ;
মরণের দ্রুত-চরণের ধ্বনি ভুলাইতে নাহি চাই,
যে-সুখ বারেক ফুরাইয়া গেছে, ফিরাইতে নারি প্রাণে।
শুকাবে না কারো অশ্রু-পাথার আমার বীণার তানে,
আমার বাণীতে ঘুচিবে না কারো নিরাশা-অন্ধকার—
শূন্য-আসরে বসি' খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার !

তবু, ভরা-সুখে হিয়ায় যেদিন হরষের অবসাদ—
নিঃশ্বাস ফেলি' বলিবে কেবলি, কিছুই হ'ল না, হায় !
যবে ধরণীর সবই মধুময়—প্রীতিপূজা-পরসাদ,
নিমেষ গণিতে মনে হবে, এযে বড় ত্বরা চলে' যায় !
মনে হবে, সুখ পলকে পলায়, আর না ফিরিয়া চায়,—
সেদিন, বন্ধু, আমার কথাটি মনে কোরো একবার,
শূন্য-আসরে বসি' খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার !

কি কাজ আমার অন্যায় সাথে ন্যায়ের যুদ্ধ জিনে' ?—
আমি স্বপনের ফসল ফলাই—এসেছিনু অবেলায় !
আমার এ গীতি-পতঙ্গ তার পাখা দুটি ফিন্‌ফিনে
মৃদুল হানিবে চন্দনে-গড়া জাফ্‌রির জানালায়।

দিবারাতি যারা আলসে কাটায়, সুখাসীন নিরালায়—
তাদের সকাশে রচিবে রাগিণী—বেলোয়ারী-রঙ্‌দার !
শূন্য-আসরে বসি' খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার !

ধূলার উপরে আলিপনা আঁকি, মন্দেরে বলি ভালো—
ধরিও না দোষ, ভুল বুঝিও না—ক্ষমিও আমারে, ভাই !
চৌদিকে ঢেউ গরজে ভীষণ—নিকষের চেয়ে কালো !—
তারি মাঝখানে প্রবালের দ্বীপ শ্যামলে ভরিতে চাই !
জানি, কারো প্রাণে একতিল সুখ-সান্ত্বনা হেথা নাই—
দানব দলিতে চাই বাহুবল—নব বীর-অবতার !
—সে ত' নয় এই ভাঙা-আসরের দীন-হীন বীণ্‌কার !

# কবি-গাথা

## ( **Arthur O' Shaughnessy** )

আমরা সবাই সঙ্গীত গড়ি—ছন্দের কারিকর,
স্বপন বয়ন করি যে আমরা—ভাবনারো অগোচর !
আমরা বেড়াই ঊর্ম্মিমুখর বিজন সিন্ধু-কূলে,
শ্মশান-বাহিনী নদীটির কূলে বসে' থাকি মনোভুলে-
পাণ্ডু-চাঁদের জ্যোছনা বিকাশে মোদের মুখের 'পর !
জগৎ আমরা বিলাইয়া দিই, আমরা লক্ষ্মীছাড়া !
আমরাই তবু চালাই তাহারে, আমরাই দিই নাড়া—
আমরাই যেন যুগ-যুগ এই জগতের নির্ভর !

# ক বি - গা থা

অতি অপরূপ শাশ্বত সঙ্গীতে—
কত মহাপুরী নির্ম্মাণ করি ধূলিভরা ধরণীতে !
আমাদেরি গীতি-কাহিনীতে উদ্ভব—
অতি সুবিশাল জনপদ-গৌরব !
একজন শুধু একটি স্বপন হাতে করি' বাহিরিবে—
তাই দিয়ে সে যে রাজার মুকুট হেলায় করিবে জয় !
তিন জনে মিলি' একটি যে সুরে নব-গীত রচি' দিবে—
তারি আক্রোশে রাজ্য ও রাজা চরণে চূর্ণ হয় !

কবে কোন্ কালে—সে দিন হয়েছে অস্ত,
স্মরণ-অতীত পৃথিবীর ইতিহাসে—
হাহাকার দিয়ে গড়েছিনু মোরা পুরী সে ইন্দ্রপ্রস্থ,
স্বর্ণলঙ্কা—কৌতুকে পরিহাসে !
ধূলিসাৎ হ'ল তারা যে আবার—মোদেরি সে মন্তর ;
আমরা শুনাই বিগত-বাসরে ভাবিযুগ-জয়গাথা !
একটি স্বপন শেষ হয় যবে, এক সে যুগান্তর—
আবার তখনি নূতন স্বপনে ভরি' আসে আঁখিপাতা !

আমরা স্বপন করি যে বপন—নাহি তার অবসান !
মোরা নিরলস, চিরদিন নিরাময়।
ভবিষ্যতের ভাস্বর বিভা সমুখে দীপ্যমান—
ললাটে তাহারি টীকা সে জ্যোতির্ম্ময় !
প্রাণে আমাদের বাজে অহরহ সঙ্গীত সুমহান্—
ওগো জগতের নরনারী সমুদয় !

## হেমন্ত-গোধূলি

আমরা স্বপন করি যে বপন—নাহি তার অবসান!
স্থান আমাদের তোমাদের পাশে নয়।

আমরা দাঁড়াই—খসি' পড়ে যেথা আঁধারের নির্ম্মোক,
সকলের আগে উদয়-দুয়ারে আমরা অর্ঘ্য আনি!
কণ্ঠ মোদের পার হয়ে যায় অসীম সে উষালোক—
গাই নির্ভীক, ছন্দ-ধনুতে ভীম টঙ্কার হানি'।
মানুষের হীন অবিশ্বাসের ভ্রুকুটিরে করি' জয়,
বিধাতার আশা পূর্ণ যে হবে—ওরে তার দেরি নাই!
তোরা পুরাতন জড়-পুত্তলি হয়ে যাবি ধূলিময়—
বার্ত্তা সে ধ্রুব গগনে গগনে এখনি শুনিতে পাই!

যারা আসে সেই এখনো-অজানা দিবালোক-তট হ'তে,
তাদের সবারে প্রাণ খুলে' বলি—স্বাগত! নমস্কার!
নিয়ে এস হেথা নব-বসন্ত, ভাসাও আলোর স্রোতে,
ধরারে সাজাও নবযৌবনা বধূবেশে আরবার!
নবীন কণ্ঠে গাও নব-গীতি—রাগিণী চমৎকার!
যে স্বপন মোরা এখনো দেখিনি, শোনাও তাহারি বাণী-
মোরা শিখি' লব, যদিও এ বীণা ভুলিয়াছে ঝঙ্কার,
স্বপন-দেখা এ আঁখিতে নামিছে ঘুমের পর্দ্দাখানি।

# গদ্য ও পদ্য

( **Austin Dobson** )

গাড়ীর চাকার কাদায় যখন যায় না পথে হাঁটা,
কিম্বা যখন আগুন ছোটে উড়িয়ে ধুলো-বালি,
শীতের ঠেলায় ঘরে যখন শার্সি-কবাট আঁটা,—
তখন ঘেমে হাঁপিয়ে কেসে' গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন চামেলি দেয় হাওয়ায় আতর ঢালি',
ঝুম্‌কো-লতা দুল্‌ছে দেখি বারান্দাটির পাশে,
চিকের ফাঁকে একখানি মুখ, ফুল্ল ফুলের ডালি—
তখন ওহো!—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

মগজ যখন বেজায় ভারি, যেন লোহার ভাঁটা!
বুদ্ধি ত' নয়—যেন সমান চারকোণা এক টালি!
মনটা যখন দাড়ির মতন ছুঁচ্‌লো-করে' ছাঁটা,—
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন রক্তে জাগে ফাগুন-চতুরালি,
বর্ষ যখন হর্ষে সারা নতুন মধুমাসে,
কানে যখন গোলাপ গোঁজে হাবুল, বনমালী—
তখন, ওহো!—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

চাই যেখানে ভারিক্কে চাল—বিদ্যে বহুৎ ঘাঁটা!
'হ'তেই হবে', 'কখ্‌খনো নয়'—তর্ক এবং গালি,

ছড়ানো চাই হেথায় হোথায় 'কিন্তু'-'যদি'র কাঁটা—
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন মেদুর হবে আঁখির কাজল-কালি,
মিলন-লগন ঘনিয়ে আসে কনক-চাঁপার বাসে,
যে-কথা কেউ জান্‌বে নাকো, সেই কথা কয় আলি—
তখন, ওহো !—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

সংসারে যে অনেক অভাব, অনেক জোড়াতালি !—
তার তরে, ভাই, বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি ;
কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে,
তখন, ওহো !—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

# সৃষ্টির আদিতে

## "Before the Beginning of Years"

**( A. C. Swinburne )**

হ'ল যবে আয়োজন সৃষ্টির আদিতে,
মানুষের মর্ম্মের ছাঁচখানি বাঁধিতে—
মহাকাল নিয়ে এল অশ্রুর ভর্‌না,
চিরসাথী হইবারে দুখ দিল ধর্‌না ;
সুখ,—যার স্বাদ নাই বেদনার বিহনে,
মধুমাস নিয়ে এল ঝরাফুল পিছনে ;

## সৃষ্টির আদিতে

স্বর্গেরি স্মৃতি—কিবা সুন্দর ধারণা !
—অন্তরে উন্মাদ, নরকের তাড়না !
বল,—তার বাহু নাই ধরিবারে প্রহরণ,
প্রণয়ের পুলকেতে পলকেরি শিহরণ।
দিবসের ছায়া—সেই নিশীথের নীল-রূপ,
জীবনের হাসিমুখে মৃত্যুরি বিদ্রূপ !

দেবতারা নিল তাই আগুনের ফুল্‌কি,
আর জল,—কপোলের ধারা সেই, ভুল কি ?
ধেয়ে চলে ঋতু-মাস—ঝরে বালি পা'য় পা'য়,
নিল তুলি' ত্বরা করি' তার দুই কণিকায় ;
সিন্ধুর ফেনা নিল—ভেসে আসে যেই সব,
আর নিল মেদিনীর শ্রমধূলি-বৈভব।
জন্ম ও মৃত্যুর ভাবী উৎসঙ্গে
যত আছে রূপ-রাগ—নিল সেই সঙ্গে।
সব সাথে মাখি' ল'য়ে হাসি আর ক্রন্দন,
বিদ্বেষ-পঙ্ক ও প্রীতি-ঘন চন্দন ;
সাম্‌নে ও পিছে ধরি' জীবনের ডঙ্কা,
ঊর্দ্ধে ও মহীতলে মৃত্যুর শঙ্কা ;—
শুধু এক দিন, আর একটি সে রাত-ভোর
গাঁথিবারে শক্তি ও ফুর্ত্তির ফুল-ডোর—
দিয়ে দুখ নিদারুণ—পাষাণের ভার তায়,
গড়ি' দিল সুমহান্ মানবের আত্মায় !

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

ভরি' দিক্ আর দিক্-অন্ত, ধায় তারা যেন মহা-দ্বন্দ্বে ;
দেহ তার করে প্রাণবন্ত, ফুৎকারি' মুখে নাসারন্ধ্রে।
দিল ভাষা, আর দিল দৃষ্টি—অপরের অন্তর ছলিতে ;
হ'ল কাজ অকাজের সৃষ্টি, আর পাপ—তাপে তার জ্বলিতে।
দিল দীপ—হরি' পথ-ভ্রান্তি, দিল প্রেম, প্রমোদের পর্ব্ব ;
আর নিশা—নিশীথের শান্তি ; পরমায়ু, আর রূপ-গর্ব্ব।
বাণী তার জ্বালাময় বিদ্যুৎ—দু' অধরে প্রকাশের বেদনা !
কামনা যে অন্ধ ও অদ্ভুত ! চোখে তার মরণের চেতনা !
রচে বাস—তবু চির-নগ্ন, দেহ ঢাকে ঘৃণারি সে বসনে ;
বোনে বীজ,ফসলের লগ্ন—ব্যর্থ যে, ভাগ নাই অশনে।
ঢুলে' ঢুলে' স্বপ্নে ও তন্দ্রায়, তার সারা আয়ু যায় ফুরায়ে—
ঘুম থেকে জেগে ফের ঘুম যায়, জীবনের জ্বর যায় জুড়ায়ে !

# নাগার্জ্জুন

( **George Sylvester Viereck** )

জানি, তব কক্ষে আছে দুঃখের অনল-উৎস,
শ্যামশষ্প-বলয়িত সুখ-নির্ঝরিণী,
হে পৃথিবী মানব-মোহিনী !
প্রসারিত করপুটে ধরে' আছ জীবনের বিচিত্র যৌতুক—
রূপসীর মুখ-মধু, শরতের শতদল, লেলিহান চিতার কৌতুক

আর বজ্র,—জ্বলে' উঠে আচম্বিতে অগ্নিবিম্ব যাহে,
অদৃষ্টের অন্ধকার আকাশ-কটাহে!
তবু সে সকলি ফাঁকি!—সর্ব্বজ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিধি
ঘুরিয়াছে এই মোর তৃপ্তিহীন হৃদি!
সিন্ধু-সরীসৃপসম লালায়িত বাসনার যত অনীকিনী
বাজায় মানব-চিত্তে ভেরী-তুরী, বেণু-বীণা, কনক-কিঙ্কিণী—
তারা যে গো দেখা দেয় সারি সারি, ছায়াময়ী কুহকিনী-প্রায়,
প্রিয়ার সে আঁখি-দীপে!—মুহুর্মুহু তারা মূরছায়।
আরও এক আছে নারী—বঙ্কিম গ্রীবায় তার, কটিতটে, নগ্ন বাহুমূলে,
শঙ্কিত সঙ্কেত-সম দুটি তার বুকের বর্ত্তুলে,
আঁকা আছে এ বিশ্বের যত আশা যত সে নিরাশা—
রূপে-লেখা অরূপের ভাষা!
একজন দেয় পাড়ি কত যুগ-যুগান্তের নীল পীত যবনিকা দ্রুত অপসারি'-
স্বপনের তুরঙ্গম—ভর করি' পাখায় তাহারি!
আর জনা, হেমন্তের সদ্যচ্ছিন্ন নীবার-মঞ্জরী—
তারি মত দেহ-গন্ধে শয্যাতল রাখিয়াছে ভরি'!
এর চেয়ে কিবা সুখ?—মধুর, কষায় কোন্ পান-পাত্রখানি
ধরিবে আমার ওষ্ঠে হে ধরিত্রীরাণী?—
আমি যে বেসেছি ভালো দুই জনে, সমান দোঁহারে—
বালাবধূ যশোধরা, বারাঙ্গনা বসন্তসেনারে!

তুরিতে উঠিয়া গেনু মন্ত্রবলে স্বরগের আলোক-তোরণে,
—প্রবেশিনু অকম্পিত নিঃশঙ্ক-চরণে!

অমর-মিথুন যত মূরছিল মহাভয়ে—শ্লথ হ'ল প্রিয়-আলিঙ্গন,
কহিলাম—"ওগো দেব, ওগো দেবীগণ!
আমি সিদ্ধ-নাগার্জ্জুন—জীবনের বীণাযন্ত্রে সকল মূর্চ্ছনা
হানিয়াছি, এবে তাই আসিয়াছি করিতে অর্চ্চনা
তোমাদের রতিরাগ; দাও মোরে, দাও ত্বরা করি'
কামদুঘা সুরভির দুগ্ধধারা এই মোর করপাত্র ভরি'!"
—মানবী-অধর-সীধু যে রসনা করিয়াছে পান,
অমৃত-পায়স তার মনে হ'ল ক্ষারকটু প্রলেহ-সমান!
জগৎ-ঈশ্বরে ডাকি' কহিলাম, "ওগো ভগবান!
কি করিব হেথা আমি?—তুমি থাক তোমার ভবনে,
আমি যাই; যদি কভু বসিতাম তব সিংহাসনে,
সকল ঐশ্বর্য্য মোর লীলাইয়া নিতাম খেলা'য়ে—
বাঁকায়ে বিদ্যুৎ-ধনু, নভো-নাভি পূর্ব্বমুখে হেলায় হেলা'য়ে
গড়িতাম ইচ্ছাসুখে নব নব লোক-লোকান্তর!
—তবু আমি চাহি না সে, তব রাজ্যে থাক তুমি চির-একেশ্বর।
মোর ক্ষুধা মিটিয়াছে; শশী সূর্য্য তোমার কন্দুক?
আমারও খেলনা আছে—প্রেয়সীর সুচারু চুচুক!
স্তোত্র-স্তুতি ভোগ্য তব, তবু কহ, শুধাই তোমারে—
কভু কি বেসেছ ভালো—মুদিতাক্ষী যশোধরা, মদিরাক্ষী বসন্তসেনারে?

এত বলি' নামিলাম বহু নিম্নে, অতিদূর নরক-গভীরে—
তপ্তস্রোতা বৈতরিণী-নীরে।
লাল নীল অগ্নিশিখা, প্রধূমিত বারিরাশি হয়ে গেনু পার,

উত্তরিনু বক্ষরক্ত-হিম-করা যেথা সেই মসীবর্ণ জমাট তুষার !—
বিশাল মণ্ডপে তার বার দেয় একা বসি' মার মহাবল ;
হেরিনু তাহার সেই পাদপীঠতল
স্কন্ধে তুলি' কাঁদিতেছে প্রেত সারে সারে !—
মানবের মৃত-আশা আঁকা সেথা কক্ষতলে ভস্মরেখাকারে !
শত শত রক্তরশ্মি দীপ-বর্ত্তিকায়
ক্ষরিছে শোণিতবিন্দু দীর্ঘশ্বাস-স্ফুরিত শিখায় !
ভালো যারা বাসিয়াছে, যুগে-যুগে যাপিয়াছে নিদ্রাহীন নিশা,
যারা চির-জ্বরাতুর বহিয়াছে সারা দেহে আমরণ নিদারুণ তৃষা—
তাদেরি সে প্রাণবহ্নি জ্বলিতেছে ধ্বক্ ধ্বক্ মারের লোচনে !
অগ্রসরি' কহিলাম বিনম্র বচনে,
"হে বন্ধু, নরক-নাথ ! বিধির দোসর !
তোমার ব্যথার কাঁটা বিঁধিয়াছে আমারও পঞ্জর—
শত বিষ-বৃশ্চিকের মালা
পরিয়াছি কণ্ঠে মোর, সহিয়াছি তোমা সম কোটিকল্প নরকের জ্বালা !
আমি যে বেসেছি ভালো দুইজনে, সমান দোঁহারে—
শুভ্র-যূথী যশোধরা, নিশিপদ্ম বসন্তসেনারে !"

ক্ষুদ্র দেব-দেবতায় তেয়াগিয়া এইবার মহাশূন্যে করিনু প্রয়াণ,
ভেটিলাম মহাকালে ! কহিলাম নতশিরে, বিষণ্ণ-বয়ান—
"কামের পূজারী আমি, হে মহেশ ! দেহযন্ত্রে করিয়াছি নাড়ীচক্র-ভেদ,
হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করি' শিখিয়াছি সুধাবিষ-মন্থনের মহা-আয়ুর্ব্বেদ !
ধরার দুলালী যারা, দুইরূপে দুলায়েছে হৃদয়-হিন্দোলা—

পল্লীবালা সরোজিনী, আর সেই পুষ্পসেনী সুনীল-নিচোলা !
দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে তাই হারায়েছি পথ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে—কোনখানে পূরে নাই মোর মনোরথ।
দাও বর—ডুবে যাই বিস্মৃতির অতল-পাথারে,
অথবা নূতন করি' গড়ি' দাও এই মোর পুরাতন প্রাণের আধারে—
দাও তারে হেন আবরণ,
সব হবে মনোময়—নাহি রবে স্নায়ু-শিরা-শোণিতের মর্ম্ম-শিহরণ ;
হলাহল হবে সুধা,—সত্য হবে মিথ্যারই স্বরূপ ;
আর সেই পৃথ্বী-সুতা—আঁধারের উদূখলে দলি' তার দুই-দেহ-রূপ,
সেই চূর্ণ তেজোমুষ্টি মিলাইয়া এক নারী কর গো নির্ম্মাণ—
আনন্দ-সুন্দর তনু, স্বপনের অতিথিনী, কামনার পূর্ণ প্রতিমান !
ধন্য হ'ব সেইদিন, এক-রূপে ভুঞ্জিব দোঁহারে—
কুলবধূ যশোধরা, বারবধূ বসন্তসেনারে।"

## প্রেতপুরী

( **George Sylvester Viereck** )

শুয়ে আছি তোমার সকাশে—
ক্লান্ত দেহ, নেত্রে তবু নিদ্রা নাহি আসে।
হেরিতেছি, মদ্যসম আরক্তিম তব ওষ্ঠাধরে—
পিপাসার শুষ্ক মরু'পরে,
ক্ষণে-ক্ষণে খেলিতেছে একটুকু হাস্য-মরীচিকা !

## প্রেতপুরী

যেন কত শতাব্দীর অনির্ব্বাণ শিখা
পাষাণ-প্রেয়সী-মুখে হয় নি বিলীন !
আজও ক্ষীণ রেখা তার হেরি' উদাসীন
তরুণ চারণ-কবি—বাউল প্রেমিক !
ধূলি-ঝড়ে দিগ্বিদিক্
অন্ধ যবে, পুরাতন পুরীর চত্বরে
এমনি সে হাসি যেন নিবে আসে রূপসীর অধর-পাথরে !
যেন আর মনে নাই ধরণীর কোন দুঃখ সুখ,—
গীত আর লালসার মদালসে তবু তার হেসে ওঠে মুখ !

কত দিন-রজনীর—কত বরষের—
প্রেমিকের চাটুবাণী, অন্তহীন ছলনার ফের
দিব্যজ্ঞান দানিল তোমায়—
আশা নাই, তবু তব পিপাসার অবধি কোথায় !
এমনি ভাবিতেছিনু, কহি নাই কিছু—
সহসা হেরিনু, কারা চলিয়াছে আগু আর পিছু,
—বিগত দিনের তব অগণিত হৃদয়বল্লভ,
করিবারে বাসনার বাসন্তী-উৎসব
তব দেহ-ভোগবতী তীরে !—
আমারি মতন তারা পতি ছিল অন্তরে বাহিরে ?
তারা বুঝি হেরিয়াছে অচতুরা বালিকার রতি-বিহ্বলতা,
শঙ্কাহীনা নবীনার নব-নব পাতকের কীর্ত্তিকুশলতা !

হেরি' উরসের যুগ্ম যৌবন-মঞ্জরী
যে-অনল সর্ব্ব-অঙ্গে শিরায় সঞ্চরি'
মর্ম্মগ্রন্থি মোর
দাহ করি', গড়ে পুনঃ সোহাগের স্নেহ-হেম-ডোর—
সে অনল-পরশের আশে
মোর মত দেখি তারা ঘুরে' ঘুরে' আসে তব পাশে!
বিলোল কবরী আর নীবিবন্ধ মাঝে
পেলব বঙ্কিম ঠাঁই যেথা যত রাজে—
খুঁজিয়া লয়েছে তারা সর্ব্ব-অগ্রে, ব্যগ্র জনে-জনে,
অতনুর তনু-তীর্থে, লাবণ্যের লীলা-নিকেতনে!

যত কিছু আদর-সোহাগ
শেষ করে' গেছে তারা; মোর অনুরাগ—
চুম্বন, আশ্লেষ—সে যে তাহাদেরি পুরাতন রীতি,
বহু-কৃত প্রণয়ের হীন অনুকৃতি!
—জানি, আমি জানি,
সেদিনও যে এসেছিল মোর মত প্রেম-অভিমানী—
ল'য়ে তারও চুলগুলি
এমনি করেছে খেলা চম্পক-অঙ্গুলি।
আছিল কি আছিল না সে জন সুন্দর,
সে কথার দিও না উত্তর—
বৃথা এ জিজ্ঞাসা!
এমনি ছলনা করি' কেড়েছিলে নিত্য-নব নাগরের মিথ্যা ভালোবাসা!

## প্রেত রী

আজি এ নিশায়,
মনে হয়, তারা সব রহিয়াছে ঘেরিয়া তোমায়—
তোমার প্রণয়ী, মোর সতীর্থ যে তারা!
যত কিছু পান করি রূপ-রসধারা—
তারা পান করিয়াছে আগে,
সর্ব্বশেষ ভাগে
তাদেরি প্রসাদ যেন ভুঞ্জিতেছি, হায়!
নাহি হেন ফুল-ফল কামনার কল্প-লতিকায়,
যার 'পরে পড়ে নাই আর কারো দশনের দাগ,
—আর কেহ হরে নাই যাহার পরাগ!
ওগো কাম-বধূ!
বল, বল, অনুচ্ছিষ্ট আছে আর এতটুকু মধু?
রেখেছ কি আমার লাগিয়া সযতনে
মনোমঞ্জুষায় তব পিরীতির অরূপ-রতনে?
আর কোনো অভিনব প্রেমের চাতুরী?
—মন্দ-বিষ মোহের মাধুরী?
অন্তরের অন্তঃপুরে সুনির্জ্জন পূজার আগার
আছে হেন—আর কেহ করে নাই আজও অধিকার?
কারো স্মৃতি দাঁড়াবে না দু' বাহু পসারি'—
প্রবেশিব যবে সেথা আমি পান্থ, প্রেমের পূজারী?

আমারও মিটেছে সাধ,
চিত্তে মোর নামিয়াছে বহুজন-তৃপ্তি-অবসাদ!

তাই, যবে চাই তোমাপানে—

দেখি, ওই অনাবৃত দেহের শ্মশানে

প্রতি ঠাঁই আছে কোনো কামনার সন্ত-বলিদান

—চুম্বনের চিতাভস্ম, অনঙ্গের অঙ্গার-নিশান !

যবে তোমা বাঁধিবারে যাই বাহুপাশে—

অমনি নয়নে মোর কত মৌনী ছায়ামূর্ত্তি ভাসে !

—দিকে দিকে প্রেতের প্রহরা !

ওগো নারী, অনিন্দিত কান্তি তব ! মরি মরি, রূপের পসরা

তবু মনে হয়,

ও সুন্দর স্বর্গখানি প্রেতের আলয় !

* * *

কামনা-অঙ্কুশঘাতে যেই পুনঃ হইনু বিকল,

অমনি বাহুতে কারা পরায় শিকল !

তীব্র সুখ-শিহরণে ফুকারিয়া উঠি যবে মৃদু আর্ত্তনাদে,

নীরব নিশীথে কারা হাহাস্বরে উচ্চকণ্ঠে কাঁদে !

## অন্তর-দাহ

**( Ste´phan Mallarme´ )**

আজ রাতে আসি নাই দেহ তব করিতে হরণ,

পিশাচী ! তোমার দেহে ত্রিলোকের পাপের লাঞ্ছনা !—

আজ আমি ওই তব মুক্ত-কেশ স্রস্ত করিব না

উত্তপ্ত চুম্বন-ঝড়ে ; কর আজ মোরে বিতরণ

প্রে ম হী ন

তোমার সে গাঢ় নিদ্রা, যার তলে হও বিস্মরণ
মুহূর্ত্তে মনের গ্লানি—দুষ্কৃতির সকল শোচনা !
দাও মোরে সেই ঘুম, তুমি যার করেছ সাধনা—
সে মহা-বিস্মৃতি কেহ মরণেও করে না বরণ !

আমিও তোমারি মত কাম-রণে ক্লেদাক্ত বিজয়ী—
অসহ্য তাহার জ্বালা, কাল-চক্র নহে এত ক্রূর !
তবু তুমি পাপের সে বিষ-দন্তে নাহি কর ভয়,
হৃদয় পাষাণ তব, উদাসিনী পাপীয়সী অয়ি !
আমি হেরি স্বপ্নে—মোর মরা-মুখ, ভীষণ পাণ্ডুর !
একাকী শুইতে তাই বড় ডরি, পাছে মৃত্যু হয় !

# প্রেমহীন

**( Rupert Brooke )**

বলেছিনু মিছা-কথা—"আমি তোমা বড় ভালবাসি"।
প্রবল সাগর-বন্যা বহে না যে রুদ্ধ হ্রদ-জলে !
সে দুরূহ দুঃখ সহে—দেব, কিম্বা মূঢ় মর্ত্ত্যবাসী
তোমা সম,—রুচি নাই সে নির্ম্মল মধু-হলাহলে।
প্রেমী উঠে ঊর্দ্ধ-স্বর্গে—অতি-সুখে মূর্চ্ছিত চেতনা,
প্রেমী নামে রসাতলে—উল্কাসম অগ্নিবেগবান্ !
আধ-আলো-অন্ধকার মধ্য-শূন্যে ভ্রমে কত জনা
কাঁদিয়া ছায়ার পিছে, নাহি জানে—এমনি অজ্ঞান—

ভালবাসে কিনা বাসে ; বাসে যদি, কেবা সেই প্রিয়া !—
কাব্যের মানসী-বধূ, কিম্বা কোন চিত্রিত পুত্তল,
অথবা তামসী-ভালে নিজ-মুখ হেরি' মুগ্ধ হিয়া !
বড় একা-একা থাকে, ভালবাসে ভালবাসা-ছল ;
দুঃখ নাই, সুখও নাই—দিন কাটে মৃদু নিঃশ্বসিয়া !
আমিও তাদের দলে—প্রেম নাই, শুষ্ক হৃদিতল।

## নিঠুরা-রূপসী

**( John Keats )**

( ১ )

আহা, কেন হেন ম্লান মুখ তব,
ওগো যুবা-বীর অশ্বারোহী ?
কেন একা হেথা ঘুরিয়া বেড়াও,
কেমন বেদনা বক্ষে বহি' ?

দেখ, শুকায়েছে কুমুদের দল,
পাখিদেরো গান যায় না শোনা ;
হাহা করে মাঠ—কাঠবিড়ালীও
কোটরে ভরেছে ক্ষেতের সোনা।

আহা, তুমি কেন এ-হেন সময়ে
ঘুরিয়া বেড়াও অশ্বারোহী ?

## নি ঠু রা - রূ প সী

দেহ হল' ক্ষীণ—বদন মলিন,
কোন্ সে বেদনা বক্ষে বহি' ?

কেয়াফুল জিনি' পাণ্ডু ললাট
জ্বরের শিশিরে ভিজিয়া ওঠে,
দুই গালে দেখি শুকায় গোলাপ—
রক্তের আভা নাই যে মোটে !

( ২ )

আমি দেখেছিনু প্রান্তর-পথে
সুন্দরী এক, পরীর পারা—
পিঠ-ভরা চুল, চরণ রাতুল,
উদাস আকুল অক্ষিতারা !

তখনি তাহারে তুলিয়া লইনু
এই ছুটন্ত ঘোড়ার 'পরে ;—
পাশ থেকে ঝুঁকে সমুখে হেলিয়া,
কালো কেশপাশ বাতাসে মেলিয়া,
সারা দিনমান গাহিল সে গান
কপোত-করুণ কণ্ঠ-স্বরে ;
জানি না কেমনে কেটে গেল দিন
চেয়ে তারি সেই বিম্বাধরে।

ফুল বিনাইয়া কপালে পরানু,
দু'হাতে পরানু ফুলের বালা,

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

ক্ষীণ কটিতটে নীবির বাঁধনে
দুলাইয়া দিনু ঝুমুকা-মালা ;
মৃদু মধু-সুরে গুমরি' গুমরি'
ভালবাসা-চোখে চাহিল বালা।

মাটি থেকে তুলে' কত মিঠা-মূল,
বন হতে আনি' জংলা মধু,
পায়স-পীযূষ পিয়া'ল আমারে
মোর সে মোহিনী রূপসী-বধু ;
কি এক ভাষায় কুহরিল কানে
'বড় ভালবাসি তোমারে, বঁধু' !

নিয়ে গেল শেষে গিরিগুহাতলে—
ছোট্ট সে ঘর, পরীর বাসা ;
সেথায় আমারে বাহুপাশে বাঁধি'
কাঁদিয়া জানালো কি ভালবাসা !
ঢেকে দিনু শেষে চারিটি চুমায়
তার সে চাহনি সর্ব্বনাশা।

গান গেয়ে গেয়ে পাড়াইল ঘুম,
দেখিনু স্বপন ঘুমের ঘোরে—
হায় বিধি, হায় !—সেই হ'তে আর
দেখি নি স্বপন শীতের ভোরে !

দেখিনু স্বপন, যেন কত রাজা
কত রাজ-রথী, পুরুষ-বীর—

## নি ঠু রা - রূ প সী

সবে শব-সম পাংশু-বদন,
চাহিয়া রয়েছে—পলক স্থির !

সহসা সকলে একসাথে যেন
কাতরে ডাকিয়া কহিল মোরে—
"নিঠুরা-রূপসী নারী কুহকিনী
বাঁধিয়াছে তোরে কুহক-ডোরে !"

সেই আবছায়া-আঁধারে তাদের
পিপাসা-অধীর ওষ্ঠাধরে,
ব্যাদান-বদনে, সে কি বিভীষিকা !—
চমকি' জাগিনু তাহার পরে।
সেই হ'তে দেখি, ঘুরিতেছি—হেথা
এই পথহীন তেপান্তরে।

তাই একা-একা ঘুরিয়া বেড়াই
ম্লান ছায়াসম, শূন্যমনা—
যদিও শালুক শুকায়েছে কবে,
পাখিদেরো গান যায় না শোনা।

# শ্যালট-বাসিনী

## ( Alfred Lord Tennyson )

### প্রথম পর্ব্ব

নদীতীরে ক্ষেতগুলি যব সরিষার
ঢেকে আছে সারা ভুঁই এপার-ওপার—
যেন ছুঁয়ে আছে দূর আকাশ-কিনার,
একটি সে পথ গেছে মাঠের মাঝার
ক্যামলেট-শহরের পানে ;
প্রবাসী পথিক কত যায় আর আসে,
চেয়ে চেয়ে দেখে যেথা 'লিলি'গুলি হাসে-
শ্যালট নামে সে দ্বীপ—তারি চারিপাশে,
—দ্বীপটি নদীর মাঝখানে।

'আস্‌পেন্' শিহরায়, 'উইলো' খনে-খনে
শাদা হয়ে যায় মৃদু বায়ুর বীজনে,
জলতলে কাঁটা দেয় কালো ঢেউ সনে,
বহে নদী নিরবধি আপনার মনে—
রাজপুরী ক্যামেলট-মুখে।
চারিটি দেউড়ি আর চারিটি প্রাচীর,
সমুখে একটু জমি, ফুলেদের ভিড়—
শ্যালট-সুন্দরী থাকে শান্তি-সুনিবিড়
সে নিকুঞ্জে, দ্বীপটির বুকে।

## শ্যা ল ট - বা সি নী

'উইলো'-বনে-ঢাকা তীর—কিনারাটি দিয়ে
বড় বড় ভারি ভরা যায় বেয়ে নিয়ে
গুণ-টানা ঘোড়া ; কভু পান্‌সীর নেয়ে
ফুলায়ে চিকণ পাল, দ্রুত তরী বেয়ে
চলে' যায় ক্যামেলট পানে।
কেহ কি দেখেছে কভু হাতখানি তাঁর—
বাতায়নে দাঁড়াইতে শুধু একবার ?
শ্যালট-বাসিনী যিনি—সারা দেশটার
কেউ তাঁর পরিচয় জানে ?

শুধু যবে কৃষাণেরা বিহান-বেলায়
শীষে-ভরা যবগুলি কেটে থাক্ ছায়,
শোনে গান—জলে তার মাধুরী লুটায়,
নিরমল স্রোতখানি যবে বয়ে যায়
ঘুরে ঘুরে ক্যামলেট পানে।
দিনশেষে উঁচু মাঠে সাঁজের হাওয়ায়
আঁটিগুলি সাজাইতে চাঁদিনী-বেলায়,
'শ্যালটের পরী বুঝি ওই গান গায়'—
শুনে' তারা কয় কানে-কানে।

## দ্বিতীয় পর্ব্ব

সেইখানে বসে' সারা দিবস-রজনী
রঙীন সুতায় বোনে মায়ার বুননি ;

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

শুনেছে কি শাপ আছে—কিসের অশনি
পড়িবে তাহার শিরে, চাহিবে যেমনি
ক্যামেলট-পুরী যেই দিকে।
কি যে সেই অভিশাপ—গেছে সে পাসরি',
তাই শুধু বুনে' যায়—রঙের লহরী!
বড় একা থাকে সেথা শ্যালট-সুন্দরী
আলো করি' সেই ঘরটিকে।

বারোমাস টাঙানো সে দেয়ালের গায়
মুখোমুখি একখানি বড় আয়নায়
বাহিরের যত ছবি চমকিয়া যায়!
তারি মাঝে পথখানি দেখিবারে পায়—
ক্যামেলট পানে গেছে মাঠ ঘাট বেয়ে;
তারি মাঝে পাক খায় ঘূর্ণী নদীর,
তারি মাঝে চোখে পড়ে চাষাদের ভিড়,
তারি মাঝে রাঙা-বাস গ্রামবাসিনীর
ফুটে ওঠে—হাটে যায় পসারিনী মেয়ে।

যুবতীরা চলে' যায়—প্রাণে কত সুখ,
মোহান্তর ঘোড়া ওই হাঁটে টুগবুগ্;
কভু বা কোঁক্ড়া-চুল রাখালের মুখ,
মাথায় বাব্‌রি, গায়ে লাল টুক্‌টুক্
জামা কভু—চাকরেরা ক্যামলেটে ধায়।

## শ্যা ল ট - বা সি নী

কখনো সে আয়নার নীলাকাশ-তলে
ঘোড়া চড়ি' যায় বীর যুগলে যুগলে—
আহা, কোনো বীর কভু নারীপূজা-ছলে
রাখিবে না মনখানি তার ছুটি পায় !

তবু সে বুনিতে সদা সাধ হয় বটে
আয়নার ছায়া-ছবি, যবে নদীতটে
শব লয়ে যায় রাতে দূর ক্যামেলটে—
সাথে কত রোশ্‌নাই, আকাশের পটে
মুকুটের চূড়া সারি-সারি ;
কিম্বা, যবে চাঁদ ওঠে মাথার উপর,
বিজনে বেড়াতে আসে নব বধূ-বর—
"ছায়া আর ছায়া দেখে প্রাণ জরজর !"
—কেঁদে কয় শ্যালট-কুমারী।

## তৃতীয় পর্ব্ব

ঘর হ'তে এক রশি—যেথা নদীপারে
পড়ে' আছে যবগুলি কাটা ভারে ভারে,
ঘোড়া চড়ি' ল্যান্সেলট তাহারি মাঝারে
চলেছেন, দু'পায়ের কবচে দু'ধারে
ঝলসিছে খর-রবিকর।

## হেমন্ত-গোধূলি

হলুদ মাঠের বুকে ঢালখানি জ্বলে—
নারী এক আঁকা তায়, তারি পদতলে
যুবক সন্ন্যাসী-বীর শুধু পূজাছলে
জানু পাতি' আছে নিরন্তর।

ঘোড়ার লাগামখানি মণি-মুকুতায়
ঝলকিছে—ছায়াপথে আকাশের গায়
যেমন তারার মালা চিকি-মিকি চায়,
সোনার ঘুঙুরগুলি বাজিতেছে তায়—
চলে বীর দূর ক্যামেলটে।
কাঁধ হ'তে ঝুলে আছে কোমরে তাঁহার
ভারি এক রণভেরী—সবটা রূপার ;
সাঁজোয়ার সাজগুলি বাজে বারবার,
—শোনা যায় সুদূর শ্যালটে।

মেঘহারা নিরমল নীল নভ-তলে
জড়োয়া-জিনের 'পরে আলোক উছলে ;
মুকুট, মুকুট-চূড়া একসাথে জ্বলে,
একখানি শিখা যেন দিনের অনলে !—
ধায় বীর দূর ক্যামেলট ;
উড়ায়ে আলোক-শিখা উল্কা যেন ধায়,
তারাময় নীল-নিশা লাল হয়ে যায় !
টেনে চলে একখানি আগুন-রেখায়,
—নদীবুকে ঘুমায় শ্যালট।

উদার ললাটে এসে পড়ে রবিকর,
ঝক্‌ঝকে খুর ঘোড়া চাপে ভূমি'পর ;
মুকুটের তলে যেন মসীর নির্ঝর—
ঢেউ-তোলা চুলগুলি পড়ে থরে-থর,
—বীরবর ধায় ক্যামেলটে।
সহসা ঝলসি' ওঠে মুকুর-তিমিরে
সেই ছবি দুই হ'য়ে, তীরে আর নীরে—
'তা-রা লা-রা'—ল্যান্সেলট গায় নদীতীরে,
শ্যালটের বড় সে নিকটে।

বুনানি ফেলিয়া বালা তাঁত ছেড়ে উঠে
তিন পা বাড়ায়ে এল বাতায়নে ছুটে,
দেখিল সে জলতলে 'লিলি' আছে ফুটে,
দেখিল মুকুট, আর পালক মুকুটে—
আঁখি-পাখি ক্যামেলটে ধায়।
অমনি বুনানি ছিঁড়ে' উড়িল বাতাসে,
আয়না দুখান হয়ে ফাটিল দু'পাশে,
'এতদিনে'—কহে বালা প্রাণের হুতাশে,
'সেই বাজ পড়িল মাথায় !'

## চতুর্থ পর্ব্ব

অতি বেগে পূবে-হাওয়া স্বনিছে শ্বসিছে,
পীত-পাণ্ডু পাতাগুলি কাননে খসিছে,

## হেঁমন্ত-গোধূলি

কূলে কূলে কালো নদী কেঁদে উছসিছে,
নত-মেঘ ক্যামেলটে ঘন বরষিছে,
রাজপুরী যেন উদাসিনী !
একখানি তরী বাঁধা 'উইলো'-তরুতলে,
ধীরে ধীরে নেমে বালা তারি পানে চলে ;
লিখিল আপন হাতে তরণীর গলে—
'শ্যালট-বাসিনী' ।

যোগাবেশে যোগী যথা নেহারে আপন
নিদারুণ নিয়তির লীলা-সমাপন,
সেই মত—আভাহীন উদাস আনন—
দূর নদী-সীমা'পরে তুলিয়া নয়ন
চাহিল বারেক বালা ক্যামেলট পানে।
দিন-শেষে এল যবে বিদায়-গোধূলি,
শুইয়া তরণী 'পরে রশি দিল খুলি'—
বিশাল নদীর বুকে তরী দুলি' দুলি'
ভেসে গেল স্রোত-মুখে বাতাসের টানে

তুষারের মত শাদা বসন তাহার
এদিক ওদিক উড়ে' পড়ে বারবার ;
টুপ্‌টাপ্ ফেলে পাতা তরু সারে-সার,
রিনি-রিনি করে রাত্তি, স্তব্ধ চারিধার—
ক্যামেলট পানে,হের,ভেসে যায় তরী।

## শ্যা ল ট - বা সি নী

'উইলো'-ঘেরা উঁচু পাড়, ক্ষেত-খোলা দিয়ে,
তরী চলে এঁকে-বেঁকে ঘুরে-ঘুরে গিয়ে ;
দুই তীরে যত লোক শোনে চমকিয়ে—
শেষ গান গায় আজ শ্যালট-সুন্দরী !

কে যেন গভীর সুরে করে স্তবগান—
কভু উচ্চ কণ্ঠ তার, কভু মৃদু তান !
ক্রমে রক্ত হিম হ'ল, দেহটি অসান,
আঁধার আঁধার হ'য়ে এল দু'নয়ান,
—তখনো তাকায়ে আছে ক্যামেলট পানে।
এখনো তরীটি তার পড়েনি সাগরে ;
প্রথম যে বাড়িখানি জলের উপরে,
সেইখানে পহুঁছিয়া—সে নহে শহরে—
প্রাণটুকু শেষ হ'ল গানে।

দালান খিলান ছাদ গম্বুজ প্রাকার
সারি সারি বেড়িয়াছে নদীর কিনার ;
তারি তলে মৃত্যু-পাণ্ডু তনুখানি তার
ক্যামেলট পানে ভেসে চলে অনিবার—
কালো জলে শ্বেত-সরোজিনী !
ছুটে আসে নর-নারী নদীর সোপানে,
আসে ধনী, আসে মানী—চাহে তরীপানে,
গায়ে তার লেখা কি যে পড়ে সাবধানে—
'শ্যালট-বাসিনী'।

একি হেরি ! কেবা এই ! আসিল কেমনে ?—
শতদীপ-আলোকিত রাজার ভবনে
থেমে গেল হাসি-গান, সভাসদ্‌গণে
সভয়ে দেবতা-নাম স্মরে মনে মনে,
—যত বীর রাজ-অনুচর।
বীরবর ল্যান্সেলট কি ভেবে না জানি,
কহিলেন অবশেষে—"বেশ মুখখানি !
বিভুর কৃপায় যেন শ্যালটের রাণী
শান্তি পায় মরণের পর।"

## ভাগবত-পাঠ

( জার্ম্মান কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে )

শোন্ দেখি বাছা, দরজায় যেন কিসের শব্দ হয়—
এত রাত্তিরে কেন বা এমন নড়ে !
না গো, মা-জননী ! শব্দ ও কিছু নয়—
বাতাসের ডাক, দুয়ার কাঁপিছে ঝড়ে।
শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার !
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি, শোন আরবার।—

"জেরুজালেমের যতেক যুবতী আজ রাতে ঘুমায়ো না,
বন-পথ বাহি' আসিছে বঁধুয়া—ওই যে যেতেছে শোনা !

পথের পাথরে—শুনি আমি,—তার চরণের ধ্বনি বাজে,
নিশার শিশির জমিয়াছে তার সুরভি-কেশের মাঝে।"

ওই শোন্ বাছা, বাড়ির ভিতরে মানুষের সাড়া পাই—
গুটি গুটি যেন সিঁড়ি বেয়ে কেউ আসে!
না গো, মা-জননী! কেহই কোথাও নাই,
ইঁদুর ছুটিছে, ঝিঁঝিরা ডাকিছে ঘাসে।
শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার!
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি, শোন আরবার।—

"জেরুজালেমের যুবতীরা শোন,—আছে মোর বঁধুয়ার
নীল আঙুরের কুঞ্জ-বিতান, মধুর রসের সার!
পাণ্ডুবরণ আনার সেথায় ক্রমে হয় সিন্দূর,—
এ সব ছাড়িয়া পরাণ-বঁধুয়া আসিয়াছে এতদূর!"

ওরে বাছা, তোরে ভূত কি পিশাচে পাইয়াছে নিশ্চয়—
পায়ের শব্দ শুনি যে মেঝের 'পরে!
না গো, মা-জননী! ভূতের সাধ্য নয়—
হয় তো সে কোন্ দেবতা এসেছে ঘরে!
শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার!
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,

মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি, শোন আরবার।—

"মম বল্লভ, হে বর-নাগর, চির-সুন্দর চোর!
আজি এ নিশীথে নিবারিতে নারি হিয়ার কাঁপনি মোর!
নিবিয়াছে দীপ, নিদ্রিত পুরী নিবিড় অন্ধকারে—
এ হেন সময়ে, রাজার প্রহরী! ছাড়িয়া দিয়ো গো তারে!"

## গান

( **Christina Rossetti** )

আমি মরে' গেলে, ওগো প্রিয়তম,
গেয়ো না কাতরে করুণ গান,
কবরে আমার দিয়ো না গোলাপ,
অথবা ঝাউয়ের ছায়া সে ম্লান!
নবীন দূর্ব্বা আপনি তুলিবে
হিমকণা আর বৃষ্টিধারে—
মন চায়, রেখো অভাগীরে মনে,
মন নাহি চায়, ভুলিয়ো তারে!

এই আলো-ছায়া পড়িবে না চোখে,
গায়ে লাগিবে না বৃষ্টি-শীত,
রাতের পাখিটি গাবে সারারাত—
শুনিব না তার ব্যথার গীত;

নাই কভু যার অস্ত-উদয়—
সেই গোধূলির স্বপন-বনে
হয়তো তোমারে ভুলে যাব, সখা,
হয়তো তোমারে পড়িবে মনে !

## মনে রেখো

( ঐ )

আমারে রাখিও মনে, চ'লে যবে যাব সেই দেশে—
যেথায় সকলি স্তব্ধ, নাহি কথা, নাহি গীত-গান ;
তখন ও হাতখানি এ হাতের পাবে না সন্ধান,
আমিও চলিতে গিয়ে থমকিয়া থামিব না হেসে।
এত যে মিলন-স্বপ্ন, সুখ-সাধ, সব যাবে ভেসে,
দিনে-দিনে গড়ে'-তোলা বাসনার হবে অবসান !
যখন সকল ভয়-ভাবনার ঘুচিবে নিদান,
তখন আমারে শুধু মনে রেখো—কঠিন নহে সে।

তবু যদি ভুলে গিয়ে, কিছুকাল পরে পুনরায়
সহসা স্মরণ কর—চিত্তে যেন নাহি হয় ক্লেশ ;
আমার এ দেহ যদি ততদিনে মাটি হয়ে যায়,
জেগে থাকে তবু তাহে এতটুকু চেতনার লেশ—
জেনো তবে—ব্যথা যদি পাও, সখা, স্মরিয়া আমায়,
ভুলিয়াই ভালো থেকো—সেই মোর সুখ যে অশেষ !

# যদি

( ঐ )

আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
পদ্মের বীজ জলতলে ফেলি' রব না বসি' ;
রোপণ করিব সেই ফুল শুধু আঙন-কোণে,
সদা যা ফুটে' পড়িবে খসি'।

আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
শুনিব না আমি যেই গান গায় রাতের পাখি ;
দিনের আলোয় গান গায় যারা ঝটিকা-সনে,
তাহাদেরি সাথে উঠিব ডাকি'।

আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
যদি আসে !—হায়,জীবনে এখন সকলি 'যদি'!–
ভাবিব না আর দূরের ভাবনা অন্যমনে,
বাঁধিতে চাব না স্রোতের নদী।

দিন যায়, সে যে চলেই যায়,
হেসে খেলে তারে দিব বিদায়,—
আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
জাগিয়া রহিব প্রথমাবধি।

# জন্মদিন

( ঐ )

আজি এ হৃদয় পাখিটির মত
গান গেয়ে কচি শাখায় দোলে,
আপেল-তরুর মতন আজি সে
ফলে-ফলে ডাল ভরিয়া তোলে !
যেন সে রঙীন ঝিনুক-তরীটি
বাহিছে নিথর নীল সাগর,
আজ মোর প্রাণে সুখ ধরে না যে—
এসেছেন প্রাণে প্রাণেশ্বর !

শয়নের বেদী উঁচু করে' বাঁধি'
ফুলমালা তায় দুলায়ে দে,
সোনার সুতায় বোনা সে চাদরে
মুকুতা-ঝালর ঝুলায়ে দে !
আঁকি' তোল্ তায় পাখি-ফুল-ফল —
লতায় পাতায় সুমনোহর,
আজি এ প্রাণের জন্মতিথি যে—
এসেছেন প্রাণে প্রাণেশ্বর !

# দুর্গম

( ঐ )

'সারা পথ কিগো এমনি উচল—উঠেছে পাহাড় বেয়ে ?'

—তাহাতে যে ভুল নাই !

'দীর্ঘ দিনেও ফুরাবে না পথ, চলিতে হবে কি ধেয়ে ?'

—সকাল হইতে সন্ধ্যা-নাগাদ, ভাই !

'পথের অন্তে রাত্রিবাসের আছে কি পান্থশালা ?'

—আছে, আছে, যবে সন্ধ্যা নামিবে ধীরে।

'আঁধারে অন্ধ—খুঁজিয়া না পাই যদি সেই একচালা ?'

—হ'তেই পারে না, পাবে সে আবাসটিরে।

'আরো সে অনেক পান্থজনের পাব কি সে রাতে দেখা ?'

—আগে যারা গেছে তারাই সেথায় র'বে।

'ডাকিতে হবে, না—ঘা দিব দুয়ারে, বাহিরে দাঁড়ায়ে একা ?'

—দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকিতে কভু না হবে।

'দীর্ঘপথের ক্লান্ত পথিক—লভিব শান্তি-সুখ ?'

—সব দুঃখের অবসান সেই ঘরে।

'শয্যা সেথায় আছে কি বিছানো ঘুমাইতে একটুক্ ?'

—যে আসে তাহারি তরে।

## প্রেমের পাঠ

**( Clemant Marot )**

মনে বড় খুসী, মুখে বলে, না, না,—
ভঙ্গি সে সুমধুর
সরলা বালারে বড় যে মানায়,
তুমিও শেখ না তাই !
এমন সহজে রাজি হ'য়ে যাওয়া—
নয় সে যে ততদূর—
অর্থাৎ কিনা—একটু সে ইয়ে—
তুমিই বোঝ না, ভাই !

তা' বলে' ভেবো না, আমার পাওনা
ছেড়ে দেব একটুক্—
চুমো খেতে গিয়ে থেমে যাব শেষে
আমিও অর্দ্ধপথে !
আমি শুধু চাই, তেমন সময়ে
ফেরাবে না বটে মুখ,
বলিবে তবুও—'আহা ও কি কর ?
হবে না সে কোনমতে !'

## আমার প্রিয়তমা

( **Heinrich Heine** )

আমার প্রিয়তমার দুটি উজল আঁখিতারা
বাখানি তা'য় কবিতা লিখি কত !
আমার প্রিয়তমার দুটি অধর 'চেরী'-পারা—
উপমা তারি রচিনু মনোমত।

আমার প্রিয়তমার দুটি কপোল কমনীয়,
গেঁথেছি তারো শোভার সুধা-গীতি ;
হৃদয়, আহা, হইত যদি তেমনি রমণীয়—
দিতাম রচি' সনেট নিতি নিতি !

## এমন রবে না

( ঐ )

এখন তোমার গাল দু'খানিতে
গোলাপের নব ফাগুন-রাগ,
বুকের মাঝারে সুকঠিন শীত,
সেথা বাস করে দারুণ মাঘ !
এর পর, সখি, এমন রবে না—
কালের কঠিন নিঠুর দাপে
গাল দুটি হবে শীত-জর্জ্জর,
হৃদয় গলিবে সূর্য্যতাপে।

## দ্বিতীয় বার

( ঐ )

প্রথম প্রেমে যে পরাজয়ও ভাল !
—সে দুর্ভাগারে প্রণাম করি
যদি সেই জন ফের প্রেম করে,
পায় না সেবারও—গলায় দড়ি !

আমি যে তেমনই মহান মূর্খ—
নিষ্ফল হ'নু দ্বিতীয় বার ;
রবি, শশী, তারা হেসে হ'ল সারা,
হাসে সে-ও—টুটে পরাণ যার !

## চরম দুঃখ

( ঐ )

চিরদিন সবে জ্বালালো আমারে,
সহিনু কত না অত্যাচার—
কেহ জ্বালায়েছে ভালবাসা দিয়ে,
কেহ শত্রুতা করেছে সার।

জীবনের সুখ-শান্তির মাঝে
কেহ ঢালিয়াছে প্রেমের বিষ,
কেহ বা তাহারে করিয়াছে কটু
ঢালি' বিদ্বেষ অহর্নিশ।

তবুও যে জন সবচেয়ে দুখ
দিয়াছে আমার এই প্রাণে—
ভালও বাসে নি, ঘৃণাও করে নি,
ফিরেও চাহে নি মুখপানে!

## জীবন-মরণ

(ঐ)

এক্ষুনি ভাই জিন কসে' তুমি ঘোড়াটার পিঠে ওঠো,
মাঠ বাট বন পার হয়ে সেই রাজার পুরীতে ছোটো।
সবচেয়ে জোরে ছুটিতে যে পারে, সেই ঘোড়া বেছে নাও—
এই রাতে আজ এক্ষুনি সেই দূর পথে পাড়ি দাও!

সেথা পৌঁছিয়া অশ্বশালায় চলে যেয়ো চুপিসারে,
কিছুখন পরে কেহ বা তোমায় দেখিয়া ফেলিতে পারে;
তখন তাহারে এই কথা শুধু কোরো ভাই জিজ্ঞাসা—
রাজকন্যার কোন্‌টির বিয়ে?—ওইটুকু মোর আশা!

কালো চুল যার, সেইটির বিয়ে—এই কথা যদি বলে,
তা' হ'লে তখনি ছুটে চলে' এস, যত জোরে ঘোড়া চলে!
আর যদি বলে, সেই কন্যার—সোনা হেন যার চুল,
ফিরে এস আর নাই এস—তুই-ই মোর কাছে সমতুল!

তাই যদি হয়, আসিবার কালে কিনে এনো মোর তরে
একগাছি দড়ি, যে দড়ি মানুষে গলায় বাঁধিয়া মরে।
করিও না ত্বরা, ফিরে এসো তুমি অতি ধীরে পথ চলি,'
হাতে দিও শুধু সেই দড়িগাছি একটি কথা না বলি'।

## ঘোষণা

(ঐ)

সন্ধ্যার ঘোর ঘনায় অন্ধকারে,
সাগরে বাড়িছে জোয়ারের কলরব ;
সৈকত-ভূমে ব'সে আছি এক ধারে,
হেরিতেছি সাদা ঢেউয়েদের উৎসব।
ক্রমে সে আমারো বক্ষ ফুলিয়া ওঠে
সিন্ধুর মত,—জাগে কোন্ ব্যাকুলতা ?
মন কার পানে অধীর হইয়া ছোটে,
বাড়িয়া উঠিল দারুণ বিরহ-ব্যথা !
সে যে তোমা লাগি', ওগো হৃদয়েশ্বরী !
তোমারি মূরতি হেরি যে আঁখির আগে ;
ওগো মায়াময়ী মর্ত্ত্যের অপ্সরী !
ডাকিতেছ যেন আমারেই অনুরাগে !
বহে সব ঠাঁই সেই কণ্ঠের সঙ্গীত-সুরধুনী-
বায়ুর বাঁশীতে, জলের কলোচ্ছ্বাসে,

কান পাতি' সেই কণ্ঠের ধ্বনি শুনি
আমার বুকের মৃদুতর নিশ্বাসে !

নল-খাগ্ড়ার শীর্ণ কলমে লিখিনু বালুর তটে—
'আগ্নেস, আমি তোমারেই ভালবাসি,'
সাগরের ঢেউ এমনি নিঠুর বটে—
মুছিয়া দিল তা' তখনি ছুটিয়া আসি' !
ওগো দুর্ব্বল তৃণের লেখনী, বেলাভূমি বালুময়,
ওগো দয়াহীন ঊর্ম্মির দল !—তোমাদেরে আর নয় !
আকাশের পট কালো হয়ে ওঠে যত,
হৃদয়ে আমার বাসনার বেগ তত।
মনে হয়, ভাঙি' মহা-অরণ্য হ'তে
বনস্পতির শাখাটি দীর্ঘতম,—
ডুবাইয়া মুখ গিরির অনল-স্রোতে
করি' লই তারে অগ্নি-লেখনী মম !
লিখি তাই দিয়ে আকাশ-ললাটে, ভেদিয়া আঁধাররাশি-
'আগুনেস, আমি তোমারেই ভালবাসি'।
যুগযুগান্ত নিশার আকাশে জ্বলিবে সে লেখা মোর,
আগুনের লেখা আঁধারে অনির্ব্বাণ !
কোটি নরনারী পড়িবে হরষে ভোর—
স্বর্গ-তোরণে বাণী সে দীপ্যমান ;
তারাও পড়িবে, আজো যারা নয় ধরণীর অধিবাসী—
'আগ্নেস, আমি তোমারেই ভালবাসি'।

## প্রেমের স্বরূপ

( ঐ )

চায়ের টেবিলে ব'সি কয়জনে
প্রেমের বিষয়ে কহিছে কথা ;
পুরুষেরা বাকি বসি' চুপচাপ,
মেয়েরা সকলে হাস্যরতা।

কহিলা জনেক জন-হিতৈষী—
'সেই প্রেম—যাহা দহে না দেহ' !
পত্নী তাঁহার হাসি চাপিলেন,
তাঁর চেয়ে বেশি জানে কি কেহ ?

'ঘর-করণার সামিল না হ'লে
প্রেম লঘুপাক কখনো নয়'—
অধ্যাপকের এ কথা শুনিয়া
'বুঝায়ে বলুন'—ছাত্রী কয়।

হেনকালে কহে জমিদার-জায়া,
'প্রেম অসি-সম করাল ক্রূর' !—
স্বামীরে পেয়ালা আগাইয়া দিতে
গাল লাল হ'ল সেই বধূর।

তুমি যে সেদিন ছিলে না সেথায়
চেয়ে' মোর পানে ভাবের ভরে,-
দু'জনে নীরবে দিতাম বুঝায়ে
এত বকাবকি যাহার তরে !

## গুপ্তকথা

( ঐ )

নয়নে অশ্রু, দীর্ঘনিশাস দেখিতে পাবে না আর,
মুখে হাসি নাই—সে শুধু হাসির রব ;
আমার প্রেমের গোপন-তত্ত্ব কে করে আবিষ্কার ?
কথায় ধরিয়া ফেলিবে—অসম্ভব !

দোল্‌নার ওই শিশুটি, অথবা যে জন কবরে আছে—
তারাও যদি বা দিতে পারে সংবাদ,
আরো যে গোপন, আরো অকথন সে কথা আমার কাছে,
—জীবনের সেই সুমহান অপরাধ !

## কৈফিয়ৎ

( ঐ )

কেন যে গড়িনু এ-হেন বিশ্ব,
এমন জগৎ জ্যোতির্ম্ময়—
শুনিবে কারণ ?—প্রাণে জ্বলেছিল
কামনা-বহ্নি সুদুর্জ্জয়।

সেই সে ব্যাধির বিষম তাড়না
শেষে ঘটাইল এই ব্যাপার !
যেই সারা হ'ল—জ্বালা জুড়াইল,
হইনু নীরোগ নির্ব্বিকার।

## পত্নীহারা

( William Barnes )

দেখতে যখন পাবই না আর
মুখখানি তোর, ঘর্‌কে গেলে
বসব এখন বিজন-মাঠে
অশথ-তলায় তুই পা' মেলে।
অশথ-তলায় কখ্‌খনো তুই
বসিস্ নি ত', সোনামণি !—
সেথায় ত' নেই দেখার আশা,
ঘর্‌কে গেলেই বোকা বনি !

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

পোষের শীতে উঠানটিতে
রোদ পোয়াতিস্ আমার পাশে-
এবার থেকে ভোরের বেলায়
বস্‌ব গিয়ে ঠাণ্ডা ঘাসে।
নিওর-ঝরা গাছের তলায়
আস্‌বি নে ত', সোনামণি !—
সেথায় ত' নেই দেখার আশা,
ঘর্‌কে গেলেই বোকা বনি !

খাবার বেলায় ঘরের দাওয়ায়
বাজ্‌বে না আর পৈঁছে কাঁকন,
ভাত ক'টি তাই গামছা পেতে
মাঠের ধারেই খাব এখন ;
মাঠের ধারে ভাত বেড়ে তুই
দিতিস্ নে ত', সোনামণি !—
সেথায় ত' নেই দেখার আশা,
ঘর্‌কে গেলেই বোকা বনি !

সাঁজের বেলায় আর কে শোনায়
ঠাকুরদের সে নামের পালা ?
এখন আমি একাই ডাকি—
হয় না সে ডাক পরাণ-ঢালা।

বলি, ঠাকুর! আর কতদিন?
—পাঠাও মোরে ঐ আকাশে,
হোথায় আছে সোনামণি—
আর কতদিন রয় একা সে!

## মরা-মা

( **Robert Buchanon** )

ঘুমিয়েছিলাম বড় গভীর ঘুমের ঘোরে,
শ্মশান-ঘাটে, নদীর দিকে শিয়র করে'।
ঘুমিয়েছিলাম মিশিয়ে গিয়ে মাটির সনে,
জলের ছলচ্ছলধ্বনির কলস্বনে।
দুপুর রাতে সেই শাড়ী আর সেই সিঁদূরে,
জেগে উঠে হঠাৎ শুনি কান্না দূরে!
মেয়ে কাঁদে!—আমার নন্দরাণীর গলা!—
কি যে করুণ কাতর স্বরে—যায় না বলা।
'মাগো আমার! আজকে রাতে আয় না মা গো!
একলা আছি, কেউ কাছে নেই—দেখে যা গো!
কেউ করে না—একটু এসে আদর কর,
আর-একটা যে মা এয়েছে নতুনতর!
অন্ধকারে একলা শুয়ে ভয় যে করে,
নেই বিছানা, হয় না যে ঘুম অন্ধকারে!

## হেমন্ত-গোধূলি

পেট জ্বলে মা, দিনে-রাতে ক্ষুধায় মরি—
কেমন করে' বল্ না, মাগো, ঘুমিয়ে পড়ি!
অসাড় অঘোর ঘুমিয়েছিলাম মরণ-ঘুমে,
কান্না শুনে সে-ঘুম ভাঙে শ্মশান-ভূমে!

নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কূলে,
ঘুমিয়েছিলাম—আবার দেখি নয়ন খুলে'—
আঁধার ধরা, চাঁদের মুখে রক্ত কেন?
তারার চোখে জলের ফোঁটা—কাঁদছে যেন!
গেলাম হেঁটে, শীর্ণমুখে ঘোম্‌টা তুলে'
বাড়ীর ভিতর এলাম শেষে খিড়কি খুলে'।
ঘরখানাতে ঘুট্‌ঘুটে কি অন্ধকার!—
তাইতে তবু শাদা দেখায় মুখ আমার!
'ওমা মাগো!—এই যে তোমার পেইছি দেখা!-
ভয় করে যে মুখের পানে চাইতে একা!
মুখে তোমার রক্ত যে নেই, চোখ যে ঘুমায়!'—
ভয় গেল তার—একটু হাসি, একটি চুমায়।
মাথায় দিলাম হাত বুলিয়ে—গান শুনিয়ে
ছড়ার সুরে, দিলাম দোলা বক্ষে নিয়ে।
'এম্‌নি করে' গুন্‌গুনিয়ে গাও না মাগো!
ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখছি না গো!
চুমু খেলাম—কান্না তখন চাপতে হ'ল,
বাছা আমার ঘুমিয়ে প'ল, ঘুমিয়ে প'ল!

## ম রা - মা

সেই শ্মশানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে,
নন্দা আছে বুকের উপর মুখটি থুয়ে।
মুখখানিতে রক্ত যে নেই একটুখানি—
তবু কেমন ঘুমিয়ে হাসে নন্দরাণী!
এমন সময় শিশুর করুণ কাতর স্বরে
ঘুম ভেঙে যায়, প্রাণের ভিতর কেমন করে!
সে যে আমার ছেলের গলা—আমায় ডাকে!—
ন্যাওটো ছেলে পঞ্চু যে তার ডাক্‌ছে মাকে!
'ওরা মারে, গায়ে আমার বড্ড ব্যথা!
দুষ্টু বলে' গাল দি' ওদের—সত্যি কথা!
দেয় না খেতে, ক্ষুধায় জ্বলি দিবস রাতি,
ইচ্ছে করে পালাই কোথায়—নেই যে সাথী!'
ঘুমিয়ে ছিলাম স্বপনবিহীন মরণ-ঘুমে,
ভাঙ্‌ল তবু সে ঘুম আমার, শ্মশান-ভূমে

নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কূলে,
ঘুমিয়েছিলাম, আবার দেখি নয়ন খুলে'—
আঁধার ধরা, চাঁদের মুখে রক্ত কেন?
তারার চোখে জলের ফোঁটা—কাঁদছে যেন!
গেলাম হেঁটে, শীর্ণমুখে ঘোমটা তুলে,
বাড়ীর ভিতর এলাম শেষে খিল্‌টি খুলে'।
'ওমা মাগো! এই যে তোমার পেইছি দেখা!
ভয় করে না তোমার পানে চাইতে একা।

নাও কোলে নাও, খাও না চুমু গালের 'পরে—
বড় কাহিল, অবশ দেহ ব্যথার ভরে !'
শক্ত ছেলে, ভয় পেলে না—উঠ্‌ল হেসে,
আহ্লাদে হাত বুলিয়ে দিলাম রুক্ষ কেশে।
বুকে তুলে দুই গালে তার দিলাম চুমো,
গানের সুরে কইনু তারে, এবার ঘুমো।
"অম্‌নি করে' গুন্‌গুনিয়ে গাও না মাগো !
ঘুম এসেছে—চক্ষে যে আর দেখ্‌ছি না গো !'
চুমু খেলাম—কান্না তখন চাপতে হ'ল,
বাছা আমার ঘুমিয়ে প'ল, ঘুমিয়ে প'ল !

সেই শ্মশানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে,
ছেলে, মেয়ে—এক বুকেতে ঘুমায় দু'য়ে।
ঘুমিয়েছিলাম—হঠাৎ জেগে ভয় যেন পাই !
আর দুটিরে ঘুম থেকে আর জাগাই নি তাই।
কচি ছেলের কান্না শুনি অন্ধকারে—
বড় করুণ কাতর স্বরে ডাকছে কারে ?
ও যে আমার কোলের ছেলে খোকার গলা !—
কাঁদন শুনে' উঠ্‌ল ঠেলে বুকের তলা।
কেউ দেখে না, নেয় না কোলে—বাছা আমার !
মায়ের বুকের দুধ না পেয়ে বাঁচে না আর !
ঘরে গেলাম তাড়াতাড়ি খিল্‌টি খুলে,
দেখি, খোকন শুকিয়ে গেছে—নিলাম তুলে।

## ম রা - মা

কত করে' থামল বাছার ফুঁপিয়ে-ওঠা—
মুখে দিলাম হাড়-বেরোনো বুকের বোঁটা !
সেই রাঙা-চাঁদ দিচ্ছে উঁকি আকাশ থেকে—
পাংশু হ'ল আমার চাঁদের সে মুখ দেখে !
চুমায় চুমায় কান্না তখন চাপতে হ'ল,
খোকন আমার ঘুমিয়ে প'ল, ঘুমিয়ে প'ল !

ঘুমিয়ে প'ল—নেতিয়ে প'ল—আর সাড়া নেই,
শুইয়ে দিলাম মেঝের উপর অন্ধকারেই !
হাত পা' গুলি সমান করে' দিলাম রেখে,
গায়ের উপর দোলাইখানি দিলাম ঢেকে।
ছুটে দেখি, আরেক ঘরে স্বামীর পাশে
সতীন ঘুমায়—তারই কেবল ঘুম না আসে !
দেখেই আমায় চিন্‌লে, তবু লাগল ধাঁধাঁ—
সেই আঁধারে মুখ যে আমার দেখায় সাদা !
চোখে-চোখে যেমন চাওয়া—কী চীৎকার !
জানি তখন, ঘুম হবে না আর যে তার।
চুপে চুপে ফিরে এলাম সেই শ্মশানে,
খানিক পরেই খোকায় তারা সেথায় আনে।
বড় দু'জন দুই পাশেতে—কাছে কাছে,
খোকন আমার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে।
আমরা সবাই ঘুমাই জলের কলস্বনে,
ঘুম হবে না এক সে জনার এই জীবনে !

# খেলনা

( **Coventry Patmore** )

আমার শিশু-পুত্রটিকে শাসন করি যতই,
এমন করে' থাকবে চেয়ে—বিজ্ঞ যেন কতই !
বারণ করি করতে যেটি, করবে সেটি আগে—
দিলাম জোরে চড় বসিয়ে হঠাৎ সেদিন রাগে ;
তাড়িয়ে দিলাম সামনে থেকে, গালও দিলাম কত,
শেষে আবার দিলাম নাক' চুমা, আগের মত।
মা-হারা সে, মায়ের আদর পায়না সে ত আর—
ভাবনা হ'ল, আজকে বোধ হয় মনের দুখে ঘুম হবে না তার।

গেলাম চুপে খোকার শোবার ঘরে ;
গিয়ে দেখি, ঘুমায় বাছা—ফুঁপিয়ে কাঁদার পরে
চোখের পাতা একটু ভারি, রোমগুলি তার ভিজে !
ব্যথার ভরে গুম্‌রে উঠে' নিজে—
চুমায় সে চোখ মুছিয়ে দিতে, আপন চোখের জল
সেইখানেতে পড়ল ঝ'রে—মুছিয়ে দেওয়া হ'ল যে নিষ্ফল !
দেখি, খোকন শিয়র হ'তে হাত-নাগালে টেনে টেবিলটাকে,
সাজিয়েছে তার খেল্‌নাগুলি তারি উপর যত্নে থাকে-থাকে ;-
দেশালায়ের খালি বাক্স, শিরা-আঁকা নুড়ি-পাথর দুটি,
কালো কাচের গুটি,

গোটাকয়েক রঙীন ঝিনুক, শিশি'র মুখে ফুল,
একটি নতুন পাই-পয়সা—তার চোখে সে রত্ন-সমতুল !—
এই সব সে সাজিয়েছিল একটুখানি শান্তি পাবার তরে।

সেদিন রাতে উপাসনার পরে,
বল্‌লাম কেঁদে 'ওগো, পিতা পরম স্নেহময় !
এই তুনিয়ায় খেলার শেষে আস্‌বে যখন সেদিন সুনিশ্চয়—
মরণ-ঘুমে সংজ্ঞাহারা করব না আর তোমায় জ্বালাতন,
পড়বে যখন তোমার মনে—করেছিলাম সুখের আয়োজন
তুচ্ছ যে সব খেলনা দিয়ে ! শ্রেষ্ঠ সুকল্যাণ
তোমার আদেশ ভুলেছিলাম—এমনই অজ্ঞান !—
তখন তুমি, তোমার হাতের ধূলোয়-গড়া এই অধমের দেহে
দিয়েছিলে যেটুক্‌—তারো অনেক বেশি স্নেহে
অবোধ তোমার সন্তানেরে করবে ক্ষমা, জানি ;
আজ বুঝেছি, পিতার প্রাণের প্রেম সে কতখানি !
ঘুমন্ত মুখ দেখে সেদিন বল্‌তে হবে তোমায়—
'খেলার ঝোঁকে ভুল করেছে, আহা, বাছা এখন কেমন ঘুমায় !'

## অন্ধ কবি

( Kohlil Gibran )

আলোকে যে অন্ধ আমি !—দীপ্ত দিবাকর
আমারে দানিল নিশা, গভীর তামসী—
স্বপনের চেয়ে নীল মোর নীলাম্বর !

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

তবু আমি পথ চলি সুদূরের লাগি',
তোমরা রয়েছ বাঁধা জন্মগৃহ-কোণে—
মরণের আগে আর হবে না বিবাগী !

হাতে শুধু এই 'নড়ি', বাহুতে বেহালা—
এই দিয়ে পথ খুঁজি অগম-গহনে,
তোমরা ত' ঘরে থাক—করে জপমালা !

যে পথে দিনেও যেতে ডরিবে সবাই—
সে পথে আঁধারে আমি একা বাহিরাই,
—আমি গান গাই।

পা' যদি উচল-পথে বাধে বার বার,
গান তবু পাখা মেলে উড়িবে সদাই !

অথই পাথার তলে, ঊর্দ্ধ-নীলিমায়
চেয়ে চেয়ে—আঁখি মোর আর নাহি পারে !
তবু তায় খেদ কিবা—যদি অসীমায়
চোখ চলে, বাধা পেয়ে সীমার আঁধারে !
উষার উদয় লাগি' কেবা নাহি চায়
নিবাইতে তুটি ক্ষীণ প্রদীপ-শিখারে ?

তোমরা বলিবে—'আহা, ও যে আঁখিহারা !—
মাঠে এত ফুল ফোটে, ও কি জানে তার ?
কখনো হেরে নি ও' যে গগনের তারা !'

আমি বলি, 'আহা, ওরা বড় অভাজন !—
বসিতে না পায় কভু তারার আসরে,
ফুলেদের ভাষা কভু করেনি শ্রবণ !

ওরা শুধু কাণে শোনে, প্রাণে শোনে না যে !
—আঙুলে পরশ আছে, নাহি শিহরণ।'

# শরাবখানা

## ( সুফী কবিতা )

আহা সে তরুণী তর্ করে দিল্ ! মদ বেচে কিনা—
সে যে কাফেরের মেয়ে !
তারি সন্ধানে শুঁড়িপাড়া পানে যেতেছিনু কাল
গুন্ গুন্ গান গেয়ে।
মোড় ফিরে দেখি, আসে মোর কাছে সুন্দরী হুরী—
ছিপ্-ছিপে এক ছুঁড়ী,
বেইমান পারা !—গোছা-এলোচুল পৈতার মত
পড়িয়াছে বুক জুড়ি' !

কহিনু ডাকিয়া, "কে গো তুমি, হাঁ গা ? ও ভুরু-ভঙ্গে
বাঁকা-চাঁদ পায় লাজ !
কোথায় আসিনু ? এটা কোন্ পাড়া ? কোথা থাক তুমি,
নারীদের মম্‌তাজ !"

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

কহে সুন্দরী, "কাঁধে পর' দেখি কাফেরের সুতা,
ফেলে দাও জপমালা !
পেয়ালায় মদ ভরপুর পিও, চলে এস ভেঙে
ধর্ম্মের আটচালা !
চুর হয়ে শেষে চুমাটি বাড়াও, গালে গাল দিয়ে
কথা ক'ব কানে-কানে,
—একটি সে কথা, জান্ তর্ হ'য়ে তরে' যাবে তায়,
যদি বোঝ তার মানে !

দিল্ খুলে' গেল, ফুর্ত্তির বেগে বেহ্ভুল হয়ে,
গেনু তার পিছু-পিছু—
এক লহমায় ছুটিল সেথায় ধরম-শরম
ছিল মোর যত-কিছু !
একটু তফাতে বসে' আছে দেখি ইয়ারের দল
একদম মাতোয়ারা !—
উন্মাদ যত, নেশায় বেহুঁশ—প্রাণ ভরে' পিয়ে
পীরিতির রসধারা !
নাই করতাল, বেহালা, সারং—মজ্লিসে তবু
হাসি-গান কম নাই !
বোতল, গেলাস, মদ দেখি না যে—তবু ঢালে, আর
পান করে একজাই !

মনের বাঁধন-দড়িটি যখন হাত হ'তে শেষ
খসে' গেল একেবারে,

## শরাবখানা

শুধা'তে চাহিনু একটি বচন, নিবারিল মোরে—
'চুপ কর'-ঝঙ্কারে !
বলে, 'ঠেলা দিলে অমনি খুলিবে—এ ত' নয় সেই
মন্দির চারকোণা !
মস্‌জিদও নয়,—হুড়াহুড়ি করি' ঢুকিবে হেথায়,
—নাই থাক্ জানা-শোনা !
অবিশ্বাসীর আসর এটা যে—সুরা দিয়ে হয়
অতিথির সৎকার,
সুরু হ'তে সেই আখের অবধি হেথায় কেবলি—
অবাক্ চমৎকার !
পূজা-নমাজের ঘর ছেড়ে দিয়ে বসে' পড় হেথা
শরাবখানার মাঝে,
খুলে ফেলে ওই দরবেশ-বেশ, সাজ দেখি এই
ফুর্তিবাজের সাজে !"—

করিলাম তাই ! চাও যদি, ভাই, আমারি মতন
দিল্‌খানা লালে-লাল,
এক-ফোঁটা এই খাঁটির লাগিয়া, খোয়াও সকলে
ইহকাল পরকাল !

## গজল

( জালাল-উদ্দীন রুমি )

নিজেরে নিজেই জানিনা যখন
জানিব কেমনে, কে ভগবান ?
নই খৃষ্টান, ইহুদাও নই,
কাফের কিম্বা মুসলমান।

পূব-পশ্চিম, সাগর-নগর—
কোথাও আমার নাই যে রে ঘর,
কেহ জ্ঞাতি নয়—মর কি অমর,
ক্ষিতি তেজ কিবা মরুৎ সলিলে গড়েনি আমার এ দেহখান।

জন্ম আমার নয় কোনখানে—
রুম, মহাচীন, কিবা শক্সানে,
ইরাকে সে নয়, নয় খোরাসানে,
হিন্দুর দেশ, সেখানেও নয়—সিন্ধু যেখানে প্রবহমান।

ইহলোক কিবা পরলোকে ঠাঁই—
স্বর্গ-নরক মোর তরে নাই,
নই সন্তান আদমের—তাই
স্বর্গ হইতে করে নাই দূর, করেনি আমারে সে অপমান।

নাই যার চিন্, নাই নির্দ্দেশ—
লোকাতীত লোক—সেই মোর দেশ !
দেহ-বিদেহের ত্যজি' তুই বেশ
বন্ধুর বুকে বাস করি আমি, চিরযৌবনে জ্যোতিষ্মান !

# ফার্সি ফরাস

( ফার্সির ইংরাজী হইতে )

## রুবাই-গুচ্ছ

( ১ )

যে পথেই হোক—তোমারে যে খোঁজে, ধন্য চরণ তার !
তব রূপ যার ধেয়ানের ধন—ধন্য ধরণ তার !
ধন্য সে আঁখি—অনিমেষ হয় তোমার আননে চেয়ে !
যে বাণী তোমায় করে গো বরণ—ধন্য স্মরণ তার !

( ২ )

পেয়ালা শরাব কি হবে আমার ? তুমি-মদ মোরে মাতাল করে,
আমি যে কেবল তোমারি শিকার—আর কোন্ ফাঁদ আমায় ধরে !
কাবা-ঘর আর মন্দিরে মঠে বৃথাই তোমায় খোঁজে সবাই,
আমা-হেন জন যাবে না কখনো মন্দিরে মঠে কাবার ঘরে।

( ৩ )

প্রেমেরি বাঁধনে একদিন যবে বাঁধিবে বাহুর পাশে—
জান্নাত্ পানে চাহিতে আঁখি যে ঘৃণায় মুদিয়া আসে !
আর, যদি ঠাঁই হয় গো সেদিন তুমি-হীন অমরায়,
কিছুই তফাৎ রবে না আমার স্বর্গ-নরক-বাসে !

( ৪ )

সুরায় আমার আয়ু যে ফুরাই, দূষিও না মোরে ভাই,
করিও না ঘৃণা—পেয়ালা ও প্রেম এক যে করিতে চাই !
সাদা চোখে বসি' যাদের সমাজে—তারা যে সবাই পর,
নেশায় বেহুঁশ হয়ে যাই যবে, বন্ধুরে মোর পাই !

## ক্ষণিকা

চাইনা প্রণয়—চির-সৌহৃদ,
সেই ত' রহে না, সে যে গো বৃথায় !
আমি চাই শুধু ক্ষণিকের স্মৃতি—
নিমেষের দেখা, মধুর বিদায় ।

## একটি নিমেষ

শুধু এক পাক ঘুরিব দু'জনে
ফুলের বনে,
হাতখানি চেপে ধর একবার
অন্য মনে ।
আবেশে অবশ দাওগো বারেক
আলিঙ্গন,
একটি সে চুমা—অধীর অধরে
আলিম্পন !
নিঠুর বিধিরে ফাঁকি দিই মোরা,—
এস গো, সখি,
একটি নিমেষ উজলি' তুলিয়া
অমৃত ভখি !
তারাগুলি সব ওই চলে' যায়
অস্তপারে,
যাত্রীরা হবে এখনি বিদায়
অন্ধকারে !

# ফা র্সি ফ রা স

## রূপের গরব

ভোরের বেলায় বলে বুলবুল্
গোলাপে মিনতি করি'—
চাঁদ ধুয়ে দেছে ও-মুখ তোমার,
জানি তাহা, সুন্দরি !
ভাই বলে', সখি, কোরো না দেমাক-
তোমারি মতন হেসে
এই বনে গেছে কত ফুল ঝরি'
ক্ষণিক-বাসর-শেষে !

## মূল্য-জ্ঞান

চুলগুলি তোর কাকের পালক,
ঘাড়ের কাছটি বরফ-সাদা !
টুক্‌টুকে ঠোঁট লালা-ফুল যেন,
চোখ কি নরম—আদর-সাধা !
পিয়ারী ! করিনু ধর্ম্ম-শপথ—
এর একটিরও বদলে আমি
কায়কোবাদ আর কায়-খস্রুর
চাই না মুক্তা-মণির গাদা !

## প্রেমহীনের পূজা

কার তরে তুই ছেয়ে দিলি ভুঁই—
তুলিলি আকাশ ঘিরে'

## হে ম স্ত - গো ধূ লি

উদ্ধত ওই গুম্বজগুলা
মস্‌জেদ-মন্দিরে ?
কার কাছে তুই জুড়িস্‌ দু'হাত,
জানু পাতি' পূজা কার ?—
ধূম-কুণ্ডলী, ধূপের অর্ঘ্য,
বলির রক্তধার ?
কাঙাল জনেরে বঞ্চিত করি'
অন্নহীনের গ্রাস
ভারে ভারে যারে দিস্‌ তুই—সে যে
কিছুরি করে না আশ !

## মৃত্যুর প্রতি

**( John Addington Symonds )**

ওগো মৃত্যু, চিরনিদ্রা নাম তব !—বল, বল তবে,
নিস্তব্ধ সে পুরীমাঝে আর কি গো নাহি জাগরণ ?
বড় ক্লান্ত শ্রান্ত যারা, করিবে না তাদেরে পীড়ন
স্বপনের চেড়ীদল—অঘোরে ঘুমায়ে র'ব সবে ?
ঘুমাবে অন্তর-দাহ ? বাহু রাখি' আঁখির পল্লবে
চিরসাথী ব্যথা-সতী ঘুমঘোরে রবে অচেতন ?
তেয়াগি' কণ্টক-শয্যা স্মৃতি বুঝি করিবে শয়ন
সুকোমল বিছানায়—জাগিবে না কোন গীত-রবে ?

বল, বল, মহাকাল! আরবার জিজ্ঞাসি তোমায়—
প্রেম-ও কি তোমার বুকে শিশুসম মৃদু নিঃশ্বসিবে?
ব্যর্থ-বাসনার জ্বালা জুড়াবে কি তোমার চুমায়—
অনির্ব্বাণ আশা-দীপ তোমার সকাশে যাবে নিবে'?
হায়, তুমি নিরুত্তর! শুধু ওই ললাট-ত্রিদিবে
কাঁপিছে তারার মালা—তোমারো যে দু' আঁখি ঘুমায়!

## মৃত্যুর পরে

### ( Rupert Brooke )

নয়নের মণিপদ্মে দৃষ্টি-মধু যবে নাহি রবে,
সব আলো নিবে যাবে, রুদ্ধ হবে চেতনা-তোরণ;
কর্ণে কোন কলকণ্ঠ পশিবে না—বসন্ত-উৎসবে
নৃত্যপরা যুবতীর সনূপুর চারু-বিচরণ;
যেথা হ'তে বিকাশিল—সেই শূন্যে হবে অপলাপ
জলধনু, আর সে গোলাপ!—

সে অনন্ত কালে তবু রহে যেন একটুকু ঠাঁই
মেলিয়া ধরিতে মোর মৃদুগন্ধ স্মৃতি সব ক'টি—
নীলাকাশ, ফুল, গান, মুখগুলি যেন না হারাই!
বসিয়া গণিব সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে উলটি'-পালটি',
মধুর ভাবনাভরে; যথা দীর্ঘ দীপ্ত দিনমান
শিশুদের খেলা হেরি', সন্ধ্যালোকে একেলা জননী
কর্ম্মক্লান্ত করদুটি গুটাইয়া, বিমুগ্ধ-নয়ান,
চেয়ে থাকে শিশুদের সুপ্তমুখে—আমিও তেমনি!

# নিশীথ-রাতে

**( Alfred Lord Tennyson )**

ফুলেরা ঘুমায়—শাদা আর লাল পাপড়িতে ঘুম-ঢালা,
প্রাসাদ-কাননে তরুবীথি'পরে দুলিছে না ঝাউগুলি ;
নীলকাচে-ঘেরা সোনার শফরী জলতলে গতিহারা,
জোনাকীরা জাগে, মোর সাথে আজ তুমি জাগো, সহচরি

দুধের-বরণ ময়ূর হোথায় ঝিমায় ঝরোকাতলে—
ঝিকিমিকি করে—দেখে মনে হয়, এ কোন্ উপচ্ছায়া !
ধরা খুলে দেছে সারা বুক তার তারাদের উদ্দেশে,
সজনি, তোমারও বুকখানি খোলো আমার নয়নতলে !

একটি উল্কা উলসি' উঠিল, আঁকিল নিথর নভে
দ্রুত আলো-রেখা—মোর মনে যথা তব কথা, সুন্দরি !

হের সখি, এবে কমল মুদিছে লুকায়ে বুকের মধু—
সরসী-শয়নে ঢুলে' পড়ে বালা সহসা বিবশা হয়ে !
তুমিও তেমনি, হৃদয়েশ্বরী, মুদিয়া কমল-তনু
ঢুলে পড় এই উরস-উপরে—মিশে যাও একেবারে !

# সোমপায়ীর গান

( ঋগ্‌বেদ )

আমি করেছি কি সোমপান ?—
মনে হয়, যত হয় আর গবী
আমি একা যেন সমুদয় লভি,
—কেন হেন অভিমান !
আমি করেছি কি সোমপান ?

যেন গো আমারে বায়ুতে উড়ায়—
আমি যেন রথ, মোরে ল'য়ে যায়
তুরগেরা বেগবান !
আমি করেছি কি সোমপান ?

ধেনুমাতা যথা বৎসের পাশে—
দূর হ'তে হেরি' দ্রুত ছুটে আসে,
ছন্দ আজিকে মন্ত্রে আমার
তেমনি যে ধাবমান !
আমি করেছি কি সোমপান ?

ছুতার যেমন রথের ধুরায়
গড়িবার কালে কেবলি ঘুরায়,
মনে মনে আমি ঘুরাই তেমনি—
গান করি নির্ম্মাণ !
আমি করেছি কি সোমপান ?

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

এই ধরাখানা হাতটা ঘুরায়ে
হেথা হ'তে হোথা দিব কি সরায়ে—
করিব কি খান্‌খান্‌ ?
আমি করেছি কি সোমপান ?

পাঁচ-গোষ্ঠীর কাহারেও আজ—
মনে হয় না যে, কিছু করি লাজ,
—কারে করি সম্মান ?
হ্যাবা-পৃথিবীর চেয়ে বড় আমি,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য কোথা গেছে নামি' !—
কেন হেন অভিমান ?
আমি করেছি কি সোমপান ?

মোর আধখানা আকাশেতে মেশে,
বাকি আধখানা নীচে কোন্‌ দেশে—
নাই তার সন্ধান !
মোর চেয়ে বড় কেহ নাই কোথা—
গাই শুধু এই গান !
আমি করেছি কি সোমপান ?

## সন্ধ্যার সুর

( **Charles Baudelaire** )

এখন সন্ধ্যা, কুঞ্জলতিকা দুলিছে মন্দ বায়,
ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম ;
বাতাস ভরিছে বসন্ত-সুবাসে, গীতের মূর্চ্ছনায়—
নৃত্যের তালে মূর্চ্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম !

ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম !
বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্ত্তনাদ !
নৃত্যের তালে মূর্চ্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম,
অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ !

বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্ত্তনাদ—
মৃত্যুর সেই বিশাল পুরীর আঁধারে সে ভয় পায় !
অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ,
রক্তসাগরে ডুবিয়া মরিল সূর্য্য এখনি, হায় !

মৃত্যুর সেই বিশাল পুরীর আঁধারে সে ভয় পায়—
ফুরানো-দিনের সবটুকু আলো ধীরে নিল ফিরাইয়া ;
রক্তসাগরে ডুবিয়া মরিল সূর্য্য এখনি, হায় !
এবে মোর মনে ভাতিছে তোমারি বিকচ মুরতি, প্রিয়া !

# অন্ধকার

( **Blanco White** )

হে রজনী মায়াবিনী ! যবে সেই প্রথম প্রভাতে
তখনো হেরে নি তোমা—নাম শুনে' আদি নারী-নর
শিহরি' ওঠেনি ভয়ে ?—ভাবি' এই দীপ্ত নীলাম্বর
এখনি মুছিয়া যাবে অন্তহীন তিমির-প্রপাতে !
অবশেষে, অকস্মাৎ অস্তরবি-কিরণ-সম্পাতে,
স্বচ্ছ হিম-জাল ভেদি' দেখা দিল কত নভ-চর
অন্তরীক্ষে—জ্যোতির জনতা সে কি নিস্তব্ধ সুন্দর !—
ভরি' শূন্য, সৃষ্টি যেন বিথারিল অসীম শোভাতে !

কে জানিত, দিবাকর ! তব রশ্মি আছিল আবরি'
এ-হেন তামসী কান্তি ! কে জানিত—যাহার প্রসাদে
ক্ষুদ্র কীট, তৃণাঙ্কুর ধরা দেয় আঁখিতে অবাধে—
সেই তুমি, দৃষ্টি হতে এত তারা নিতে পার হরি' !
তবে কেন মৃত্যু-ভয়—না হেরি' সে-রূপের মাধুরী ?—
আলোক ছলিতে পারে, জীবনও কি জানে না চাতুরী ?

# নিদালি

( Walter de la Mare )

উস্কখুস্ক চুলগুলি চোখ থেকে তুলে' দাও,
পায়ের নূপুরছুটি খুলে নাও,
রেশ্‌মি চাদরখানি টেনে দিও পরিপাটি—
আর ওই আশ্‌মানি নেপটাও।

সাজাও বালিশ শিরে সুকোমল ছন্দে,
সুরভিয়া অগুরুর গন্ধে :
বহে যথা বালু-ঘড়ি ঝিরি-ঝিরি ঝুরু-ঝুরু—
রজনী কাটুক মৃদুমন্দে।

দুটি কোয়া কম্‌লার, কিস্‌মিস্‌ গুটিদশ,
গুল্‌কঁদ, আনার, আনারস—
সোনার থালায় ধরি', বেলোয়ারী গেলাসে
ঢেলে দাও নারিঙ্গীর রস।

ঢেকো না রাতের রূপ—থাক্‌ খোলা ফর্দ্দা,
সরাও সমুখ থেকে পর্দ্দা :
আমার এ ঘুম-চোখে পড়ুক মেদুর-মৃদু
চাঁদের কিরণখানি জর্দ্দা।

## হে ম ন্ত - গো ধূ লি

আঁধার ঘনায় দূর বনানীর বক্ষে,
শোনো ওই শূন্যের কক্ষে
দিশি-দিশি সঞ্চরে পাপিয়ার ঝঙ্কার—
ঘুম নাই পাখিটারো চক্ষে !

এবার নিবাও তবে রূপার ও দীপটায়,
সেই গান বাজাও বেহালায়—
যে গান পরীরা শোনে নির্জ্জন নদীতীরে,
চেয়ে দূর বৈশাখী-তারায় !

গান যেন থামে নাকো ; স্বপনের বন্ধন
পশিতে দিবে না হেন বন্দন !—
তবু, ও সোনার সুর কান যেন ফিরে পায়,
—মুছিলে চোখের ঘুম-চন্দন।

অলস অবশ হয়ে মুদে' আসে অঙ্গ,
আঁখি-পাতা চায় আঁখি-সঙ্গ ;
চোখ বুজে' দেখি ওযে—কত রং, কত ফুল !
আলো দোলে !—আলো, না পতঙ্গ ?